নলিনী-ভূষণ নাটক।

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত
ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংর বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও বেণেটোলায়
প্রকাশিত।

সম্বৎ ১৯৩৪

উৎসর্গ।

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়

অগ্রজ মহাশয়ের শ্রীচরণে

এই ক্ষুদ্র পুস্তক

ভক্তিসহকারে

উপহার প্রদত্ত

হইল।

বিজ্ঞাপন।

আজ কাল বঙ্গসমাজে নাটকের আদর সমধিক! প্রায় সুলেখক মাত্রই আর ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তবে যাঁহাদের লোকভয় অপেক্ষা গ্রন্থকার হইবার স্পৃহা বলবতী, চলিতভাষাপূর্ণ নাটকাদি রচনা স্বল্পায়াসসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহারাই এই ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া থাকেন। আমিও সেই মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া "নলিনীভূষণ" বিরচিত ও প্রচারিত করিলাম। ইহাতে নূতনরূপ ভালও কিছু নাই—ভালরূপ পুরাতনও কিছু নাই; যাহা আছে তাহা না থাকার মধ্যেই গণ্য। সুতরাং সাধারণে যে ইহা দেখিয়া একবারে খড়্গাহস্ত হইয়া উঠিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে সামান্য ত্রুটি স্বীকার করিলে যদি কাহারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাহাতে অসম্মত হওয়া উদারতার কার্য্য নহে।

এক্ষণে জানিয়া শুনিয়া এ অসার পদার্থটী সাধারণের হস্তে সমর্পণ করিলাম। যদি ইহার কোন ছন্দাংশে কাহারও হৃদয়গ্রাহী হয় তাহা দৈবকর্ত্তৃক বলিতে হইবে।

কলিকাতা,
৩রা পৌষ, সম্বৎ ১৯৩৪। } শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

জাফার খাঁ	...	বক্তীয়ার খিলিজির সহকারী।
মিরবক্স নুরমহাম্মদ্	...	জাফার খাঁর অনুচরদ্বয়।
রমেন্দ্র ...	...	শান্তিপুরনিবাসী ভুম্যধিকারী।
গঙ্গাধর শিরোমণি	...	ঐ অধ্যাপক ব্রাহ্মণ।
বিপ্রপদ ...	...	গঙ্গাধর শিরোমণির ছাত্র।
বিপিন বাক্চী	...	রাণাঘাটনিবাসী ভুম্যধিকারী মৃত কেদার বাক্চীর পুত্র।
ভূষণ ...		নবদ্বীপনিবাসী কোন সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র।
বিদ্যানিধি ...	...	ভূষণের পিতৃবন্ধু।
রামা কালুসর্দ্দার	...	লাঠীয়ালদ্বয়।
দেবা সিদুরাম	...	রমেন্দ্রের প্রজাদ্বয়।
রাখাল	...	কর্ম্মকার।
নকুড়	...	বৈদ্য।
মুরারি	...	জনৈক ভদ্রলোক।

নলিনী ...	...	রমেন্দ্রের কন্যা।
নীরদা ...	...	মুরারির স্ত্রী।
আমীনা ...	...	জাফার খাঁর বারনারী।

কাজী, মোল্লা, দর্শকবৃন্দ, নাগরিকদ্বয়, প্রহরীগণ, অস্ত্রধারী-গণ, রাজপুরুষগণ, সাক্ষী, কারাধ্যক্ষ ইত্যাদি।
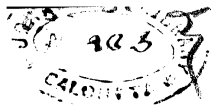
নলিনী-ভূষণ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

শান্তিপুর—গঙ্গাধর শিরোমণির চতুষ্পাঠী।

(বিপ্রপদ আসীন।)

বিপ্র। ভট্টাচার্য্যের তো পড়াবার নামটুকুও নাই—কেবল দিবারাত্র ফরমাস্। আজ গৃহিণীর অসুখ, "যা বিপ্রপদ রাঁধ্‌গে যা;" আজ ভৃত্য নাই, "যা বিপ্রপদ একবার গরুকটা দেখে আয়;" চণ্ডী-মণ্ডপে জল পড়ে, "যা বিপ্রপদ ঝাড় থেকে দুটো বাঁশ কেটে নিয়ে আয়।" এই কত্তেই তো আমার দিন গেল, আর কবেই বা কি হবে! প্রায় এক বৎসর এসেছি, এখনও একটা শ্লোক ভাল ক'রে অভ্যাস হলো না। ঢের হয়েছে বাবা!—আর বিদ্যায় কায নাই! এখন ভালয় ভালয় পালাতে পাল্যে বাঁচি! এদিক্ উদিক্ থেকে যা কিছু শিখে এসেছিলাম, তাতো সব হজম করে ব'সে আছি। এখানে থেকে কেবল দাস্যবৃত্তিতেই বিলক্ষণ পরিপক্ক হয়েছি; কিন্তু দাস্যবৃত্তি ক'রে হোক্, টাকাকড়ি দিয়ে হোক্, যদি কিছু শিখ্‌তে পাত্তেম, তা হলেও যা হোক্ বুঝা যেতো। ছাত্রের মধ্যে তো শর্ম্মা একা—

তাও আমি নিজের খরচপত্র করি, মধ্যে মধ্যে ঘুষও দিয়ে থাকি; কর্ত্তা লোকের কাছে বলেন "আমার এককুড়ি ছাত্র—তাদের সমস্ত খরচপত্র আমাকেই দিতে হয়।"

(গঙ্গাধর শিরোমণির প্রবেশ।)

গঙ্গা। উঃ! কি ভয়ানক রৌদ্র! আ—া—া—াঃ (উপবেশন।) হরিদ্বার গঙ্গাসাগর টহলে এলেম—একটী পয়সাও পাওয়া গেল না। (বিপ্রপদের প্রতি) কি রে, তোর কি আজ পাঠ চাওয়া আছে?

বিপ্র। আজ্ঞা হাঁ, আছে বই কি।

গঙ্গা। আর আজ থাক; এক দিনে কি এসে যাবে।—যা, এক কল্‌কে তামাক নিয়ে আয় দেখি।

[বিপ্রপদের প্রস্থান।

(উপাধানে দক্ষিণ বাহু রাখিয়া অর্দ্ধ শয়ন ও অর্দ্ধ উপবেশন, জৃম্ভণ ও অঙ্গুলির ধ্বনি করণ) মুরারি ছোঁড়াকে যেন তেন প্রকারেণ শেষ কত্তে পাল্যেই নিষ্কণ্টক; সে গেলে ছুঁড়ী আর কি কত্তে পার্‌বে; তাকে দুটী দুটী খেতে দিলেই হবে; আর সংসারেও তো আমার একজন কাযকর্ম্মের লোক চাই—গৃহিণী একা ক দিক্ দেখ্‌বেন; ছুঁড়ীটেও দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল; কিন্তু বড় মুখরা আর একগুঁয়ে—যা ধর্‌বে তা ছাড়্‌বে না—কারও বশ নয়; তা হাতে এলেই বেয়ে চেয়ে দেখা যাবে। কালেতে আপ্‌নিই তেজ মরে আস্‌বে; সময়ে ব্রহ্মারও তেজ হ্রাস হয়, তা ও তো কোন্ ছার! ছোঁড়াটা বড় ভাল; কিন্তু ভাল হ'লে কি হবে, সে তারই ভাল—আমার তো আর ভাল নয়। এখন আমার নিজের ভাল চাই! ভাল হ'লে কে কোথায় আপনার ন্যায্যগণ্ডা ছেড়ে দেয়। সংসারে আবার ভালমন্দ কি?—মনে কল্যে সকলি ভাল, সকলি মন্দ—মন্দ ও ভাল, ভালও মন্দ। যে যার নিজের ভাল; যে

নিজের ভাল নয় সে অতিমন্দ। আর আজকাল ভালমানুষের বাপ আঁটকুড়ো। এই এতদিন কি কোন ব্যাটা আমায় ভ্রূক্ষেপ কত্তো? এখন যা ক'রে হোক্ জগদম্বার কৃপায় দশ টাকা করেছি, তাই না দশ জনে মান্য করে। ভালমানুষী ক'রে আর কোন মহাত্মাকে আজকাল সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ক'ত্তে হয় না। যিনি ধর্ম্ম ভাবলেন—পরকাল দেখ্‌লেন, তাঁর ইহকাল জ্বলে গেল। ধর্ম্ম আবার কি? মুর্খে ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে মরে; ধর্ম্মই সকল অমঙ্গলের হেতু। ইহকাল পরকাল, ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য, এরা পরস্পর চিরবৈরী। পরকাল কবির কল্পনা মাত্র; আর সত্য হ'লেই বা ভয় কি? পরকাল তো আমার হাতের মুটোর ভিতর; একটা দেখে শুনে প্রায়শ্চিত্ত কল্যেই চুকে যাবে। আমি তো আর মুর্খ নই যে ভয়! একটু এদিক্ উদিক্ না কল্যে কি আজকাল কিছু হবার যো আছে! সুদ্ধ বিদ্যা নিয়ে কি ধুয়ে খেতে হবে? ঐ রামেশ্বর খুড়ো তো নবদ্বীপের এক জন প্রধান পণ্ডিত—তাঁর আজ আন্‌তে কাল নাই—চালে খড় দেবার সামর্থ্য নাই—কেউ গণেও না। পৃথিবীতে সবই আছে, একটু খেলে নিতে পাল্যেই হয়। আপাততঃ এ কহাজার টাকা হস্তগত ক'ত্তে পাল্যে কি আর রক্ষা আছে?—দেশের সকল ব্যাটাই যোড়হাত ক'রে থাক্‌বে,—অথচ কাকেও কিছু দিতে হবে না। ধনের এই একটী প্রধান সুখ। আহা! জগদীশ্বর টাকার কি মনোহরশক্তি দিয়েছেন! যার টাকা তারই রইল, একবার দেখালেই সকল ব্যাটা অনুগত—দেশ সুদ্ধ কৃতদাস; যোড়হস্ত, গলবস্ত্র; তোষামোদ, প্রণিপাতের ধুমই কত! এমন টাকা হাতে পেয়ে কি কখনও ছাড়া যায়? আর লোকনিন্দা বল—লোকনিন্দায় কি এসে যায়; ভয়ে কি কোন ব্যাটা শব্দ কত্তে পার্‌বে?—আর লোকে জান্‌তে না পাল্যে তো আর নিন্দা হবে না;—আমায় সন্দেহ করে এমন লোক কে? ডুবে ডুবে জল খাব শিবের বাবাও টের পাবে না। এত

বাহ্য আড়ম্বরে যদি লোকে সন্দেহই করবে, তবে আর বেঁচে সুখ কি ?

(বিপ্রপদের তামাক লইয়া প্রবেশ।)

এত বিলম্ব হলো কেন রে ?

বিপ্র। মহাশয়! বাড়ীতে আগুন ছিল না।

গঙ্গা। বাড়ীতে আগুন ছিল না—বাড়ীতে আগুন ছিল না! বাড়ীতে আগুন না থাক্‌লেই বুঝি এত বিলম্ব ক'ত্তে হয় ? এর চেয়ে সুদ্ধ আগুন দিলেই তো হতো—এতে আছে কি? নে একবার পা-টা টেপ। (বিপ্রপদের তথাকরণ।) ওপাড়ার চৌধুরীদের বাড়ীর পত্র এসেছে কি ?

বিপ্র। আজ্ঞা না।

গঙ্গা। তাইতো রে! এবার ব্যাটারা ফাঁকি দিলে না কি? এখন সকলি ফাঁকি! ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে তো আর কেউ এখন মানে না! সকল ব্যাটাই হ'লো পাষণ্ড! তখন এই পত্রের বিদায়ে লোকে কত বিষয় করে গেছে।

বিপ্র। আজ্ঞা তা আর বল্‌তে! কিন্তু ওরাও ফাঁকি দেবার লোক নয়।

গঙ্গা। কই ওরা আবার কবে কাকে কি দিয়েছে ?

বিপ্র। স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট শুন্‌লেম,ওদের বড়কর্ত্তা ম'ত্তে না বেশ দশ টাকা দিয়েছিল ? আজ প্রাতে সেই কথাই হচ্ছিল।

গঙ্গা। দুর্গা! দুর্গা! সে যে আজ পাঁচ বৎসরের কথা রে!

বিপ্র। আজ্ঞা প্রতি বৎসর না ম'লে তো আর হবে না।

গঙ্গা। তোর যে বেস বিবেচনা হচ্চে দেখ্‌চি; তবেই ক'রে খাবি আর কি! বলি, না ম'লে কি আর ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে দিতে নাই?—শাস্ত্রে নিষেধ আছে না কি? ব্যাটারা জীয়ন্তেও দেবে না, ম'লেও দেবে না!—ঐ দেখ্‌না ওপাড়ার বোসেদের মেজকর্ত্তার বয়সের গাছ পাথর নাই—তবু ব্যাটা আর ম'ত্তো চায় না। দেশে

এত ব্যাটা বুড় রয়েছে, কোন ব্যাটার আর মর্‌বার নামটুকুও নাই।

বিপ্র। কৈ মহাশয়! এখন আর বুড় কই; আর মেজকর্ত্তার বয়স কতই বা হবে—জোর পঞ্চাশ।

গঙ্গা। আরে দূর বোকা! পঞ্চাশ বৎসর বুঝি সামান্য হলো—পাঁচ যুগ যে রে মূর্খ!—আবার ম'র্‌বে কবে? ঐ দেখ্‌না রাণাঘাটের কেদার বাকৃচী ব্যাটা আজ চার দিন নাড়ী ছেড়ে রয়েছে এখনও ব্যাটা মরে না হে! কি আশ্চর্য্য! এমন তো কথনও দেখিনে! ব্যাটা ভারি পাজী; জীয়ন্তে তো আমাদের একটী পয়সাও দেয় নি, পাছে ম'লে কিছু পাই, তাই বেটা ম'রেও ম'ত্তে চায় না!

বিপ্র। সে কি মহাশয়! চার দিন নাড়ী নাই কে ব'ল্যে?—তিনি যে আজ ছ দিন মরেছেন।

গঙ্গা। আরে তার পূর্ব্বে চার দিন—তুই জানিস না, থাম।

(বিপিন বাকৃচীর প্রবেশ।)

আরে আস্‌তে আজ্ঞা হয় বিপিন বাবু, বাড়ীর সব মঙ্গল তো?

বিপি। আর মঙ্গল কি ক'রে, পিতাঠাকুরের আজ ছয় দিবস গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে; মহাশয়েরা দাঁড়িয়ে থেকে আমি যাতে শুদ্ধ হই তা কর্‌বেন।

গঙ্গা। বিলক্ষণ! সে কথা কি আর বল্‌তে। আহা! তিনি অতি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন, আমাদের নিয়ে কত আমোদ আহ্লাদ ক'ত্তেন। ব'ল্‌বো কি ভাই, এত দিনে আমাদের একটা পর্ব্বত খ'সে প'ড়্‌লো। তবে তাঁর সময় হয়েছিল—সকলি ঈশ্বরেচ্ছা! তিনি স্বর্গে গেছেন, এখন মিছে দুঃখ করা। আপ্‌নার মত যে সন্তান রেখে যাওয়া, একি সামান্য পুণ্যের কথা! জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপ্‌নি দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে সেই সকল ঐশ্বর্য্য ভোগ করুন্; তবু আপ্‌নাকে আমরা বিপদ আপদে পেতে পার্‌বো। আমরা চিরকাল মহাশয়দের খেয়েই মানুষ।

বিপি। আমাদের প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ; আপনার আশীর্ব্বাদেই সব।

গঙ্গা। তবে এখন শ্রাদ্ধের বিষয়টা কিরূপ স্থির হলো? দান-সাগর তো হবেই, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কিরূপ দেওয়া থোয়া হবে?

বিপি। দেখুন এখন আপ্‌নাদের আশীর্ব্বাদে কতদূর কি হয়ে ওঠে।

(মুরারির প্রবেশ।)

মুরা। প্রণাম হই।

গঙ্গা। কি রে, মুরারি যে! আজ আবার কি মনে করে? যা এক ছিলিম তামাক নিয়ে আয় দেখি।

মুরা। (স্বগত) উঃ! এ ব্যাটা কি ভয়ানক লোক! সাত ক্রোশ ভেঙে চলে এলেম; একবার পোড়ার মুখে বল্যে না যে, যা হাত পা ধুয়ে জল খেগে; আর মোলো তাও না হোক্, দুটো মিষ্ট কথা, তাতে তো আর কিছু ব্যয় নাই; তাও নয়! ধূলপায়েই ফর্‌মাস! এর শরীরে কি এক বিন্দু দয়া মায়া নাই! আমি কোথায় মাথার ঘায় পাগল হয়ে দৌড়ে আস্‌চি, দেনার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত, রাস্তায় পা দিয়েছি কি শূন্যে পা দিয়েছি তার ঠিক নাই, অম্‌নি ফর্‌মাস্।

[মুরারির কল্‌কে লইয়া প্রস্থান।

বিপি। মহাশয়! এটী কে?

গঙ্গা। হুঁ! আবার কে?—ওকথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন—কুপোষ্যি!

বিপি। বলি, আপনার সঙ্গে ওঁর সুবাদ কি?

গঙ্গা। সুবাদ ছাই, সুবাদ ভাতের! ওর শ্বশুর আমায় খুড়ো বল্‌তেন; ওর বিবাহও আমি দিয়ে দিই, দাঁড়াবার স্থল ছিল না।

বিপি। ওঁর শ্বশুর আপ্‌নাকে খুড়ো বল্‌তেন, আবার আপ্‌নিই ওঁর বিবাহ দিয়ে দেন, এ কথা কি হলো?

গঙ্গা। তবে বলি শুনুন্——

(মুরারির তামাক লইয়া প্রবেশ।)

মুরা। এই নিন্।

গঙ্গা। (ধূমপান করিতে করিতে) ওরে দেখ, একবার চট্ করে ময়রা-বাড়ী যা দেখি, ঠাকুরদের সেবার সন্দেশ নাই, সেরটাক্ নিয়ে আয়। যা ওঠ, এই তো তোদের দৌড়ধাপের সময়।

মুরা। এখন তো মহাশয় আর আমি যেতে পাচ্চি নে।

গঙ্গা। বলি, যেতে পার্‌বে না, খেতে পার্‌বে? মুখে অম্‌নি লাথী মার্‌বো না!—মলো যা, যতবড় মুখ তত বড় কথা।

মুরা। আপ্‌নি রোজ রোজ যার তার সাম্‌নে খাওয়া দেখান্ কি? কবে আপ্‌নার বাড়ী পাত পেড়েছি। আপনার কাছে সব টাকা কড়ি, তাই এক একবার খরচের জন্যে আসা, নচেৎ আবশ্যক? সেখানে দেনার জ্বালায় কোথা হেথা পালিয়ে এলেম—না, এখানেও তাই! (রোদন।)

গঙ্গা। হুঁ বটে! এতদুর! খবরদার আর তুই এখানে আসিস্‌নে। তোর খরচপত্র কিসের রে? আমার কাছে কি তোর ন শ পঞ্চাশ গচ্ছিত আছে না কি?

মুরা। ন শ পঞ্চাশ কি মহাশয়?—দশ বিশ হাজারের কথা কউন্।—এতো ভিক্ষা নয় যে ভয়?

গঙ্গা। সে ছুঁড়ী বুঝি বলেছে? তাই শুনে তুই দাঙ্গা কত্তে এসেছিস্। তুই নাকি নেহাত ভেড়ো, তাই সে কথায় প্রত্যয় গেছিস্। তার বাপের মরবার সময় পাঁচ কড়া কাণা কড়ি ছিল? ভাগ্যে আমি ছিলাম তাই সৎকার হয়েছিল—নইলে দাঁত ছরকুটে ঘরে পড়ে থাক্‌তো। গাঁয়ের তো সকলেই জানে, তার উদ্ খেতে খুদ্ ছিল না। যা তোর আর মুখ দেখ্‌তে চাইনে—এখনি ওঠ, বেরো—দুর হ, খবরদার আর আসিস্ নে।

[মুরারির রোদন করিতে করিতে প্রস্থান।

দেখ্‌লেন মহাশয়! আজকাল কারও ভাল ক'ত্তে নাই; দুটয় খেতে পাবে না ব'লে দয়া করে খরচ পত্র দি; আর বাচস্পতি আমাদের আপনার লোক, তার মেয়েটা আর জামাইটে পেটের জ্বালায় হীনবৃত্তি অবলম্বন করবে, এই ভেবেই দেওয়া। শেষ বলে কি না, ওদের দশবিশ হাজার আমার কাছে গচ্ছিত আছে। কি আশ্চর্য্য! এখনও দিনরাত হচ্চে!—এক পল ধর্ম্মও আছে! উঃ! কি ভয়ানক কাল পড়েছে!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শান্তিপুর—কালুসর্দ্দারের কুটীর।

(রামা ও কালুসর্দ্দারের প্রবেশ।)

কালু। কত দিবেক্ রে?

রামা। এক পণ টাকা।

কালু। আর মামু যদি কাম হলি না দেয়?

রামা। তাউ কি হয় হে! সিখনে দাঁইড়ে দিবেক বলছে; তাউ কি না দিতি পার্‌বেক্; ভদ্দিরের ছাওয়াল্, তু কি হে?

কালু। তু অত চিচাস না বল্‌চি! হঁ!—ন্যাকা আর কি! চারু দিকনেই মোর শত্তুর, তা জানেক লি! ইন্দিরের শরীলে যত চোক্ আছেক, উ শালাগণার শরীলে তত কাণ আছেক। তু যা, বল ক্যান্যে আগুই দিক্; উ মামুর কথাকে মোর পত্যয় হয় লি! মামু শ্যাষ খাঁমচা খানেক পায়ের ধূলা মাথায় দিবেক, আর বল্‌বেক তোদের গোতর সুখে থাকুক আশীস করি, মুই বামুন। উকে মোর বিস জানা আছে। রাত্তে মামুর বাকুলে দুবর খবর লেই, আগেতন তবু পূজয় একখান কাপড় এক পাথর ভাত দিতোক, এখন বোম-বেটের যত কড়ি হচ্ছ্যা ততই ঝামা হয়ে পড়্‌চেক।

রামা। আরে ইতে কি আর বামূণাই চলে?—কক্কড়ে টাকা চাই,—সুদ্ধ কথাকে চিড়ে ভিজেক্ লি বাপ্পা!

কালু। মোদের আগুই দিক্ ক্যান্নে?

রামা। তা পত্যয় করেলি ভাই!

কালু। ইঃ! মামু আর কি! মোরা লাকি জোয়াচোর যে পত্যয় কর্‌বেকলি! মোরা দুটো মানুষ মাত্তি পারি, তো নিমো-খারামী জালিলে; কুন শালা বল্‌তি পারে, এই মুই জোর করে বলি, যে কালু মোকে ঠকাইচ্যা।

রামা। তা ভদ্দিরের কথাই তো এই! তাকয় এখন কি কব বল্?

কালু। বল্‌গা, সিখনে আগুই টাকা লিব তবে উতে হাত দিব।

রামা। তবে তাকু তাই বলিগা,—সি কি কয় জেন্যে আসি।

কালু। বলি, সিটা মরদ্ কেমন?

রামা। আরে বাচ্‌কান্,—হাঁক্ সবেকলি।

কালু। আচ্ছা, এক কাম কল্যি হয় লি? সিখন্‌কে যাও, খাঁইয়ে ওৎ করি বুস্যা থাক—কে এত হাঙ্গাম করেক্?—তাউ ফির ইবিটা জান্‌বেক্, চিড়কালডা মোদের পোড়াবেক্। তাকর চেয়ে ইয়ারেই আস্তায় ঠিক কল্যে চল্‌বেক্ লি?—টাকাও হবেক, জালাজালিরও ডর থাক্‌বেক্ লি। যি বিটা যাক্ ক্যান্নে—মোদের কড়ি লিয়ে কাম,—আর ই বড় খোপিস্—ইকে আঁটা ভার!

রামা। সদ্দার, তোরে আর কি ব'ল্‌বো, তুই বিটা বড় পাক্কা পড়ামশ কচ্ছিস্। তুই শালা ল্যাখ্‌তে জান্‌লে টোল কত্তি পাত্তিস, তোর বড় সুরুক্ষু বুদ্ধি!

কালু। হাঁ বাবা! কেবল লাঠীবাজী কল্যেই কি চলে রে ভাই! সকল কামেই হদিস চাই, নইলে "কাজের সময় কাজী কাজ ফুর-লেই পাজী

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

নবদ্বীপ—ভূষণের আবাসবাটী।

(ভূষণের প্রবেশ।)

ভূষ। (পরিক্রমণ) পৃথিবী মরুভূমির ন্যায়, যে দিকে দেখি সেই দিক্‌ই ধূধূ কচ্চে,—এমন একটী তরু নাই যে আশ্রয় অবলম্বন করি। কাল সংসার সর্ব্বসুখময় ছিল—চারি দিক্ জাজ্জ্বল্যমান, আজ তার ছায়ামাত্রও নাই, সহসা ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। সংসারে সূর্য্যের আলোক নাই, চন্দ্রের সুষমা নাই, সমীরণের মধুরতা নাই, সলিলের স্নিগ্ধতা নাই, বৃক্ষের ছায়া নাই, পুষ্পের সুগন্ধ নাই; ইহা সুদ্ধ অসার নয়—জীবের দুঃখের আগার। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দেখেও লোক দেখ্‌তে পায় না, জেনেও জান্‌তে পারে না। কি চমৎকার কুহক! রোগশোকে জ্বরা, তবু আমার; অশনবসনহীন, তবু আমার; আমার রবটী আর গেল না! জগদীশ! এ কি তোমার অনির্ব্বচনীয় কৌশল! বেঁচে সুখ নাই—মরেও নাই!—যার কেউ নাই, তার তো সুখ নাই, যার সকলি আছে, তারই বা কই? কিসে আছে আর কিসে নাই, তাও আমাদের জান্‌বার শক্তি নাই।

(বিদ্যানিধির প্রবেশ।)

আসৃতে আজ্ঞা হোক্ মহাশয়!—নমস্কার।

বিদ্যা। বাবা, আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও; যে বংশে জন্ম তদ্রূপ সদাচার কর; পৃথিবীতে যেন তোমার চক্ষের জল না পড়ে! তোমায় এমন বিষণ্ন দেখ্‌ছি কেন?

ভূষ। অদৃষ্ট যখন প্রসন্ন নয়, তখন বিষণ্ন হবার আর আশ্চর্য্য কি?

বিদ্যা। সে কি বাপু! বাপ মা কার্ না মরে—তার জন্যে সতত বিষণ্ন থাকা উচিত নয়। সংসারে কে চিরকাল থাক্‌তে

এসেছে—সবাইকেই যেতে হবে, তবে অগ্রপশ্চাৎ বইতো নয়। বাপ মার জন্যে তো দুঃখ হতেই পারে; কিন্তু আপনাকে শোকজ্বরে নষ্ট করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম। হাঁ—এতে তাঁরা পুনর্জীবিত হতেন, তা হলেও যা হোক্! বাপেরও বাপ মরে, মায়েরও মা মরে, তা ব'লে আর কে কোথায় আপনার প্রাণ নষ্ট ক'রে থাকে। এমন ক'ল্যে আর সৃষ্টি থাকে না। ছি! এরূপ ভাব পরিত্যাগ কর;—এতে কিছু পুরুষার্থ নাই! আর জগদীশ্বরের এমন অভিপ্রায়ও নয় যে, সকলেই শোকে প্রাণত্যাগ করে।

ভূষ। মহাশয় যা আজ্ঞা ক'ল্যেন তা সত্য; কিন্তু মন বুঝে কই? সংসারে আমার একবারেই ঔদাস্য জন্মেছে—কিছুই ভাল লাগেনা—মন নিরন্তর হু-হু করে—জগৎ যেন নিশ্চল জড়ের মত বোধ হয়। কিন্তু সেটী ত্যাগ করা তো আমার ইচ্ছাধীন নয়; ইচ্ছামতে আর কে কোথায় আপন হৃদয় দগ্ধ ক'রে থাকে?

বিদ্যা। সামান্য শোকই যদি সম্বরণ ক'ত্তে না পাল্যে তবে এত দিন লেখা পড়া শিখ্‌লে কি?

ভূষ। লেখাপড়ায় লেখাপড়া হয়, শোকশান্তির কি হবে?

বিদ্যা। পণ্ডিতলোকের শমদমাদি গুণ চাই।

ভূষ। আমি তো পণ্ডিত নই।

বিদ্যা। সে কি হে! তোমার এত বয়স হলো, তুমি আর এটা বুঝ্‌তে পাচ্চ না যে, বৃথা শোকের ফল নাই। বৃথা শোকে যে আপ্‌নাকে বিনষ্ট করে, সে নরদ্রোহী, দেবদ্রোহী, পিতৃমাতৃদ্রোহী, গুরুদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী—তার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। সে কি কথা! তুমি বড় ঘরের ছেলে—ঈশ্বরেচ্ছায় ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই; সংসারধর্ম্ম কর, কাযকর্ম্মে মন দাও, দশ জনকে প্রতিপালন কর, তবে তো মনুষ্যত্ব!

ভূষ। আপ্‌নাকে আর বিনষ্ট ক'ল্যেম কই?

বিদ্যা। বিনষ্ট ক'ল্যে কই!—দেখ দেখি, ভেবে ভেবে তোমার কি

দশা হয়েছে?—অস্থিচর্ম্মসার, শরীর কালিম; দশ জনকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তারা কি বলে? ওকি! বড়লোকের ছেলে, যাতে বাপ মার নাম থাকে তাই কর; বয়েস হয়েছে সংসারধর্ম্মে মন দাও; হেসে খেলে আমোদ ক'রে বেড়াও; তাতে তোমারও সুখ, আমাদেরও সুখ।

ভূষ। মহাশয়! পরিণয়ের কথাটী আমায় বল্‌বেন না। নিজের তো দুঃখের সীমা নাই, আবার অনাহুত কতগুলি দুঃখের ভাণ্ডার বাড়াবার আবশ্যক কি? পৃথিবী এক্ষণে নিতান্ত ভারাক্রান্ত, বরং তার সেই দুঃখভার যাতে লাঘব হয় সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য—তাহাই সংসারের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। এখন আমার এরূপ অবস্থায় পরিণয় করা কোনমতেই উচিত নয়। যদি পরিণয়ে কোন সুখ থাকে, যদি পরিণয়ে জগতের মঙ্গল হয়, যদি পরিণয়ে ধর্ম্ম থাকে, তো সে এঅবস্থায় নয়। আমার চিত্তের ভাব পরিবর্ত্তন না হ'লে, পরিণয় সর্ব্বতোভাবে দোষাবহ।

বিদ্যা। বলি, তোমার এত দুঃখই বা কিসের?—ধনের অপ্রতুল নাই—মানের অপ্রতুল নাই—এমন নয় যে অন্নাভাব!

ভূষ। আপ্‌নি যে বুঝ্‌তে পাচ্চেন না, আর আমি যে বুঝাতে পাচ্চি না, এই আমার প্রধান দুঃখ। সুখ ধনে নয়—মনে।

বিদ্যা। তোমার মনের অসুখ থাকে, সে কি এঁকবারেই ভাল হবে;—আপ্‌নার কাযকর্ম্ম দেখ; সংসারধর্ম্ম কর; ক্রমে সংসারে মন বস্‌লেই ভাল হবে—তার আর চিন্তা কি?

ভূষ। যদি না হয়, তবেই তো প্রতুল! এজন্যই বল্‌চি আগে চিত্ত ভাল হোক্ পরে ওসব কথা।

বিদ্যা। তুমি যে ক্ষেপ্‌লে দেখ্‌চি! তাতে আর প্রতুল কি? এ কি খুন্—না ডাকাতি?—আর কেনই বা তোমার মন না বস্‌বে—বস্‌বেই বস্‌বে।

ভূষ। ভবিষ্যৎ তো আমার হাতে নয় যে তাই ভেবে চল্‌তে

হবে। দেখুন্ বিবাহ অতি গুরুতর বিষয়, এটী লোকে যত সামান্য মনে করে—তত নয়।

বিদ্যা। গুরুতর টা কি? এতে কি মাথায় একটা মোট কত্তে হবে?—না ভারি একটা কেল্লা মাত্তে হবে?—এতে তোমার গুরুতরটা কি হ'লো?

ভূষ। আপ্নি যেমন বুঝেন, আমি তেমন বুঝিনে।

বিদ্যা। বাপু! পৃথিবীতে তোমার মতন যেন আর কেউ না বুঝে! আপনার কথাই যে পাঁচ কাঁহণ ক'চ্চ। তুমি কি ভারি বুদ্ধিমান্,—না তোমার মত আর কারও বুদ্ধি নাই?

ভূষ। আপ্নার কথা পাঁচ কাহণ করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম! নিজের বিবেচনা বৃহস্পতি অপেক্ষা ভাল বোধ হয়। এই দেখুন্, নিজের কথা বজায় রাখ্তে আপ্নিও যত ব্যগ্র, আমিও তত; সুতরাং যে যা বুঝে তাই ভাল।

বিদ্যা। আচ্ছা বাপু! তোমার যা ভাল বিবেচনা হয় তাই কর। আমাদের আর কি বল!—তোমরা সুখে থাক্লেই আমাদের সুখ। তোমার পিতা যথেষ্ট ভাল বাস্তেন, সুতরাং তোমায় নিজের ছেলের মত দেখি। আমার কর্ম্ম তো আমি করি, তোমার যা তুমি করো। তবে কি জান এত বড় বংশটা একবারে লোপ হয়ে যাবে, এইটে ভেবে মনটা কেমন হয়। বাবা! যায় বংশটা রক্ষা হয়—পিতামাতা এক গণ্ডূষ জল পান্—তা করো।

ভূষ। মহাশয়! সত্য কিছু আর এক গণ্ডূষ জলের জন্যে পূর্ব্বপুরুষ গঙ্গার ঘাটে হাঁ ক'রে ব'সে থাকেন না যে, তার জন্য বিবাহ! পরিণয়ের কার্য্য স্বতন্ত্র। ইহার মোহিনী শক্তি অনির্ব্বচনীয়—ইহার উদ্দেশ্য অতি উচ্চ। পরিণয়ে প্রেমের চক্ষু উন্মীলিত হয়, সংসার মধুময় বোধ হয়, নিখিল ভুবন প্রেমের প্রতিমাস্বরূপ জ্ঞান হয়, জীবমাত্রই প্রেমের পাত্র হ'য়ে পড়ে, চিত্ত স্বার্থশূন্য হয়, 'আমি' জ্ঞান

পরিদৃশ্যমান জগতে বিলীন হ'য়ে যায়;—এ যদি না হয় তো পরিণয় পাপের সোপান।

বিদ্যা। না বাবা! আর কায নাই—ঢের হয়েছে! তোমার দেখ্‌চি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে; আবার কি ব'ল্‌তে কি ব'লে ফেল্‌বে! বিবাহ করা জগৎকে ভাল বাসবার জন্যে, এ শাস্ত্র কোথায় পেলে বাপু! আর সে বেটী বুঝি খালি রাঁধ্‌তে আর কাট্‌না কাট্‌তে? এখন তুমি সুখে থাক, আমি চ'ল্যেম।

ভূষ। মহাশয় কি আমার উপর রাগ ক'ল্যেন?—দোষ হ'য়ে থাকে মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

বিদ্যা। তোমার উপর রাগ করাও যা, আর আমার সন্তানের উপর রাগ করাও তাই। তুমি নির্ব্বোধ—ছেলেমানুষ,তোমার কথায় আর আমাদের এ বয়সে রাগ ক'ল্যে চলে না। ভগবান্ তোমার সুমতি দিন! আমার কথাটা একবার স্থিরচিত্তে ভেবে দেখো।

ভূষ। যে আজ্ঞা,—নমস্কার।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শান্তিপুর—রমেন্দ্রের আবাসবাটী।

(রমেন্দ্র ও মুরারির প্রবেশ।)

মুরা। মহাশয়! আপনার নিকট আমার একটী আবেদন আছে; আপনি এক জন এখানকার প্রধান লোক, তা আপনাকে না জানিয়ে আর কাকে জানাই।

রমে। তোমার কি বক্তব্য আছে,—বল।

মুরা। মহাশয়! গঙ্গাধর শিরোমণির কাছে আমার শ্বশুর মৃত্যুকালে যথাসর্ব্বস্ব গচ্ছিত রেখে যান, এখন সে সকলি অস্বীকার

ক'চ্চে। আপ্‌নারা থাক্‌তে কি আমরা আহারাভাবে মারা যাব। আপ্‌নি একজন মহাশয় লোক, আপনার কথা ও কখনই অবহেলা কত্তে পার্‌বে না; আপনি অনুগ্রহ ক'রে একটু ব'লে ক'য়ে দিলে একটা ব্রাহ্মণের ঘর বজায় থাকে।

রমে। দেখ, ও অতি জঘন্য লোক; ওকে যে কোন কথা বলা তা আমি প্রাণান্তেও পার্‌বো না। বরং আমি নিজে তোমায় কিছু সাহায্য কত্তে পারি, তবু ওকে কোন উপরোধ অনুরোধ ক'ত্তে পার্‌বো না। বিশেষতঃ এখন ওর সঙ্গে আমার এক প্রকার মনান্তর যাচ্চে—সেও অন্য এক বিষয়ে। ও ভারি ভয়ানক লোক, ওর মত বিশ্বাসঘাতক আর দুটী নাই—যার খায় তার সর্ব্বনাশ করে।

মুরা। তা মহাশয়! এমন লোক্‌কে তো আপ্‌নাদের শাসন করা কর্ত্তব্য।

রমে। কি জান, সামর্থ্য বুঝে কর্ত্তব্য। আজকাল এক জনকে শাসন করা তো সহজ ব্যাপার নয়। এখন যে যার আপনার নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। সবে মাসেক ছমাস যবনেরা এ দেশে অধিকার বিস্তার করেছে বইত নয়। এখন সকলিই বিশৃঙ্খল—কে আছে, কে নাই; যে যার আপনার প্রাণ নিয়েই বিব্রত—পর্‌কে শাসন কর্‌বে কি বল! আজ যবনের দৌরাত্ম্যে এ গাঁয়ে পালান, কাল ওগাঁয়; আজ কার বিনাদোষে প্রাণদণ্ড, কাল কার সর্ব্বস্বান্ত; আজ কেহ বিধবা, কাল কেহ স্ত্রীপুত্রহীন। ধর্ম্মনষ্ট, আচারভ্রষ্ট প্রভৃতি ভয়ানক কাণ্ডে দেশটা একবারে জ্বলে গেল! আপনার ভাবনাই এখন লোকে ভাব্‌তে পারে না, তা পরের ভাবনা ভাব্‌বে কি বল?

মুরা। তবে মহাশয়, আপনাকে খুলে বলি; আমারও দেখ্‌চি প্রাণ নিয়ে টানাটানি। সে দিন শিরোমণি এক ব্যাটা সদ্দারের সঙ্গে কি কথা কচ্ছিল, তাতে তো আমার বড়ই আশঙ্কা হয়। তাও

আমি তত গ্রাহ্য করিনে। কাল খরচ নিতে এসেছিলেম, তা খরচপত্র দেওয়া দূরের কথা, একটা ছল ধ'রে তো আমায় যৎপরোনাস্তি অপমান ক'রে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিলে। আমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে যাচ্চি, দেখি না, সেই সদ্দার ব্যাটা শিরো-মণির বাড়ী থেকে বেরলো, আর আমায় দেখে বরাবর আমার পেছু নিলে। তাই দেখে অবধি মহাশয়! আমার ভারি ভয় হয়েছে; জানি কি, অমন লোক সকলি ক'ত্তে পারে।

রমে। বল কি! উঃ! এ সব লোক যেখানে বাস করে সেখানকার বায়ু পর্য্যন্ত কলুষিত হ'য়ে যায়। যা হোক্, সাবধানের বিনাশ নাই, তুমি স'রে প'ড়ে বড় বুদ্ধির কায করেছ।

মুরা। কিন্তু মহাশয়! এখন বাড়ীও তো যাওয়া হ'চ্চে না, সেখানেও তো আমার কেউ অভিভাবক নাই।

রমে। তা কায কি তোমার বাড়ী গিয়ে। আমার এখানে থাক; এখানে তোমায় একটা কথা কয়, এমন সাধ্য কারও হবে না। আর ভদ্রসন্তানকে একমুটো ভাত দিতে কিছু আমি কুণ্ঠিত নই। আজ অবধি তুমি এ আপনার বাড়ী মনে ক'রো।

মুরা। আপ্‌নার গুণের কথা আর আমি কি ব'লে জানাব; দেশের অর্দ্ধেক লোক আপনার খেয়েই মানুষ। তবে সুদ্ধ আমি একা হ'তেম তো কোন কথাই ছিল না।

রমে। তা তোমার পরিবারকেও এখানে নিয়ে এস; তোমরা স্বচ্ছন্দে এখানে থাক, তায় আমি পরম সুখী হব। আমার সঙ্গে এত দিন তোমাদের পরিচয় ছিল না,—তা নাই ছিল!—তাতে আর ক্ষতি কি?—আজিই নয় হলো! স্বজাতি, স্বদেশী—এর আবার পরিচয় অপরিচয় কি? সকলের সঙ্গেই কি পরিচয় থাকে?—পরি-চয় কার্য্যগতিকেই হ'য়ে পড়ে। আমার বিপদে তুমি, তোমার বিপদে আমি, এই তো স্বজাতীয় ধর্ম্ম—এই তো মনুষ্যের কর্ত্তব্য

কৰ্ম্ম। তুমি আমায় অদ্যাবধি আত্মীয় ব'লে মনে কর—পরভাব ত্যাগ কর।

মুরা। মহাশয় ঠিক্ পিতার ন্যায় আজ্ঞা কল্যেন। এত দিন আপনার মহত্ত্বের কথা শুনে বিস্মিত হ'তেম, আজ তার চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে চিত্ত পবিত্র হ'লো। তা এখন অনুমতি হয় তো আসি; যত শীঘ্র পারি ফিরে আস্‌বো।

রমে। এখন তোমার কোথাও একা যাওয়া বিধেয় নয়; আমি দুজন লোক সঙ্গে দিচ্চি, নিয়ে যাও। জানি কি, কার মনে কি আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

গোবিন্দপুর—গ্রাম্যপথ।

(কুদাল স্কন্ধে গান করিতে করিতে দেবার প্রবেশ।)

দেবা। চিড় দিন কখনি সমান না যায়,—চিড় দিন।

এ বড় খাঁটী কথা!—চিড় দিন কুথাকে, দুদিনও সমান যায়নি। মোর এ কদিনে কি না হইচ্যা!—সোণার সংসার একবারকে মাটী হলোক্! উঃ! আজ প্রাণডা কেমন হাঁফায়ে উঠ্‌চ্যা!

অদেষ্টেরি ফল, কে খণ্ডাবেক্ বল,
তার সাক্ষী দেখ মহারাজা নল,
রাজ্যভেষ্ট হলো, দময়ন্তী হারালো,
রাজা গির দোষে কষ্ট পায়,—চিড় দিন।

গির না ধল্যে এমন হবেক্ ক্যানে;—চার পো গির! বিধেতা বড়ই কসাই—কেবল লোককে দুক্কু দিবেক্; সুখ ত আর কারুই নাই; কাল সোণার দ্যাশ কি ছ্যাল, আজ্ কি হলোক্; লক্ষণ সেন

রাজা—উঃ! বিটা কি কমিন্—গটাদুই সিপুই দেখেই উদা—ব্যাঁতের ভাত ফেলে—পগার ভেঙে উদা! তাই তো মোদের এত দুক্ষু। রাজা ভাল হ'লে কি আর পেজায় দুক্ষু পায়। কিন্তু বাবু! তাও বলি, কমিন্ হোক্ আর যাই হোক্, তবু তার রাজ্যে লোকে সুখে ছ্যাল; হাজার হোক্ মোদের হিঁদু তো বটে; ত্যাখন মেয়েছেলে লিয়ে লোকে ঘর কত্তি পাত্ত; ই পড়া মড়াদের জ্বালায় যে তা হবেক্ নি!

শুন হে ভারুতী, অযোধ্যার পতি,
রাজা হবেক্ রাম বনে হলো গতি,
পঞ্চবটীর বনে, দুষ্টু দশাননে,
রামের সীতে হরে নিয়ে যায়,—চিড় দিন।

হায়! মোর সীতে লক্ষ্মী কুথাকে গেছেক্! ই রাক্ষস বিটান্‌রা হ'রে নিলেক; ঘর আঁধার হইচ্যা; বিটান্‌রে পাই তো ই কদালীই একেকাপ কোপাই; ঘরকে ছিনু না কি বল্‌বো! আর মিছে ম্যান্যত কার তরেই বা! আর ঘরকে যাঁইয়ে হবেক কি? রামের মতন মুইও বন্‌কে যাই। (কুদাল দূরে নিক্ষেপ করিয়া রোদন।)

(সুদূরে সিদুরামের প্রবেশ।)

সিদু। পড়া আকাশেই খেয়েচে; দ্যাবতার দৌরাত্তিতে আর মানুষ ক দিন বাঁচ্‌বেক্! জলের নামটুও নাই; ই বছড় আর কুথাও কিছু হবেক্‌নি। কমাস জামাই ঘর গেছনু, তা সিখনেও তো ই দশা! দ্যাবতারি বা দোষ কি?—জলই বা হবেক্ কি? রাজার পাপে রাজ্যি নষ্ট। যে বিটান্‌রা সয়তান!—দ্যাশে মানুষও রাখ্‌বেনি, গরুও রাখ্‌বেনি। পিরথিমী ইবার জ্বলে খাক্ হ'য়ে যাবেক্! (দেবার প্রতি) কি রে তু হিতকে বস্যা কাঁদুস ক্যানে?—তুকে মেলেক্ কে?

দেবা। মা কালী মেলেক্—আর ই নিড়ে বিটান্‌রা মেলেক্।

সিদু। তু তাকু দেখাদিনি মোরে,—ই একা চড়ে তার তিন্‌ডা মাথা রাখ্‌বোনি। চ এখন্ চ (চক্ষু মুছাইয়া দেওন।)

দেবা। আর ভাই! কুথাকে যাব! ই পরাণ আর রাখ্‌বোনি।

সিদু। ক্যানে রে! ইঃ!—এতই কি হইচ্যা?—মোদের পরাণ কি আর পরাণ নয় নাকি হে?—চ দিনি সি বিটান্‌রে দেখি—সি কতবড় বাপ্পের বিটা তুকে মার্‌চ্যা।

দেবা। মোরে যি মারচ্যা, সি আজ সবইকে মার্‌চ্যা—তার আজ পাথরে পাঁছ কিল।

সিদু। কি তুই বল্লুস হে?—তার কি এতই তেজ; মোরা কি আর ভাত খাইনা নাকি?—মোদের বুকে কি আর লো নাই না কি?—মোরা কি আর বাপ্পের বিটা নই? চদিনি—আজ তাকে একা কিলে পাথরে পাঁচ কিল দেখাব নি! হুঁ! জানেনি বটে!

দেবা। আরে রাজায় মেলে—তু কর্‌বিক্ কি ভাই!

সিদু। হোক্ ক্যান্নে রাজা! রাজা হলে কি খাম্‌খা মাথাডা কাট্‌বেক্ না কি হে?—তার কি আর বিচেড় নাই?

দেবা। মুচুন্‌মান্ রাজার আবার বিচেড়! অখাছি যি খায় তার কি আর বিচেড় আছে?

সিদু। তা একবের বইতো আর দুবের মত্তি হবেক্ নি; অমন অবিচেড়ে রাজার ঝুট্‌টা ধরে মুড়্‌ডা ছিড়ে ফ্যালবক্‌নি!

দেবা। আর তু যা ভাই,—মিছ্যা বকিস্‌নে; মোর সোণার পিরতিমে কেড়ে নিলেক; আর মুই ঘর্‌কে যাবক্‌নি। উঃ! বুক ফ্যাটে যায়! (রোদন।)

সিদু। আরে কি রে! তুই যে ক্ষ্যাপ্‌লি দ্যাখ্‌চি। সি বিটানের নামই কর্, দেখ—মুই তার কি দশা করি। সিদু বাপের বিটা, কি না, ত্যাখন জান্তি পারবিক্। বিটান্‌রে চাল্‌তা ছিচা ছিচ্চে সি ভাগাড়কে দিব নি!

দেবা। আর ভাই! এখন মোকে ভাগাড়্কে দে, হাড্ডা জুড়ুগ্—বেঁচে আর মোর সুখ কি!—কার তরেই বা বাঁচা! (উচ্চৈঃস্বরে রোদন।)

সিহু। আরে ছি! তু অমন করিস ক্যানে? এখন চ—ঘরকে যাঁইয়ে তার ফন্দি হবেক্। ই তো বড় হাঙ্গাম কত্তি লাগ্‌লো! অমন করে আর কদিন বাঁচ্‌বেক! চ—চ—ঘরকে চ; আর কাঁদুস-নি—ছি! নঙ্কার রাবণ মল ই পাপে তা পড়া মুচুন্‌মান কি ছাড়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দুই জন নাগরিকের প্রবেশ।)

প্র-না। আজকাল মানুষকে চেনা ভার!

দ্বি-না। এ আর নূতন কথা কি হলো?

প্র-না। নূতন পুরাতনের কথা নয়— বড় ভয়ানক কথা!

দ্বি-না। কেন হে—হয়েছে কি?

প্র-না। আর হয়েছে কি! যে ব্যক্তি ভারি নম্র—ভারি ধীর, সে আজ খুনে—ফেঁসুড়ে—ডাকাত, তার অসাধ্য কিছুই নাই।

দ্বি-না। কে হে—কে হে? তাইতো এ যে বড় ভয়ানক কথা!

প্র-না। আর ভয়ানক কথা! সেই আমাদের একে—চেন না কি?

দ্বি-না। আমাদের এ কে হে?—ব'লেই ফেল না ছাই;—তুমিও যে তেম্‌নি!

প্র-না। ঐ যে হে—আমাদের নবদ্বীপের সেই ভট্টাচার্য্যটী—আহা তাকে কি ব'ল্‌তো বলে—বাচস্পতি—বাচস্পতি।

দ্বি-না। বাচস্পতি করেছে কি?

প্র-না। বাচস্পতি আবার ক'র্‌বে কি—সে যে অনেক দিন ম'রে-গেছে।

দ্বি-না। তুমিই তো ব'ল্‌চ—আমি তার কি জানি বল!

প্র-না। না হে! শোন না—সেই বাচস্পতির যে জামাইটী আছে—আহা তার নামটী কি মনে হচ্চে না।

দ্বি-না। থাক্ না নাম—কথাটাই বল না।

প্র-না। আঃ!—রসুই না ছাই মনে করি—মকুন্দ—না—বেশ নামটী—মুরারি—মুরারি।

দ্বি-না। তার হয়েছে কি?—সে মারা গেছে না কি?

প্র-না। সে আবার মারা যাবে কেন?

দ্বি-না। তবে সে করেছে কি?

প্র-না। করেছে কি!—কি না করেছে?

দ্বি-না। তাই এক কথায় ব'লে ফেল্যেই তো হয়; এত ঘোর ফের কেন?

প্র-না। বলি, শান্তিপুরের গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যকে জান তো?

দ্বি-না। হাঁ-হাঁ! বল না—সেই বেঁটে পানা লোকটী তো।

প্র-না। দূর তোমার বেঁটে পানা! গৌরবর্ণ—গৌরবর্ণ—গোঁপ নাই।

দ্বি-না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গোঁপদাড়ী নাই, সবাই জানে।

প্র-না। জানে ব'লে বুঝি আর ব'ল্‌তে নাই।

দ্বি-না। ব'ল্‌তে নাই কে ব'ল্‌চে; সকলি ব'ল্‌তে আছে! কেবল যেটীর জন্যে ব'কে ব'কে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে গেল, সেইটীই দেখ্‌চি তোমায় বল্‌তে নাই।

প্র-না। কাল আমাদের শান্তিপুর থেকে লোক এসেছে কি না?

দ্বি-না। লোক এসেছে—এসেইছে—তা হয়েছে কি?

প্র-না। তার কাছে ভাই, সব শুনে অবাক হয়েছি।

দ্বি-না। সে কি ব'ল্যে বল না?

প্র-না। সে ভারি ভয়ানক কথা ব'ল্যে!

দ্বি-না। তোমার মাথা সেই কথাটাই ব'লে ফেল না,—কেবল "ভয়ানক, ভয়ানক" ক'চ্চ।

প্র-না। গঙ্গাধর মারা গেছে।

দ্বি-না। এই বুঝি তোমার শেষ ভয়ানক কথা হ'লো! মানুষ কি আর মরেনা নাকি?

প্র-না। আরে তা নয়—তাকে মুরারি মাঠে লাঠিয়ে মেরেছে।

দ্বি-না। বল কি হে?—তার পেটে এত বিদ্যা!

প্র-না। বামুণের নাকি ভারি কঠিন প্রাণ—হবিষ্যি ক'রে ক'রে ঝুনো হয়ে আছে, তাই ভাই, বেটা ম'রেও মরেনি।

দ্বি-না। ম'রেও মরেনি কিরূপ?

প্র-না। রাত্রে মেরে ভাঙ্গনে টেনে ফেলে দিয়ে যায়। পর দিন প্রাতে গ্রামের কতকগুলি লোক দেখ্‌তে পেয়ে তাকে বাড়ী নিয়ে আসে; তখন তার কেবল শ্বাসমাত্র ছিল। তিন দিন পরে তবে তার জ্ঞান হয়। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করাতে ব'ল্যে যে, সে কোথা যাচ্ছিল পথে তাকে মুরারি মেরে পালিয়েছে। ভাই! ব'ল্যে না প্রত্যয় যাবে, শুন্‌লেম তার মাথাটা যেন ফুটিফাটা করেছে—নেহাৎ নাকি টন্‌কো প্রাণ তাই বেঁচে গেছে।

দ্বি-না। তাই তো হে! তোমার কথা শুনে যে পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে গেল! মুরারিটে যে এতদূর ভয়ানক লোক তা যে স্বপ্নেও জান্‌তেম না। আচ্ছা—এখন তাকে ধর্‌বার কি হচ্চে?

প্র-না। ধরবার জন্যে চারিদিকে লোক দৌড়েছে—এই কবে নিয়ে আসে দেখ না; বাছাধন পালাবেন কোথা?—দেশ ছেড়ে যাবেন কোথায়?—তায় আবার রাজার হুকুম—যমের বাড়ী গেলেও নিস্তার নাই!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শান্তিপুর—রমেন্দ্রের আবাসবাটী।

(নলিনী ও নীরদার প্রবেশ।)

নলি। ভাই, এ পায়রাগুলি কেমন সুখে আহার বিহার কচ্চে দেখ, পৃথিবীতে এরাই যথার্থ সুখী।

নীর। তা আর বল্‌তে! যাদের আজ বই আর চিন্তা নাই, সংসারে তারাই সুখী; মানুষে যে এত অসুখী, চিন্তাই তার প্রধান কারণ।

নলি। দেখ নীরদ, এ লক্কা দুটীর কি রূপ! যেন দুটী প্রস্ফুটিত পদ্মফুল বেড়িয়ে বেড়াচ্চে! এরা আবার সর্ব্বাপেক্ষা সুখী।

নীর। তা মনেও ক'রো না। যার রূপগুণ আছে, পৃথিবীতে সে কখনই সুখী হ'তে পারে না। দেখ, ময়ূর কোকিলের যত দুঃখ কাকের তত নয়; এদের রূপগুণের পরিণাম পিঞ্জর,—সুবর্ণপিঞ্জর।

নলি। আচ্ছা—এরা সুখী নয় তো লোকে এদের সুখী পায়রা বলে কেন?

নীর। এদের রূপ দেখ্‌লে আমাদের চক্ষের সুখ হয় বটে; কিন্তু একবার ভেবে দেখ দেখি ওদের কত কষ্ট! অনবরত ঐ পাল-কের ভার বইতে হচ্চে; সামর্থ্যহীন—অথর্ব্ব। হীনবলের পলায়ন মাত্র জীবনরক্ষার উপায়, এরা তাতেও বঞ্চিত। আপনার রূপে এম্‌নি উন্মত্ত যে, শত্রুর আক্রমণও জান্‌তে পারে না। আহার আছে তো আহারের অবসর নাই; অবসর আছে তো সংগ্রহের শক্তি নাই; বলি, এতেও যদি এরা সুখী, তো পৃথিবীতে দুঃখী কে? তবে আমাদের পোড়া দেশের নাকি এখন যাবার সময়, সুতরাং

সুখের লক্ষণও তেম্‌নি হ'য়ে প'ড়েছে। উনি কি?—না, ওঁর মুখে স্বর্গের সুধাও তিক্ত বোধ হয়—উনি বড় সুখী; উনি কি?—না, উনি ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যান্—উনি আবার সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। এরাই আমাদের দেশে বিলাসীর উপাস্য দেবতা! এঁদের অনুকরণ করাই সুখসোপানে পদার্পণ! অসাড়, জড়, মূঢ়, ক্ষুৎপিপাসাশূন্য, রুগ্নলোক যে দেশে সুখীর আদর্শ, সে দেশে লক্কা পায়রাকে সুখী বল্‌বে, এর আর বিচিত্র কি?

(রমেন্দ্রের অলক্ষিতভাবে প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থান।

নলি। আচ্ছা ভাই, মানুষের মধ্যে যেমন বড় ছোট আছে, এদের মধ্যে যদি তা থাকে তা হলে এরাই তো বড়।

নীর। তা হবে কিসে? মানুষে পিতৃসঞ্চিত ধনে বড় হয়, এদের তো আর তা নাই। এদের যে সবল, দ্রুতগামী, সেই বড়। মানুষে বড় তো দশ জনের সহায়ে বড়, এরা বড় তো স্বয়ং বড়, সুতরাং দেহের বলাদি না থাক্‌লে হয় না।

নলি। এদেরও সহায় নাই কই? এই দেখ, এদের রূপ আছে ব'লে আমি কত যত্ন করি—সততই চক্ষে চক্ষে রাখি।

নীর। তুমি ওদের যত্ন কর ও চক্ষে চক্ষে রাখ বটে; কিন্তু তাতে ওদের মহত্ত্ব কিসের?—পরাধীনের মহত্ত্ব কোথায়?—তোমার ও কেবল রোগীর সেবা করা বইতো নয়। সে যা হোক্, তুমি এটী বেস স্মরণ রেখ যে, পৃথিবীতে রূপই জীবের কাল-স্বরূপ।

নলি। আচ্ছা নীরদ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এরা তো কারও মন্দে নাই, তবে এদের এত শত্রু কেন?

নীর। নিরীহ লোকের সবাই শত্রু।

রমে। (স্বগত) নিরীহ লোকের সবাই শত্রু!—এ ঠিক কথা। আজ আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হ'লো; শাস্ত্রাধ্যয়নে, গুরূপদেশে, ইষ্টমন্ত্রেও আমার এমন জ্ঞান কখন জন্মেনি। উঃ!—নিরীহ না

হ'লে কি আর সপ্তদশ মাত্র অশ্বারোহীতে কোটি পুত্রের জননী বঙ্গভূমি জয় ক'ত্তে পারে? এরা সকলে মিলে জন্ম-ভূমির জন্য একটা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়্‌লেও যে সহস্র যবন কোথায় ভস্ম হ'য়ে উড়ে যেতো। আর একটু এদের কথা শুনি; এরা বড় জ্ঞান-গর্ভ কথা ক'চ্চে।

নলি। ভাই, এদের কেমন ভালবাসা দেখেছ, সদাই দুটীতে মুখে মুখ দিয়া ব'সে আছে, আর কত হাবভাব ক'চ্চে।

নীর। তোমার আর তার জন্য চিন্তা কি?—তোমার সে সুখের দিন নিকট; তখন কপোতকপোতীর পরিবর্ত্তে তোমরা আবার লোকের উপমাস্থল হয়ে প'ড়্‌বে।

নলি। পৃথিবীর সুখ আমার শেষ হয়েছে। যত দিন না মাতৃহন্তার প্রতিশোধ দি, তত দিন আমার আহার, নিদ্রা, বিরাম, প্রভৃতি কিছুই নাই—তোমার বরং দিন আছে।

নীর। আমার আর দিন আছে? আমার দিনও নাই—রাতও নাই; দুরাচার যবনের শোণিতে যতদিন না তর্পণ করি, ততদিন সংসার-সুখ আমার পক্ষে নরকতুল্য। কিন্তু তুমি যা ব'ল্যে, তা তোমার কর্ম্ম নয়; তুমি বড় ঘরের মেয়ে—কোমল-প্রকৃতি, তুমি তা পার্‌বে না।

নলি। নীরদ, এখন শ্লাঘার আবশ্যক নাই; কিন্তু ভেবে দেখ দেখি অনিলের তুল্য কোমল পদার্থ আর কি আছে এবং তাতে কোন্ কঠিন কর্ম্ম না হয়? প্রস্তরময় ভীষণ পর্ব্বতশৃঙ্গও তায় চূর্ণ হ'য়ে যায়। এই নাও; (অলঙ্কারাদি দূরে নিক্ষেপ।) দেখ, যতদিন না পূর্ণমনোরথ হই, ততদিন আমার এই বেশ—এই সুখ—এই সম্পদ!—মৃত্যু হয়, তাও সুখ, জান্‌লেম দৈবদোষে সফল হ'লো না। মা! যে দিন নলিনী তোমার প্রাণহন্তার প্রতিফল দেবে, সেই দিন জেন নলিনী জীবিত আছে!

নীর। ভাই! তোমায় আমি চিন্‌তে পারিনে—ক্ষমা কর। এত

দিন মনের ভাব গোপন রেখেছিলাম, আজ হঠাৎ প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌লো। তুমি আমায় কতদিন জিজ্ঞাসা ক'রেছ—আমি বলিনে; আমার মলিন বেশভূষা দেখে কত দুঃখ ক'রেছ—আমি গোপনে কেঁদেছি; আমার রুক্ষ কেশপাশ দেখে কতদিন স্বহস্তে সাজিয়েছ, আমি পরক্ষণেই তাহা অপসৃত করেছি। কিন্তু এখনও তোমায় গূঢ় তাৎপর্য্য ব'ল্‌বো না; অন্তরে যে প্রজ্বলিত হুতাশন আমায় দিবানিশি দগ্ধ ক'চ্চে, তা এখনও অন্তরে রইল। আমি স্থির জান্‌তেম যে বঙ্গে বুঝি বীরাঙ্গনা নাই, আজ আমার সে ভ্রম দূর হ'লো। আজ তোমার কথায় অন্তরে যতদূর সুখ জন্মেছে, হাতে স্বর্গ পেলেও আমার কখন তেমন সুখ হ'তো না। কিন্তু আর আমি এখানে থাক্‌বো না, এখনি চল্যেম; অনুরোধ ক'রো না—থাক্‌বে না। যদি কখন কৃতকার্য্য হই সাক্ষাৎ হবে—নচেৎ এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তোমায় প্রাণান্তেও ভুল্‌বো না—ভুল্‌তে পার্‌বোও না। তোমার নাম জন্মের মত কণ্ঠে গাঁথা রহিল। তোমার ও স্বর্গীয় মুর্ত্তি এ অন্তরে আঁকা রইল, হৃদয় শতধা হ'লেও যাবার নয়।

নলি। (বাষ্পাকুললোচনে নীরদার হস্ত ধরিয়া) তুমিই যথার্থ বীরাঙ্গনা! করুণা ক'রে কদিন এখানে ছিলে; এখন নিষেধ শুন্‌বে না—তা কি করি; ছোট ভগ্নীটী ব'লে যেন মনে থাকে। ভগবান্‌ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন্‌! তুমি আমার কাছে থাক্‌লে আমি পরম সুখী হই বটে, কিন্তু তা ব'লে তোমার কার্য্যে ক্ষতি হোক্‌, এ আমার বাসনা নয়। এখন কোথায় চ'ল্যে, ব'লে গেলেই হ'তো ভাল; আর তোমার আত্মগোপন ভাল দেখায় না। তোমার দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী হ'তে পাল্যেম না ব'লে মনে বড় ক্ষোভ রইল।

নীর। আজ তোমার কথায় আমার অন্তরাত্মা উদ্দীপ্ত হ'লো, হৃদয়ে আশা বলবতী হ'লো, শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎ বইতে লাগ্‌লো, শরীরের প্রতি বন্ধনে যেন মায়াবল সঞ্চারিত হ'লো।

তোমায় কি ব'লে ধন্যবাদ দেব তা ভেবে স্থির ক'ত্তে পাচ্চিনে। তোমার মত বীরাঙ্গনার সহবাস তো স্বর্গলাভ; কিন্তু পাছে উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত জন্মে, তাই সে সুখে বঞ্চিত হ'লেম। এখন কোথায় যাব, কি ক'র্‌বো, তার কিছুই স্থিরতা নাই, নতুবা তোমায় বল্‌বার হানি ছিল না। আমি অকূল পাথারে ঝাঁপ দিলাম—একাকিনী এই ঘোর বিপদ-সাগরে ভাসলেম—বাত্যাহত তৃণপত্রের ন্যায়, সামান্য জলবুদ্বুদের ন্যায়, অনন্ত সাগরে ভাস্‌লেম; এখন ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোথায় লাগি তার ঠিক নাই; চাই কি সেই অতল জলে সর্ব্বশান্তিও হ'তে পারে; কখন কূল পাই তো তার কথা, নতুবা এই অবধি।

নলি। নীরদ, আমায় একটী ভিক্ষা দাও;—যবন তোমার শক্র কেন তা বল।

নীর। যবন আমার শক্র কেন?—যবন জগতের শক্র। যাকে লোকে যবন বলে তার কার্য্যই ভয়ঙ্কর। যবন জন্মে নয়—দেশে নয়—মূর্ত্তিতে নয়—অঙ্গসৌষ্টবে নয়—বেশবিন্যাসে নয়—যবন কার্য্যে। যে লোকের ভাল দেখ্‌তে পারে না—পরপীড়নে সুখী—দীনহীন অনাথের অনিষ্টে রত—ধর্ম্মকর্ম্মবিবর্জ্জিত—হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য—স্বার্থপর—সেই যবন। আবার বলি, দৈত্যকুলেও প্রহ্লাদ আছে—যবনেও ব্রাহ্মণ আছে—ব্রাহ্মণেও যবন আছে।

নলি। আচ্ছা ভাই, ইঙ্গিতমাত্রে তোমার পরিচয় দিলে কি ভাল হ'তো না?

নীর। থাক্; এখন আর আত্মপরিচয়ের আবশ্যক নাই; যখন দিন হবে পরিচয় দেব। তোমার কাছে অন্য পরিচয়ে আবশ্যক? আমি অমুকের কন্যা—অমুকের ভগ্নী—অমুকের স্ত্রী—এ পরিচয় দেওয়া না-দেওয়া সমান; তাতে তোমার ভালবাসা কিছু বাড়্‌বে না। আমি নীরদা—তোমার কাছে আমার এই পরিচয়ই ভাল। তুমি আমার যা করেছ তা এ পাপ পৃথিবীতে কেউ করে না।

এক্ষণে ভাই, তোমার সামান্য অনুরোধটী রাখ্‌তে পাল্যেম না ব'লে যেন আমায় ঘৃণা ক'রো না।

নলি। তোমায় ঘৃণা ক'র্‌বো?—তোমায় আজ আমার মানবী ব'লে বোধ হ'চ্চে না। তুমি যথার্থ ভাগ্যবতী, আজ প্রতিজ্ঞা-পালনে পদার্পণ ক'ল্যে; আমি অতি নীচ ও অকৃতজ্ঞ তাই এখনও নিশ্চিন্ত আছি। যা হোক্‌ ভাই, এ অভাগিনীকে যেন একবারে ভুলো না।

[উভয়ের চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান।

রমে। ধন্য! ধন্য! এমন মেয়েও তো কখন দেখিনে! এখন ওকে নিষেধ ক'ত্তে গেলেও ভাল হবে না। যেরূপ মেয়ে এরা আমি এদের কথা শুনেছি জান্‌লে, একটা কি প্রমাদ ঘটিয়ে ব'স্‌বে। আহা! মেয়েটী অতি ভাল। কাদের মেয়ে, কি বৃত্তান্ত, তাতো এখনও কিছু জান্‌তে পাল্যেম না। কদিন এখানে নিরাশ্রয় ব'লে তো ছিল। আমার নলিনীর সমবয়স্কা, তাই এত ভাব হয়েছিল। মেয়েটী যেন ভগবতী মহিষমর্দ্দিনী!—যেম্‌নি রূপ তেম্‌নি গুণ! এ তো দরিদ্রের মেয়ে কখনই নয়; ওটা আমায় স্তোক দিয়েছিল। দরিদ্রের কখনই এমন রূপলাবণ্য হয় না।—আর তা হ'লেই বা! দারিদ্র্য তো আর পাপ নয়। দরিদ্র হ'লে যদি এতদূর চিত্ত প্রশস্ত হয়, সে তো প্রার্থনীয়। ওর মনে একটা কি ভীষণ শেল লেগে আছে, তাই এমন বিরাগিণী—এত তেজস্বিনী, তাই এত প্রতিজ্ঞার স্রোত। যা হোক্‌ বঙ্গ-যুবকেরা এমন মেয়ে হ'লেও দেশের মঙ্গল হ'তো। আর এখানে কেন?—আস্‌তে আস্‌তে স'রে পড়ি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শান্তিপুর—রাজপথ।

(রমেন্দ্র ও গঙ্গাধর শিরোমণির প্রবেশ।)

রমে। কি ভট্‌চায্‌, ভাল তো!—এখন বেস সেরেছ, আর ঘা টা নাই? উঃ! কি লাঠীই ঝেড়েছিল, তুমি তাই বেঁচে এসেছ!

গঙ্গা। হাঁ—এখন বেস সেরেছি, আর কোন অসুখ নাই; তবে দাগ্‌ মিলতে সময় নেবে। আচ্ছা—রমেন্দ্রবাবু! 'ভট্‌চায্‌' ব'ল্‌তেও যতক্ষণ 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়' ব'ল্‌তেও ততক্ষণ, তাতে কি মুখের কষ্ট হয়? আপ্‌নি জ্ঞানবান্‌ লোক হ'য়ে এমন কথাটা ব'ল্যেন্‌—ছি!

রমে। তোমার সঙ্গে বাল্যকালাবধি আলাপ, তোমায় 'ভট্টা-চার্য্য মহাশয়' ব'ল্‌তে কেমন বাধ বাধ ঠেকে; আর বরাবর যা ব'লে আস্‌চি তাই অভ্যাস পেয়েগেছে।

গঙ্গা। বাল্যকালের আলাপ ব'লে কি আমি পচেগেছি নাকি? এমন অভ্যাস কিছু ভাল নয়! এখন ওকথা থাক্‌; আপ্‌নি প্রায়শ্চিত্তের ক'ল্যেন কি? মিছে কেন, পণ কতক কড়ি উৎসর্গ করে ফেলুন।

রমে। প্রায়শ্চিত্ত কিসের?

গঙ্গা। আপ্‌নাকে আর কত ব'ল্‌বো কিসের? দেশ সুদ্ধ লোক ব'লে পাল্যে না, আর আমি কি ব'ল্‌বো মাথা! আপ্‌নার স্ত্রী তো যবনস্পৃষ্ট দোষ পেয়েছে?

রমে। আচ্ছা, স্ত্রীর যবনস্পৃষ্ট দোষটা গুরুতর—না জননীর?

গঙ্গা। ও কথা আবার জিজ্ঞাসা?—জননীর।

রমে। বঙ্গভূমি তোমার কে? "জননী জন্মভূমি"—তাঁকে যে যবন কেবল স্পর্শ করা দূরে থাক, পদতলে মর্দ্দিত ক'চ্চে, তার প্রায়শ্চিত্তের ক'ল্যে কি?

গঙ্গা। আরে ওটা কেবল কথার কথা!—বঙ্গভূমি মাটি বই তো নয়!—ওটা কাব্য।

রমে। এর বেলা হ'লো কাব্য, আর ওর বেলা না হয় কেন? তোমাদের সকলি কাব্য! আর না, ঢের হয়েচে, পাঁজীপুথীগুলো জলে ফেলে দাওগে যাও। তোমরাই তো দেশটা মজালে—লক্ষ্মণ সেনের মাথাটা খেলে! লোকের বিপদ্ আপদ্ জ্ঞান নাই, কেবল ভুজ্যি মার্‌বার চেষ্টা!

গঙ্গা। কি বল্যি বেল্লিক, শাস্ত্র জলে ফেলে দেব? এই পাপেই তো তোর এ দুর্দ্দশা ঘটেছে, আর বা কি হয় তা দ্যাখ! আমরা দেশটা মজালেম, না আমরা আছি ব'লে এখনও দেশটা আছে—লোকের ধর্ম্মকর্ম্ম আছে? তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা!—পাষণ্ড—নাস্তিক, তোর মুখ দেখ্‌লে স্নান ক'ত্তে হয়।

রমে। যা বেটা নরাধম! তোদের বিদ্যাবুদ্ধি কেবল লোককে মজাবার জন্যে বই তো নয়! যা, সব পুথী টেনে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিগে! যদি মনুষ্যত্ব চাস, ফের গুরুমহাশয়ের নিকট চাণক্য-শ্লোক পড়্‌গে, সেই মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুগমন কর্, টিকি খোল, আর মোটা করে গাঁট দিস্‌নে! যদি বঙ্গের এ দুরবস্থার কোন কারণ থাকে, তো তোরাই তার মুল—তোদের বিধিই তার বৃক্ষ।

গঙ্গা। যা বেটা অব্রাহ্মণ! তোর মুখ দেখ্‌তে নাই! এইবার দেখ্‌তে পাবি তোর আরও বা কি দুর্দ্দশা হয়। আর আমরাই বা কিসের মূল!—আমরা যে ইশের মূল, তা এইবার টের পাবি।

[বেগে প্রস্থান।

রমে। "নিরীহ লোকের সবাই শত্রু।" আমি যে কারো মন্দে নাই, তার এই ফল! যে দেশের লোকের জন্যে মরি, তারাই আমার পরম শত্রু! আমার স্ত্রীকে যবনে ধ'রে নিয়ে যায়, এই কি আমার দোষ? আর তিনিও তো জলে ঝাঁপ দিয়ে নিজ ধর্ম্ম রক্ষা

ক'রেছেন! তা না হ'লেও আমার অপরাধ কি? আমি তো আর ইচ্ছা ক'রে তাঁকে যবনের হাতে অর্পণ করিনে? এর জন্যে আমার মেয়ের—উপযুক্ত মেয়ের—বিবাহ হয় না; আমি একঘরে। আমার পাপ কি যে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো? এতদিন জান্‌তেম পাপ আছে, এখন জান্‌লেম পাপ নাই; এতদিন জান্‌তেম ভাল হওয়া ভাল, আর মন্দ হওয়া মন্দ; এখন জান্‌লেম ভাল হওয়া মন্দ, আর মন্দ হওয়া ভাল। আমি নিতান্ত কাপুরুষ তাই এখনও এ পাপ সমাজে আছি; এর চেয়ে যবনের পদলেহন করা ভাল, লাথী মারে, জান্‌লেম তারা পর—মার্‌বেই তো। ভদ্রতা অতি ঘোর পাপ! ধর্ম্ম নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম! উঃ! স্বজাতি, স্বদেশী, স্বগোত্র, স্বগোষ্ঠীর মধ্যে এত দ্বেষ, এত হিংসা, এত অন্তর্দ্দাহ! আর লোকেরই বা দোষ কি? এ নইলে যে জগদীশ্বরের মনস্কামনা পূর্ণ হয় না। যখন স্বাধীনতা থাকে, বলবিক্রম থাকে, তখন সকল গুণই শরীরে থাকে; যখন স্বাধীনতা যায়, বলবিক্রম যায়, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে সকল গুণই চ'লে যায়; অসাড়তা, জড়তা, দ্বেষ, হিংসা, আত্মবিচ্ছেদ, প্রভৃতি বন্য পশুই সেই পতিত আবাসের অধিবাসী হয়। মানুষের কথা কি, অস্পৃশ্য কুক্কুরেও যখন অরণ্যে স্বাধীন থাকে, তখন তাদের একতা কতদূর—পশুরাজ সিংহও তা দেখে ভীত হন্; কিন্তু সেই কুক্কুর মানুষের দাস হ'লে স্বজাতি দেখ্‌লেই তার জিঘাংসায় তৎপর হয়। যাক্—সব উচ্ছন্ন যাক্—সমূলে নির্ম্মূল হোক্—বঙ্গ নামের যেন কোথাও আর চিহ্ন না থাকে! জগদীশ আর সহ্য হয় না! তোমার এ লীলা—অনন্ত লীলা—ক্ষুদ্র জনের অনন্ত যন্ত্রণা! লীলা সম্বরণ কর, আমরাও নিস্তার পাই! জানিয়া শুনিয়া আর দগ্ধ করিও না!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

নবদ্বীপ—জাফার খাঁর আবাসবাটী।

(জাফার খাঁ ও মিরবক্সের প্রবেশ।)

জাফা। দেখ মিরবক্স, বাঙ্গালা মুল্লুকটী অতি উত্তম স্থান। এখানে ছয় ঋতু বর্ত্তমান; তরুলতা বার মাস ফলফুলে সুশোভিত; জলবায়ুও ভাল; এমন সুন্দর দেশ আর হবে না। বিশেষতঃ এখানকার লোকেরা অতি নিরীহ; নইলে কি গোটা পাঁচ ছয় লোক নিয়ে রাজ্য করা যায়? সেবার লাহোর মেরে বিশ হাজার সৈন্য নিয়েও তিষ্ঠতে পারাযায়নি। এখানে রাজ্য ক'রে সুখ আছে; এক দিনের নিমিত্তও ভাবনা নাই। দেখ, খিলিজীর হুকুম হয়েছে, লোকমনোরঞ্জনের জন্য আমাদের অনুগত দেখে জনকতককে আয়মাদার, চৌধুরী, মল্লিক, মহালানবিস্, প্রভৃতি খেতাব দেওয়া যাক্।

মির। জাঁহাপনা যে ফন্দি করেছেন, এ অতি উচ্চ দরের। গোলাম আর হুজুরকে অধিক কি ব'ল্‌বে! এম্‌নি করে ছাতু দেখালেই এ বেটারা আপ্‌নারাই খেওখেয়ী ক'রে ম'র্‌বে।

জাফা। দেখ, এদেশের পুরুষগুলিও যেমন ধীর, নম্র, নির্ব্বিরোধী, স্ত্রীলোকগুলিও তেম্‌নি। আর বিশেষতঃ বাঙ্গালীর মেয়ে অতি রূপবতী, এদের স্বামীর প্রতি কত ভক্তি, কত অনুরাগ, কত প্রীতি। কিন্তু একটী মহৎ দোষ আছে, এরা নিকে টিকে বুঝে না; আর স্বামী ছাড়া, রাজ্য পেলেও, অপর কাহাকেও ভালবাসে না। বিশেষতঃ পরমপবিত্র খোদাপরস্ত মুসলমান্‌দের প্রতি এদের একটা কেমন ঘৃণা আছে।

মির। জাঁহাপনা যেমন সূর্য্যদেবের ন্যায় তেজস্বী, বাঙ্গালীর মেয়ে তেম্‌নি কনকপদ্ম—তারা আপ্‌নারই যোগ্য। তবে ভালয়

ভালয় ভাল না বাসে, আমাদের তো বল আছে; আর যখন বলে বনের বাঘিনী বশ হয় তখন এরা কোন্ ছার! খোদাতাল্লা অবশ্য এদের আপনার অনুগত ক'রে দেবেন।

জাফা। সে দিন সেই যে বামুণদের মেয়েটাকে ধ'রে আনা-গিয়েছিল, এত বুঝালেম বেটী মুখ গোঁজ ক'রে ব'সে রইল;—বল্যেম তোমায় খাস বেগম ক'র্‌বো, কত সুখস্বচ্ছন্দে রাখ্‌বো, বেটী তার একটাও উত্তর ক'ল্যে না; কেবল চোক্ দিয়ে দরদর ক'রে জল ফেল্‌তে লাগ্‌লো; আর যেই আমরা একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, অম্‌নি খামখা পৃথিবীর এত ঐশ্বর্য্যসুখের লোভ ছেড়ে ধাঁ করে নৌকা থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে ম'লো হে! মরাটা যেন কত দিনের রপ্ত ছিল! এদের প্রাণেরও মমতা নেই! একটু বয়স হয়েছিল বটে, বেটী দেখ্‌তে বড় খুবসুরৎ ছিল। খোদা আমায় বঞ্চিত ক'ল্যেন তা কি ক'র্‌বো!

মির। হজুর, সেই আর একটা ছুঁড়ী ধরা যায়, মনে আছে?—আহা! সেটা যেন বুনো ফুল। কেমন চেহারা!—কেমন গড়ন! কিন্তু বেটী এম্‌নি তৈয়ার যে সকলের চক্ষে ধূলো দিয়ে পাল্‌কী থেকে পালালো,—কেউ অঙ্কুসেও জান্‌তে পাল্যে না। জাঁহাপনা! এদেশের মেয়েরা সব জাদু জানে।

জাফা। এইবার বাঙ্গালীর মেয়ে কত চতুর তা দেখা যাবে।

মির। বন্দাপর্‌ওর্, সেই যে বামুণদের মেয়েটা ডুবে মরে, তার না কি একটী বেস খুবসুরৎ পরীপয়কর্ বিটীছেলে আছে, তার এখনও সাদী হয় নি।

জাফা। বেস! বেস! তবে তাকে যোগাড় কর্‌বার চেষ্টা দেখনা?

মির। হজুরের জন্যে বন্দা কি না ক'ত্তে পারে?—বলেন তো বাঘের মুখেই যাই।

জাফা। তোমার যেরূপ প্রভুভক্তি, এবার খিলিজি আশাম থেকে ফিরে এলে তোমার পদবৃদ্ধির জন্যে অনুরোধ ক'র্‌বো।

মির। জাঁহাপনার অনুগ্রহ থাক্‌লেই সব হবে। শান্তিপুরে গঙ্গাধর ব'লে এক জন মোল্লা আছে, সে ভারি লায়েক মোল্লা, তাকে সব হিঁদুতেই মানে; সে হজুর আমাদের বড় অনুগত; তার দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হবে। ছুঁড়ীর বাপের সঙ্গে তার হালে খুব নাকি বিবাদ হয়েছে।

জাফা। আরে তাকে দেখো,—হাতছাড়া ক'রো না—ক'রো না! তাকে নয় একটা দেখেশুনে খেতাব দাওগে না। তার দ্বারায় বিস্তর কায পাওয়া যাবে। ঘরচোর না হ'লে আমাদের সুবিধা নাই।

মির। হজুর, আমি এখনি তার তল্লাশে চল্যেম। যাতে জাঁহাপনার ফূর্ত্তি হয়, তাতে বন্দা খুব্ তৎপর।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শান্তিপুর—গঙ্গাধর শিরোমণির চতুষ্পাঠী।

(গঙ্গাধর আসীন।)

গঙ্গা। রমা বেটার ভিটস্থ ঘুঘুস্থ ক'ত্তে না পাল্যে আর ভদ্রস্ত নাই। জাফারখাঁকে বল্‌বো যে এ বেটা ভারি পাজী, এমন লোককে রীতিমত শাসন করা কর্ত্তব্য। আর সুন্দরী কন্যা থাক্‌লে যবনের কাছে পাজী হবার আটক নাই! এমন সুযোগ ছাড়া মুঢ়ের কর্ম্ম! শাস্ত্রে বলে "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ," যেন তেন প্রকারে স্বার্থসাধন কর্‌বে। পুথী ঘ'ষ্টে আর ছাই হবে কি? আমারও আর আবশ্যক নাই। যাদের উদরান্ন চলে না তারা করুক্‌গে। সংস্কৃতবিদ্যাও বুড় হ'য়ে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে প'ড়েছে, এখন আর সে কামধেনু নাই! হবিষ্য তো আর পোষায় না, থানফাড়া ধূতী প'রে তো আর লোকালয়ে যাওয়া ভাল দেখায় না। আমা-

দের দেশটা কি মুর্খ! যারা সংস্কৃত জানে তারা যেন চোরদায় ধরা প'ড়েছে; তাদের পৃথিবীর দুটো ভাল সামগ্রী মুখে দেবার যো নাই—ভাল পরিচ্ছদে অধিকার নাই;—তারা কি মাটীর পুতুল নাকি? মাথাচাঁচা, থানফাড়া ধুতী পরা, ফাটা পা, হবিষ্য ক'ত্তে ক'ত্তে প্রাণ ওষ্ঠাগত, এ নইলে আর পোড়া দেশে পণ্ডিত হবার যো নাই!

(মিরবক্সের প্রবেশ।)

(শশব্যস্তে) আসৃতে আজ্ঞা হয়, আসৃতে আজ্ঞে হয় মহারাজ—বিষ্ণু—নবাব সাহেব! (আসন প্রদানপূর্ব্বক বদ্ধকরপুটে) কৃপা ক'রে ব'সৃতে আজ্ঞে হয়; কাঙ্গাল আজ কৃতার্থ হ'লো। আপ্‌নি দেব-তুল্য লোক, আমাদের ভগবানের আসন বটপত্র।

মির। (আসনে পদাঘাত) আরে তুমি তো ভারি বেওকুফ্ হে? এতে আমরা বসি কেমন ক'রে?—ওতে তোমাদের ক্ষুদ্রাশয় হিন্দুতে ব'সৃতে পারে, আমরা কি ছোট লোক যে তোমাদের সঙ্গে সমভূমে ব'সৃবো? আমাদের উচ্চাসন চাই।—তোমাদের দেখ্‌চি রাজভক্তি নাই।

গঙ্গা। (সভয়ে পুথী রাখিবার চৌকি প্রদান) নবাব সাহেব! আমায় ক্ষমা করুন্, না জেনে দোষ করেছি; এ সামান্য কাষ্ঠাসনে অনুগ্রহ ক'রে ব'সৃতে আজ্ঞা হয়; দরিদ্র ব্রাহ্মণ আর কোথায় কি পাবে?

মির। আমরা এমন কদর্য্য আসনে কথনও বসি না; তবে তোমায় কৃতার্থ কর্‌বার জন্যে কৃপা ক'রে ব'সৃলেম। আচ্ছা, সে দিন যে কথা ব'লেছিলে তা কি ঠিক?—দেখ্‌তে ভাল বটে?

গঙ্গা। খোদার কাছে কি আর মিথ্যা ব'লৃতে আছে?—না ব'ল্যেও নিস্তার পাব? বরং জগদীশ্বরের কাছে ব'ল্যে দুদিন দেরি হবে, আপ্‌নাদের কাছে হাতে হাতেই ফল।

মির। ও লোক কেমন?

গঙ্গা। বড় অহঙ্কারী!—পৃথিবীকে সরা জ্ঞান করে; সদাই লোকের অনিষ্ট চিন্তা; ওর উপর মহারাজ—বিষ্ণু—খোদা! সবাই বিরক্ত। আপ্‌নাদের উপর ওর বড় রাগ, বলে "যবননিপাত না ক'রে আর আমার নিস্তার নাই।" কাঠা কতক জমী আছে—উনি জমীদার! দম্ভে ভূমে পা পড়ে না; ওর এই এতদূর স্পর্দ্ধার কথা!

মির। বটে! তবে এইবার ওর দফারফা ক'রে দাও না। দেখ, জাফার খাঁর তোমার উপর ভারি অনুগ্রহ; তিনি তোমায় আজ অবধি মহলেসখী ক'ল্যেন। পরে দিন স্থির ক'রে সনন্দ দেবেন।

গঙ্গা। কার সখী খোদা?—এ বয়সে আবার সখী সাজি কি ক'রে?

মির। আরে মূর্খ—তা নয়! তুমি আজ অবধি বড় লোক হ'লে, তোমায় সকলেই মান্য ক'র্‌বে—তোমার এ খেতাব হ'লো।

গঙ্গা। দাসের প্রতি খোদার দয়া থাক্‌লে না হয় কি?—কিন্তু একটা পুরুষমানুষের মতন খেতাব দিলেই ছিল ভাল; সখী শুনে লোকে পাছে হাঁসে।

মির। খেতাবের আবার মেয়ে মদ্দ কি? আর আমাদের দত্ত খেতাব শুনে হাসে, কার সাধ্য? আমায় এখন একবার রমেন্দ্রকে দেখিয়ে দিতে পার?

গঙ্গা। তার আর আশ্চর্য্য কি? বৈকালে সে প্রত্যহ এম্‌নি সময় এই পথ দিয়েই গঙ্গাতীরে বেড়াতে যায়। একটু অপেক্ষা করুন্ না।

মির। তায় কায কি। চলনা তার বাড়ীই যাওয়া যাক্; এখান থেকে সে কতদূর?

গঙ্গা। এই নিকটে, রসি দুই পথ; তবে তাই চলুন্। (উভয়ের কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওন।)

মির। তুমি যা সেদিন ব'লেছ তা যদি ক'রে দিতে পার, তা হ'লে দেখ্‌তে পাবে জাফার খাঁ তোমার কি ভাল করেন।

গঙ্গা। এই বই তো নয়—আমি যদি না ক'রে দিতে পারি তো আমার নাম গঙ্গাধর শর্ম্মাই নয়!

(রমেন্দ্রের সদূরে প্রবেশ।)

রমে। দেশের মুখে আগুন! উপকার করা দূরে থাক্, পরস্পর কেবল অপকারের চেষ্টা। এমন অবস্থা না হ'লে আর কৃতদাস হবে কেন? আত্মকুটুম্ব যাঁরা—তাঁরা কেবল সুখের সহচর, দুঃখের কেউ নন্; জ্ঞাতীগোষ্ঠী ম'লে অশৌচ বইতে পারেন, জীয়ন্তে একটা কথা ব'ল্যে যদি উপকার হয়—তো তাতেও নারাজ্! উঃ! বিপদে প'ড়ে সকলকে জানা গেল; যিনি দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষমতাবান্, তাঁর পরোপকারে অবসর নাই, যিনি সামান্য তাঁর ক্ষমতা নাই! আর না,মনুষ্যের উপাসানায় কায নাই!—পৃথিবী পিশাচের আবাস; যার জন্যে প্রাণপণ যত্ন ক'রেছি সেই আজ আমার শত্রু। জগদীশ! তুমি কি সুদ্ধ পাপাচারের জন্যে পাপ পৃথিবী সৃষ্টি ক'রেছ?

গঙ্গা। ঐ যে খোদা সে আস্‌চে; আমি তো ব'ল্যেম ও প্রত্যহ এ দিক্ দিয়ে যায়; আপ্‌নি একটু এগিয়ে দেখা করুন্, আমি এই খানেই আছি।

মির। আরে না, এস না; আমি আছি ভয় কি?

গঙ্গা। আজ্ঞে না; ও বড় ভয়ানক লোক; আমার সঙ্গে বিবাদ আছে, কায কি? বাগে পেলে আর আমায় আস্ত রাখ্‌বে না।

মির। তুমি আমার সঙ্গে এস না; কার সাধ্য তোমায় কিছু বলে?

গঙ্গা। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) ঐ দেখ্‌চেন আমার পানে কটমট করে চাচ্চে—যেন বাঘ! না খোদা আমি আর যা'ব না।

মির। আরে তুমি ক্ষেপ্‌লে যে দেখ্‌চি; তোমায় কিছু ব'ল্যে কি

আর ওর মাথা থাক্‌বে? (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) ওহে তোমার নাম কি?

রমে। (ঈষদ্ দৃষ্টি করত অনন্যমনে গমন।)

মির। বলি, তুমি কি কালা, না কাণা?—উত্তর দিচ্চ না যে?

রমে। আমি তোমায় চিনিও না, চিন্তে চাইও না। আমার পরিচয়ে তোমার আবশ্যক?—ভদ্রের মত কথা কও?

গঙ্গা। তো বেটার যে ভারি তেজ দেখ্‌চি?—এঁকে এখনও চেন না বুঝি!—এ হবিষ্য করা দরিদ্র ব্রাহ্মণ নয় যে চোক্ রাঙাবে?

রমে। (অনন্যমনে গমন।)

মির। দেখ্, তোকে এখনি উত্তমরূপ শিক্ষা দেব, ভাল চাস্ তো বল?

রমে। (স্বগত) মন! স্থির হও; এখনও তোমার এক কন্যা আছে, যার ইহকাল পরকালের জন্য তুমিই দায়ী। (দিগন্তরে গমন।)

মির। (পশ্চাদ্গমনপূর্ব্বক সহাস্যে) তুমি তো ভারি অসভ্য দেখ্‌চি!

রমে। (ঈষদ্ কোপদৃষ্টিসহকারে) না—কিছু না।

মির। তোর বুকে ভয় নাই—আমি সৈন্যাধ্যক্ষের লোক জানিস্?

রমে। "ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল শল্য হলো রথী!"

মির। তোর মরণ ঘুনিয়ে এয়েছে; দাঁড়াতো, তোকে কোতল ক'রে ফেলি।

রমে। কেন, বেসতো যাচ্চি!—মিছে দাঙ্গা কেন?

মির। মিছে দাঙ্গা কেন! বেটা জুতিয়ে তোর মাথা ভাঙ্‌বো না!

গঙ্গা। মার তো বেটাকে—মার তো! দাঁড়া, আগে একটা মোটা দেখে ডাল ভেঙে নি, পরে তোর শ্রাদ্ধ কচ্চি। (ক্ষণেক ইতস্ততঃ করণ।)

(নুরমহাম্মদের প্রবেশ।)

রমে। (নুরমহম্মদের প্রতি) দেখুন্ না মহাশয়! মিছে মিছি আমার সঙ্গে ঝগড়া কচ্চেন?

নুর। তুই বেটা যে আমায় "দেখুন্ না" বলে হুকুম কচ্চিস্?

রমে। হুকুম কি মহাশয়! ঐ ওঁর মুখেই শুনন্ না?

নুর। কাণে শুনে আর হবে কি?—দেখ্‌চি তুই বেটা বদ্‌মাএস্।

রমে। বদ্‌মাএস্ দেখ্‌লেন কিসে?

নুর। হিঁদু আবার ভাল মানুষ কে?

গঙ্গা। খোদা, ও কথা বল্‌বেন না?—দাসের অপরাধ কি? সকলেই কি সমান হয়; ভালমন্দ সকল জাতেই আছে।

মির। আরে তুমি ছাড়া—তোমায় কি আর মন্দ ব'ল্‌চে; তোমার সঙ্গে তুলনা কার?

নুর। দেখ্, তোর স্ত্রী যখন খামখা জলে ডুবে ম'রেছে, তখন আর তোর অসাধ্য কি?—বদ্‌মাএস্ আবার কাকে বলে?

রমে। (রোষকষায়িত লোচনে) তবে তোমরা দাঙ্গা ক'ত্তেই চাও?

গঙ্গা। চাই বই কি!—তোর মুখ দিয়ে রক্ত তুল্‌তে চাই!

মির। তোর সেই সুন্দরী কন্যাটীকে চাই।

রমে। (সরোষে মিরবক্সের মুখে পদাঘাত, মিরবক্সের পতন; নুরমহাম্মদের দাড়ী ধরিয়া মুখে মুষ্ট্যাঘাত, নুরমহাম্মদের পলায়ন; গঙ্গাধরের শিখা ধরিয়া বক্ষে সবলে প্রতিঘাত করণ) যবনের কুক্কুর—নারকী!

গঙ্গা। রমেন্দ্রবাবু!—আমি নই, এরা!—এরা!—গেলুম!—গেলুম!

[রমেন্দ্রের প্রস্থান।

মির। (স্বগত) তোবা! তোবা! হিঁদুর লাথী! দাঁত কটা নাই! ইস্ এত রক্ত! এখ্‌নি মেরেই ফেলেছিল?

গঙ্গা। আপ্‌নারা এত বড় বীর হ'য়ে দুজনে একে পার্‌বেন্ না, তা কে জানে?—তা হ'লে কি আর ছাই মার খেতে আসি? বেটা ভারি ষণ্ডা! দুর্গা! দুর্গা! টিকীটা দেখ্‌চি তার হাতেই গেছে! উঃ! মাথাটা থেঁতো হয়েগেছে,—একে তেলামাথা! খোদাদের দাড়ী আর আমাদের টিকী দাঙ্গার সময় সকল অনর্থের মূল!

মির। তা মনেও ক'রো না; হঠাৎ বেবাগে মেরে গেছে, নইলে দেখ্‌তে এতক্ষণ, বাঘের মত ওর ঘাড়ের রক্ত চুষে খেতেম্। তবু ছাড়িনে, এক ঘুষো ঝেড়েছি, বাছাধন তাইতেই টের পাবেন এখন! তামাসা নয়, আমাদের হাতের ঘুষো!

গঙ্গা। আজ্ঞে আমিও ছাড়িনে, হজুরকে মাচ্চে দেখে দুহাতে ঘুরিয়ে সতেজে ডাল্‌টা ছুড়ে মেরেছিলেম, লাগ্‌লে আর বাঁচতে হতো না; ভারি গ্রহ সুপ্রসন্ন তাই কাণপাটা দিয়ে গেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শান্তিপুর—রমেন্দ্রের আবাসবাটীর এক প্রকোষ্ঠ।

(গবাক্ষদ্বারে রমেন্দ্র আসীন।)

রমে। জগদীশ্বর মনুষ্যের সুখের জন্য নানাবিধ সামগ্রী দিয়াছেন; কিন্তু সে সকল উপভোগের সুযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। তৃষাতুরের পক্ষে মরীচিকা যেমন, আমার পক্ষে জগতের শোভাও তেম্‌নি। এই সায়ংসমীরের মৃদু সঞ্চলন, সুদূরে ঐ জাহ্নবীর লহরীলীলা, বিহঙ্গকুলের সুমধুর কলরব, কুসুম সমূহের সুষমা ও সৌরভ আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় সুখদ বোধ হয় না। উঃ! মনের অসুখ কি ভয়ঙ্কর! আজ সামান্য পক্ষীদের দেখেও মনে হিংসা হ'চ্চে; ওরা কেমন মনের সুখে গান ক'চ্চে। হায়! মনুষ্যের মন যদি ওদের মত উদাসীন হ'তো, তা হলে জগতে আর সুখের সীমা থাক্‌তো না। ক্রমে আকাশে একটী একটী তারা প্রকাশিত হচ্চে; দেবসভায় দেবগণ যেন একে একে সভারূঢ় হ'চ্চেন্‌। জগতে সকলি নিয়মাধীন; দিনের পর রাত্রি, রাত্রি অবসানে দিন; কিন্তু পাপ পৃথিবীতে নিয়ম নাই,—মনুষ্যের উপর ঈশ্বরের শাসন নাই; নতুবা যবনের এত অত্যাচার কিসে। উঃ! এর কি কোন প্রতিকার নাই? জগদীশ! তুমিও কি যবনের পক্ষপাতী?

(নলিনীর প্রবেশ।)

নলি। বাবা! আপ্‌নার কি কোন অসুখ হয়েছে?

রমে। কৈ না—এমন কিছু নয়।

নলি। তবে আপ্‌নি এমন হয়ে ব'সে যে?—ভাব্‌চেন কি?

চ

রমে। ভাব্‌চি আকাশপাতাল।

নলি। আপ্‌নাকে দেখে আজ আমার মনে বড় ভয় হচ্চে।

রমে। আমাকে দেখে তোমার ভয় হচ্চে!—বরং তোমাকে দেখে আমার ভয় হচ্চে বল। জগতে যদিও কাহাকে কখন ভয় করি নাই এবং কর্‌বোও না,—ভয় আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ; মৃত্যুকে যার ভয় নাই, তার আর অন্য কিসে ভয় হ'তে পারে?—তবে এক ভয় ছিল—অধর্ম্মের, তাও এখন নাই। কিন্তু তবু তোমাকে দেখে আজকাল মনে বড় ভয় হয়।

নলি। বাবা! যদি অভাগী আপ্‌নার ভয়ের কারণ তো একথা এতদিন বলেন্‌নি কেন? তা হ'লে এপাপ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে আপ্‌নাকে এতদিন কবে নিষ্কৃতি দিতে পাত্তেম।

রমে। মা! ও কথা আর মুখে এন না; শুনে আমার বুক ফেটে যাচ্চে। জগতে তুমি ভিন্ন আর আমার সুখ নাই—বন্ধন নাই; তুমিই আমার জগৎ—তোমা ছাড়া আমার জগৎ নাই।

নলি। আজকাল আপ্‌নার আর আমার প্রতি পূর্ব্বের মত স্নেহ নাই, এখন আপ্‌নি আত্ম-গোপন করেন; কিন্তু অভাগীর এমন কি দোষ হয়েছে যে আপ্‌নি মনের কথা প্রকাশ না করেন।

রমে। দোষ তোমার?—যদি এ নরকদেশে জন্ম না হ'তো—এ কাপুরুষের আবাস যদি জন্মভূমি না হ'তো, তবে যার দোষ আজ তার মস্তক চূর্ণ ক'রে কতদিন পদতলে নিষ্পেষিত কত্তেম।

নলি। প্রকাশ ক'ল্যে দুঃখ-ভার লাঘব হয়, তাতো জানেন।

রমে। তা জানি, প্রকাশ করি কাকে?—প্রকাশের লোক কে?

নলি। যদি প্রত্যয় করেন তো বলি; অভাগী অবলা বালিকা বটে, কিন্তু ও চরণে যদি দৃঢ়ভক্তি থাকে, তো আপনার জন্যে আমার জগতে কোন কর্ম্মই অসাধ্য নাই।

(নেপথ্যে। আল্লা আল্লা হো!—আল্লা আল্লা হো! মার! মার! ঐ পালায়! ধর! কাট! এই দরজাটা ভাঙ!—ঐ দিক্ আট্‌কা!)

রমে। একি!—ডাকাতি নাকি? ও রামা!—সদা!—নফর! ও ভুলো! (শশব্যস্তে) ওঃ! এত চেঁচিয়ে মলেম কোন বেটারই যে উত্তর নাই; সবাই পালালো নাকি! তা আমারও তো অস্ত্র আছে, দুটো বড় বড় হাত রয়েছে—এ কিছু শুদ্ধ শরীর শোভনার্থে নয়। আয় দুরাত্মা যবন—আয়! আজ ভাল ক'রেই তোদের বলবিক্রম দেখা যাক্। মা নলিন্! তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি সকল বেটাকে যমালয় পাঠিয়ে আস্‌চি।

নলি। বাবা! প্রাণ যায় যাক্, তাতে ক্ষতি নাই; এদের হাতে দাঁড়িয়ে ধরা দেওয়া অপেক্ষা মরা ভাল। (স্বগত) প্রতিজ্ঞা পালনের এই সবে দুর্গানাম! যবন আপ্‌নি এসেই কালসর্পের বাসায় হাত দিয়েছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মিরবক্স্, নুরমহাম্মদ্, গঙ্গাধর ও কয়েকজন অস্ত্রধারীর প্রবেশ।)

নুর। কৈ? বেটা—কোন্‌দিকে পালালো?

গঙ্গা। পালাবে আর কোন্ চুলয়!—বাড়ীর মধ্যেই আছে। ঐ যে! ঐ যে! (সকলে মিলিয়া ধর! ধর! মার! মার!) দেখো, এবার যেন বেটা পালায় না!

(তরবারি আস্ফালন করিতে করিতে নলিনী ও রমেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ।)

রমে। আমি আবার পালাবো কাকে দেখে! শৃগাল দেখে কি কেশরী কখনও পালিয়ে থাকে! আয়—আজ যবনশোণিতে তর্পণ করি, বঙ্গমাতার মনের ক্ষোভ দূর করি, কুকুর শৃগালের পিপাসা মিটাই! গঙ্গাধর! তুইও আজ যবন হ'লি!

নুর। মার বেটাকে!—মার!

মির। বেটাকে ধরো—দেখো যেন পালায় না!

রমে। ওরে! শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকৃতে আর্য্যদেহ অস্পর্শীয় যবনে কি স্পর্শ কত্তে পারে? আয় বেটারা—আয়! দেখ্, এখনও বঙ্গসন্তানের সামর্থ্য আছে কি না? (রমেন্দ্রকর্ত্তৃক পাঁচ ছয়জন নিহত। নলিনীকর্ত্তৃক মিরবক্স ও নুরমহাম্মদ আহত; এবং উভয়ের পতন।)

গঙ্গা। ও বাবা! এমন হবে তা কে জানে! রক্ত দেখে কেমন মাথাটা ঘুচ্চে; চোকে যে কিছুই দেখ্তে পাইনে, পালাই বা কোথায়? এবার বুঝি গেলেম! গা হাত কাঁপ্‌চে, দৌড়োতেও যে পাচ্চিনে! মা দুর্গা!—রক্ষা কর! মা কালি! রক্ষা কর! (পলায়নোদ্যত।)

(ছদ্মবেশে নীরদার প্রবেশ।)

নীর। (তরবারি আস্ফালন করিয়া গঙ্গাধরকে আঘাত করণ; গঙ্গাধরের পতন।) যা পিশাচ! তোর মত যবনের যে আগেই যাওয়া উচিত।

[রমেন্দ্র, নলিনী ও নীরদার প্রস্থান।

গঙ্গা। বা—বা!—গে—লু—ম; এ—ক—টু—জ—ল—দে—রে! যে—ম—ন—কা—য—ফ—ল—অ—নু—রূ—প!

মির। উঃ! কি চোটই মেরেছে! রক্তের ধারা বইচে; তবু পাশে লেগেছে তাই রক্ষা। একটা মেয়ে আর মরদের এত তেজ!

নুর। প্রাণটা যে বেঁচেছে এই ঢের! হাতটা একবারেই দুখানা! কি ভয়ানক! দেখ্‌লে প্রাণ উড়ে যায়। মেয়ে তো নয় যেন বাঘিনী!

(মশালহস্তে কয়েক জন রাজপুরুষের প্রবেশ।)

প্র-রা। ইন্‌শাল্লাতালা! এ ক্যায়া হাল বনায়া সেখজী! এক-দম্ খুন্‌কি লহর্ ছুটাইস্! (মিরবক্সকে দেখিয়া) এ ক্যায়া—

জনাবকো ভি মারিস্! (আহত স্থান আর্দ্রবস্ত্র দিয়া বন্ধন।) হজুর! ই ক্যায়া মাজ্‌রা হ্যায়?

দ্বি-রা। সুভান্ আল্লা! তামাম সুরখ্‌লাল! মারে খুন্‌সে নদ্দী বাহা গয়া! ইস্‌কা সবব্ ক্যায়া হ্যায়! কুছ্‌ত মালুম হোতা নেহি।

গঙ্গা। বা—বা—এ—ক—টু—জ—ল—(বিভীষিকা দেখিয়া চীৎ-কার) ও—কি—বা—বা—কা—ল—মি—স!

তৃ-রা। এ মীয়াজী! ভাগো—ভাগো!—কাটেগা—ভাগো! ভাগো! উও সয়তান্ হ্যায়—ভাগো! উস্কা সুরৎ দেখ্‌তো নেহি? (নুরমহাম্মদকে দেখিয়া) বিশ্‌মিল্লা! আপ্ ভি ঘাইল! হাত এক-দম দো টুক্‌রা! জর জর লোহু ছুট্‌তা হ্যায়! (আর্দ্রবস্ত্র দিয়া নুর-মহাম্মদের হস্ত বন্ধন।)

গঙ্গা। জ—ল—প্রা—ণ—যা—(হিক্কা)।

মির। আরে কে আছিস্; ওকে একটু জল দে—ও আমাদের পরম উপকারী। (এক জন রাজপুরুষকর্ত্তৃক জল প্রদান। গঙ্গাধরের উচ্চ চীৎকার ও মৃত্যু।) দেখ্, এব্যক্তি আমাদের নিতান্ত অনুগত ছিল। এর ইহকাল তো গেছেই, যায় পরকাল থাকে তা আমাদের করা উচিত। এখন ওকে সদ্ধর্ম্মে এনে কবর দিতে হচ্চে। পরে বাজারে বাজারে ঘোষণা দেওয়া যাবে যে গঙ্গাধর মোল্লা ভারি এক জন বীরপুরুষ ছিল; মুসলমান-গৌরব সমর্থনার্থে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে; নইলে লোকের উৎসাহ হবে কেন? অধীনস্থ গুণবানের হতাদর ও নির্গুণের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করাই আমাদের রাজনীতির প্রধান সূত্র।

প্র-রা। (গঙ্গাধরের মুখে থুৎকার দেওন।) খোদা করীম্—খোদা রহীম্!

[মৃতদেহ লইয়া রাজপুরুষদ্বয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গোবিন্দপুর—দেবার কুটীর।

(রমেন্দ্র ও নলিনী আসীন।)

রমে। (স্বগত) যার মুখ দেখ্‌লে হৃদয় আনন্দে নৃত্য ক'র্‌তো, যার কথায় স্বর্গসুখ অনুভূত হ'তো, আজ তার মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্চে।

নলি। বাবা! আপ্‌নি হঠাৎ এমন অন্যমনস্ক হলেন কেন? কি বল্‌ছিলেন বলুন্ না।

রমে। বলি, আমাদের তো মা, আর এদেশে থাকা হয় না; দেশান্তরে না গেলে কোনমতেই নিস্তার নাই।

নলি। বাবা! দেশত্যাগ অপেক্ষা প্রাণত্যাগ তো ভাল।

রমে। কেন মা! তোমার মুখে এমন কথা কেন? তোমার সে পূর্ব্বের সাহস কই? তখন বল্‌তে যে লোকের বিপদে ভরসা বাড়ে, তা এখন তোমার সে ভরসা কই? পূর্ব্বে বল্‌তে স্থিরগঙ্গায় তো সকলেই ভাস্‌তে পারে, অকুলপাথারে ভাসাই মহত্ত্ব। সে কথা কি মা, বিপদে প'ড়ে সব ভুলে গেলে?

নলি। কেন বাবা! ভুল্‌বো কেন? এখন আমায় কি ক'ত্তে হবে বলুন্—না পারি তিরস্কার কর্‌বেন।

রমে। কেন মা! আমি তো তোমায় তিরস্কার করি নাই, উপদেশ দিচ্ছিলাম। এখন এদেশ ত্যাগ ক'রে কাশী যাই চল।

নলি। সেখানে গিয়ে হবে কি?

রমে। দেবদর্শনে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

নলি। অভীষ্ট সিদ্ধ হয় তো যাই; কিন্তু আমার অভীষ্ট যে সেখানে সিদ্ধ হবার নয়।

রমে। কেন মা?

নলি। দেবদর্শনে পরকালের কার্য্য হয়, ইহকালের নয়।

রমে। (বাষ্পাকুল লোচনে) আমাদের যে মা! ইহকাল ফুরিয়ে এসেছে।

নলি। না—বিলম্ব আছে; মাতৃহন্তা যে এখনও জীবিত।

রমে। তুমি ধন্য! তুমি বীরাঙ্গনা! কিন্তু মা, তার তো কোন উপায় দেখিনে।

নলি। দেখেন্ নাই—দেখ্‌বেন।

(কুটীরপ্রাঙ্গণে ভূষণের প্রবেশ।)

ভূষ। মুরারি ছোক্‌রার ভারি গ্রহ সুপ্রসন্ন; আর একটু হ'লেই সেদিন ধরা প'ড়েছিল! বড় বাঁচান গেছে। আমি বাঁচালেম, না ভগবান্ বাঁচালেন? ঐ পাপেই তো এত ভোগ! আজ তো তার সকল অনুসন্ধানই হ'লো! মিছে ঘুরে বেড়াচ্চি। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি। রাত্রি অধিক হয়েছে; নিশানাথ হাস্‌তে হাস্‌তে নিজ জয়োল্লাস প্রকাশ ক'চ্চেন্। এখন মনের সুখে হেসে নাও, আবার প্রাতে কাঁদ্‌তে হবে! পবনদেব ধীরে ধীরে আমার মত হেল্‌তে দুল্‌তে চলেছেন;—উনিও কি পথশ্রান্ত? না, আমি দুঃখ-ভরে কাতর, উনি গন্ধভরে—সুখভরে ভারাক্রান্ত। ঝিল্লীগণ চক্রবাকের গীতের ঔৎকর্ষের জন্যে যেন সুর জমাট রেখেছে। বসুন্ধরা শান্তিময়ী!—পাপ পৃথিবী শান্তিময়ী! সকলেই সুষুপ্ত—শান্তিপ্রাপ্ত। জগদীশ! তোমার মহিমা বুঝা ভার! দুঃখী সুখী সুষুপ্ত; রাজা প্রজা সুষুপ্ত; বিলাসী অনাহারী সুষুপ্ত; বলিষ্ঠ জ্বরা সুষুপ্ত। সকলেই শান্তিপ্রাপ্ত; কেবল পেচক নয়;—কেন? তার মনে তমঃ আছে। দস্যু নয়; তার মনে পাপ আছে। লম্পট নয়; তার মনে মালিন্য আছে। নিশানাথ জাগ্রত, ওঁরও হৃদে কলঙ্ক আছে। আমি জাগ্রত কেন? আমার মনেও কি পাপ আছে?—কৈ না!—না তো জেগে কেন? আছে বই কি!—ঈশ্বরে অবিশ্বাস;

কৈ তাও তো নাই; নাই তো তাঁর কার্য্যে মনে ব্যথা পাই কেন? যা হোক্, আর তো চল্‌তে পারিনে।

(দীপহস্তে দেবার প্রবেশ।)

দেবা। কেউ হে ইখনকে বুল্‌চ?—কাকু তল্লাশ কর বটে?

ভূষ। কাকেও তল্লাশ করিনে।

দেবা। (নিকটে আসিয়া) কাকু নয়, তো ইখনকে বুল্‌চ ক্যানে?—

ভূষ। পথশ্রান্ত—একটু বিশ্রামের স্থান চাই।

দেবা। (আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) ঘরকে আসেন।

দেবা। (কুটীরমধ্যে মাদুর পাতিয়া) মুশয়, ইথনে বসেন, মুই তামুক লাস্‌চি।

[দেবার প্রস্থান।

রমে। (সন্দিগ্ধচিত্তে মহাশয়ের নাম?

ভূষ। পথিক।

রমে। (স্বগত) নাম পথিক! (প্রকাশ্যে) আপ্‌নার নিবাস?

ভূষ। যথা ইচ্ছা।

রমে। (সবিস্ময়ে) কাযকর্ম্ম কিছু আছে?

ভূষ। আজ্ঞে হাঁ!—আছে বই কি।

রমে। কি কর্ম্ম করেন?

ভূষ। সৎকর্ম্ম।

রমে। আপ্‌নার কি শারীরিক কোন অসুখ আছে?

ভূষ। অসুখ সকলি।

রমে। সকলি কিরূপ?

ভূষ। যেরূপ মনে করেন।

রমে। বলি, আপ্‌নি কি বায়ুগ্রস্ত হয়েছেন?

ভূষ। না—হই নাই, ক'রে তুলেছে।

রমে। করে তুল্যে কে ?

ভূষ। যিনি আপ্‌নাকেও ক'রেছেন, আমাকেও ক'রেছেন, এবং জগৎসংসারকে ক'রেছেন।

রমে। আপ্‌নার কোন্ কুলে জন্ম ?

ভূষ। নরকুলে।

রমে। বলি, আপ্‌নি ব্রাহ্মণ না শূদ্র।

ভূষ। নামে গোয়ালা কাঁজী ভক্ষণ।

রমে। আপ্‌নার জনকজননী আছেন ?

ভূষ। আছেন।

রমে। কোথায় ?

ভূষ। (ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ) স্বর্গে।

রমে। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! জগদীশ কি শেষ একটা বাতুলের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন! এততেও কি তাঁর আশ মিট্‌লো না!—এখন হাসিও পায়, কান্নাও পায়। (প্রকাশ্যে) আপ্‌নার সংসারধর্ম্ম আছে ?

ভূষ। আছে বই কি।

রমে। বিবাহ ক'ল্যেন কোথায় ?

ভূষ। বিবাহ করি নাই।

রমে। তবে সংসারধর্ম্ম আছে কৈ ?

ভূষ। সংসারে থেকে সংসারধর্ম্ম নাই কৈ !

রমে। (স্বগত) তাইতো আবার যে বেস জ্ঞানগর্ভ কথাও ক'চ্ছে। (প্রকাশ্যে) বিবাহে ইচ্ছা আছে ?

ভূষ। এখন নাই।

রমে। কখন হয়েছে ?

ভূষ। হয় নাই।

রমে। তবে আর হবে কবে ?

ভূষ। হ'লে বল্‌বো।

নলি। (স্বগত) এঁকে যিনি বাতুল বলেন তিনি নিজেই বাতুল। সরলতা যেন মুখে বিরাজমান; সত্য প্রতি কথায়, প্রতি ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্চে। এঁকে দেখে যেন কেমন আত্মীয় ব'লে বোধ হ'চ্চে।

রমে। এখন কোথা হতে আসা হ'চ্চে—আর যাবেনই বা কোথা?

ভূষ। আসা যেখান থেকে—যাওয়াও সেইখানে।

রমে। আপ্‌নার বয়স কত?

ভূষ। হাতে ঠিকুজী নাই।

রমে। আন্দাজ?

ভূষ। আন্দাজের ঠিক কি—যত করেন তত হয়।

রমে। লেখাপড়া কিছু করা হয়েছে?

ভূষ। বিশেষ কিছু নয়।—আর তার আবশ্যক?

রমে। আবশ্যক?—বিদ্যা।

ভূষ। বিদ্যার আবশ্যক?

রমে। হিতাহিত জ্ঞান।

ভূষ। যদি না প'ড়ে হয়।

রমে। অসম্ভব।

ভূষ। কিসে?

রমে। মহানুভবদের জীবনচরিত পাঠে হৃদয় উন্নত হয়—জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়; বিজ্ঞান আলোচনায় নৈসর্গিক নিয়মাদি জানা যায় এবং তাহাতে জগদীশ্বরের মহিমা বুঝা যায়; দর্শন আলোচনায় সত্যের উপলব্ধি হয়;—তদ্ভিন্ন এসকল জ্ঞান আর কিছুতেই জন্মে না।

ভূষ। আপ্‌নার চরিতই জানা যায় না—তা অপরের জান্‌বো কিসে? যাঁর নৈসর্গিক নিয়ম তিনি তাহা আলোচনা করুন্‌—আমার আবশ্যক! ঈশ্বরের মহিমায় আমার প্রয়োজন নাই—আমার

প্রয়োজন ভক্তি। সত্য জান্‌বার ফল? যাহা সত্য তাহা সত্য—যাহা মিথ্যা তাহা মিথ্যা; আমার জানায় সত্যও মিথ্যা হবে না—মিথ্যাও সত্য হবে না; আর এমিথ্যা সংসারে সত্যজ্ঞান অসম্ভব।

রমে। আপনি কি এসংসারকে মিথ্যা বলেন!

ভূষ। আমি বলি ব'লে নয়—বাস্তবিকই মিথ্যা—কিছুই কিছু নয়।

রমে। সকলি মিথ্যা তো আহারাদি করেন কেন?

ভূষ। করি মিছামিছি। আমি করি তাও মিথ্যা—আপনি জিজ্ঞাসা করেন তাও মিথ্যা। এ মিথ্যা রাজ্যে সকলি মিথ্যা।

রমে। আচ্ছা—এরাজ্যে যদি সকলি মিথ্যা তো যবনদের এত আধিপত্য কিসের?

ভূষ। মিছের।

রমে। মিছের!

ভূষ। মিছের নয়? কাল আমাদের ছিল—আজ ওদের হয়েছে, আবার পরশ্ব আর এক জাতির হবে।

রমে। তা হলেও, এত অত্যাচার তো আর মিথ্যা নয়!

ভূষ। মিথ্যা বই কি! মনে ক'ল্লেই সত্য।

রমে। মনে না ক'রে আর করি কি?

ভূষ। সহ্য! আপ্‌নার মনে কর্‌বার ফল! যিনি মনে ক'ল্যে সব হয় আর হ'চ্চে, যখন তিনিই না ক'ল্যেন—তখন আপ্‌নার মনে করায় এসে যায় কি? সুতরাং ধৈর্য্য অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

রমে। ওকথা মুখেও আন্‌বেন না! "ধৈর্য্য" গরু গাধার জন্যে স্তোভ-বাক্য, ও মানুষের যোগ্য নয়। বলেন কি! ক্রোধে সর্ব্ব-শরীরে তাড়িত ব'চ্চে, প্রতি ধমনীতে অগ্নিস্রোত চ'ল্‌ছে—মস্তক ঘুর্‌চে; এতে কি চুপ্‌ ক'রে থাকা যায়?

ভূষ। না যায়, দগ্ধ হোন্—দীর্ঘশ্বাস ছাড়ুন—ক'র্‌বেন কি?

রমে। ক'র্‌বো কি!—যবনশোণিতে তর্পণ।

ভূষ। অসম্ভব।

রমে। কিসে?

ভূষ। আপনার একলার সামর্থ্য কি?

রমে। একলা কি না হয়?—যত বড় বড় কার্য্য দেখুন্—সব একের চেষ্টার ফল।

ভূষ। সেটী আদৌ ভ্রম। যিনি একের চেষ্টায় পৃথিবীতে কোন সুমহৎ কার্য্য হয় বলেন্, তিনি বাতুল। একের উত্তেজনায় যারা উত্তেজিত হয় তাদের তাঁহার মত কতকটা মহত্ত্ব থাকে। যারা নাচালে নাচে তারা অন্ততঃ দাঁড়াতেও জানে।

রমে। সেটা হয় কিসে?

ভূষ। সময়গুণে। অবশ্য তারও কারণ আছে; কিন্তু সে কারণ একের চেষ্টা নয়। যখন অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ অবনত হ'য়ে যবনদের পথ ছেড়ে দিয়েছে তখন তাদের গতি সহসা রোধ করা কার সাধ্য? আবার সময় হ'লে সমুদ্রও গোষ্পদস্বরূপ সঙ্কুচিত হ'য়ে অপর জাতির মহত্ত্বের দ্বার খুলে দেবে—তখন আবার এরাও তাদের পদানত হ'য়ে প'ড়্বে।

রমে। আচ্ছা—অসম্ভব হ'লেও চেষ্টার দোষ কি? বেয়েচেয়ে দেখিনা কেন বঙ্গসন্তানেরা নাচালে নাচে কি না?

ভূষ। চেষ্টার দোষ নাই বটে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা দোষ। আর বঙ্গসন্তানদের বেয়েচেয়ে দেখ্বার আবশ্যক নাই—সুদ্ধ চেয়ে দেখ্লেই যথেষ্ট!

রমে। তা না হয়, একলা অন্ততঃ এক জন যবনও তো মাত্তে পার্বো—তাই ভাল—মন্দের ভাল।

ভূষ। একজন যবন মেরে লাভ?

রমে। লাভ—বৈরনির্য্যাতন। ওদেরও ভয় হবে—অত্যাচার ক'ম্বে।

ভূষ। সে শুদ্ধ ঘাটানো বইতো নয়! আর বৃথা ভয় দেখাবার ফল? এটী বেস জান্বেন ভীরু নইলে অত্যাচারী হয় না।

রমে। বলি, আমি তো আর পাথরখানি নই যে সুদ্ধ চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বো।

ভূষ। পাথরখানি হ'লে ছিল ভাল—এত লক্ষ্য থাকাই তো কু!

রমে। আচ্ছা,—তবে এখন কর্ত্তব্য কি?

ভূষ। পরোপকার।

রমে। ওটি আদৌ মিথ্যা—মিথ্যার মিথ্যা। আমি যার ভাল ক'রেছি সেই আমার মন্দ করেছে।

ভূষ। উটি মিথ্যা হ'লেও ওতে সুখ আছে; প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় উপকার করা ব্যবসায়মাত্র, সুতরাং তাতে লাভালাভ দুই হয়। নিঃস্বার্থ উপকার ধর্ম্ম—কর্ত্তব্য কর্ম্ম—তাতে অনির্ব্বচনীয় সুখ আছে।

রমে। সেও মিথ্যা সুখ।

ভূষ। মিথ্যা সুখ মিথ্যা দুঃখ অপেক্ষা ভাল!

রমে। আমার এ প্রতিহিংসাতেও সুখ আছে।

ভূষ। কখন না।—ইহার আদিতে দুঃখ, মধ্যে দুঃখ, অন্তে দুঃখ।

রমে। বলেন কি! এততেও আপনার শরীর উত্তপ্ত হ'লো না!—মনে ধিক্কার জন্মাল না! কি আশ্চর্য্য! আমি ওকথা শুন্‌তে চাইনে—যত দিন আমার শরীরে এক বিন্দু শোণিত সঞ্চালিত হবে—যত দিন এই নাসারন্ধ্রে শ্বাস বহিবে, তত দিন আমি যবনের শত্রু। আমায় শূলে দিক্, জলে ডুবাক্, হস্তীপদে নিক্ষেপ করুক্, তুষানলে দগ্ধ করুক্—আমি তবু যবনের শত্রু। যবনশোণিতে তর্পণ ক'রে মনের দুঃখ নিবারণ না ক'রে আর আমার নিস্তার নাই।

ভূষ। তা পার্‌বেন না।

রমে। কিসে জান্‌লেন?

ভূষ। যেখানে বিস্তর কথার ছটা, সেখানে কার্য্যের স্রোত নাই। মুখ প্রস্ফুটিত হ'লে—হৃদয় সঙ্কুচিত হয়।

রমে। কি বলেন আপনি! সুদ্ধ কথা নয়, এই অদ্য রাত্রেই কতগুলিকে নিঃশেষ ক'রে এসেছি।

ভূষ। বলি, শেষ ফল তো পালানো!

রমে। তা করি কি, আমি হ'লেম একা।

ভূষ। আমিও তো এতক্ষণ তাই বল্‌ছিলেম।

(গাড়ু গাম্‌ছা লইয়া দেবার প্রবেশ।)

রমে। তবে আপনি একটু বসুন্—আমি একবার হাতে পায়ে জল দিয়ে আসি।

[রমেন্দ্র ও দেবার প্রস্থান।

ভূষ। (স্বগত) এ রমণীটী বেস রূপবতী—স্বভাবও অতি ধীর বোধ হ'চ্চে; মুর্ত্তিটী যেন শাঠ্যকাপট্যশূন্য—চক্ষে যেন অন্তরের ছবিখানি লেগে রয়েছে। মনটা হঠাৎ এমন হ'লো কেন? ওঁর রূপে?—না—এমন রূপও তো ঢের দেখেছি; তবে কি ওঁর গুণে? কৈ—তার তো এখন কোন বিশেষ পরিচয়ই পাইনে। এটা কি সহানুভূতি?—না—সে তো এমন নয়। যা হোক্, ও কথায় আর আবশ্যক নাই। (অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা) উহুঁ—একি হ'লো! (চক্ষু মুদিতকরণ) আমি তো ভারি মুর্খ! চক্ষু মুদিত ক'লে কি মন ঢাকা পড়ে। ও মূর্ত্তিটী যেন মনে ব'সে রয়েছে। (গমনোদ্যত।)

নলি। (মৃদুস্বরে) আপনি কোথায় যাচ্চেন!

ভূষ। স্থানান্তরে।

নলি। কোন প্রয়োজন আছে?

ভূষ। পাছে প্রয়োজন হয়।

নলি। পিতার অপেক্ষায় একটু ব'সে গেলে হয় না ভাল?

ভূষ। ভাল হ'লে থাক্‌তেম।

নলি। কোথায় যান্—বোধ হয়, বল্‌বার আপত্তি নাই।

ভূষ। যেখানে গেলে সুস্থির হব।

নলি। এখানে কি আপনার কোন অসুখ হ'চ্চে?

ভূষ। অসুখ বই কি! সুখলিপ্সার নামই অসুখ।

নলি। পিতা এলেন ব'লে—সাক্ষাৎ ক'রে যাওয়া ভাল।

ভূষ। আমি বাহিরে আছি—তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না ক'রে যাচ্চিনে।

[প্রস্থান।

নলি। মনটা এত দুঃখেও আজ উচ্ছ্বাসিত হ'চ্চে। শুনেছি চন্দ্রমা দেখ্‌লে সাগর নাকি আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়; কিন্তু সাগর দেখ্‌লে চন্দ্রমাও কি তেম্‌নি উল্লাসিত হন্?

(নেপথ্যে। ও দেবা! দেবা! শিগ্‌গির একটা আলো নিয়ে আয়—আমায় কি কাম্‌ড়েছে।)

[দীপ লইয়া নলিনীর বেগে প্রস্থান।

(রমেন্দ্র ও দেবার পুনঃ প্রবেশ।)

দেবা। ঐ চাতাল্‌কে মাদুর্‌টায় আলিস রাখন্—মুই তামুক লাসি।

[প্রস্থান।

রমে। না—কথাটা ভাল হ'লো না—একবার ভাল ক'রে দেখা উচিত।

[প্রস্থান।

(ভূষণের পুনঃ প্রবেশ।)

ভূষ। বেস বাতাস দিচ্চে—এই মাদুরে একটু আরাম করি—সারা দিন্‌টে আজ ঘুরেছি; শরীরটে যেন অবসন্ন হয়ে প'ড়েছে। আঃ! কি চমৎকার বাতাস! শরীর স্নিগ্ধ হলো! (শয়ন ও নিদ্রা।)

(উত্তপ্তকাটারি হস্তে দেবার প্রবেশ।)

দেবা। (স্বগত) ই সি নতাডা হবেক্। উঃ! সিদিন্ বামার মারে এম্‌নি চোটায়—বিটী অম্‌নি ধড়ফড়্ করে মলোক্। জানি

কি, বামুণের ছেলে—মোর বাকুলকে—ই কিছু সিদে কথা নয়! (প্রকাশ্যে) দাঠাকুর! দাঠাকুর! ইস্! বিষ বুঝি চড়্‌চেক্! আর না! বুঝি সব্বনাশ হলোক্! এমন লোক আর হবেক নি। যেন দয়াল ঠাকুর! যখনি হুক্কু জানিয়েছি তখ্‌নি হুপ্‌কোর কর্‌ছেন। (ভূষণের পদ দগ্ধ করণ।)

ভূষ। গেলুম—গেলুম—খুন্ ক'ল্যে—খুন্ ক'ল্যে—খুন্ ক'ল্যে—

[বেগে প্রস্থান।

দেবা। (সরোদনে) হায়! কি কল্যেম! হায়! কি হ'লোক্! তেনারে দাগ্‌তে এনারে দাগলেম! ভাল কত্তি গিয়ে কি হ'লোক্। (শিরে করাঘাত) যাই দেখি—কোন্ বিগে গেলন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মহেশপুর—কামারশালা।

(মুরারি ও রাখাল আসীন।)

মুরা। কিহে, তুমি কি সকল রকম গড়নই জান?

রাখা। কি বলেন মুশাই! কামারের ছেলে—না জান্‌লে চ'ল্‌বেক্ ক্যানে?

মুরা। বলি, সূক্ষ্ম কাজও পার কি?

রাখা। আজ্ঞে—শাবল, কোদাল, কুড়ুল,—এতো পারিই; সরু কায বলেন তাও পারি—নিড়েন্, কাস্তে, বঁটী, পেরেক, গুণ-সূচ—

মুরা। আরে তা নয়, বলি, অস্ত্রশস্ত্র গ'ড়্‌তে পার কি?

রাখা। সে আবার কি মুশাই!

মুরা। এই যে—এই রকম (হস্তদ্বারা দর্শান)।

রাখা। ওঃ! তাই বলেন যে হেতের—আমি বলি কি!

মুরা। তাই—হেতের গড়তে পারবে?

রাখা। (মস্তক কণ্ডুয়ন) না মশায়! গরিব মানুষ, তায় কায নাই। এই যতক্ষণ হাত দুটো আছে—ততক্ষণ একমুটো ক'রে খাচ্চি; আবার হেতেরে হাত কাট্‌লে ব'সে খাওয়াবেক্‌ কে?

মুরা। আরে হাত কাট্‌বে কি হে?

রাখা। তা বই কি মশায়! বাঙ্গালীর হাতে হেতের, জানি কি!

মুরা। তোমার ছুরীতে বঁটীতে হাত কাটে না?

রাখা। তা কাটে বই কি।

মুরা। তবে সে সব গড় কেন?

রাখা। পেটের দায়—তায় ওজগার কত!—কায লেগেই আছে।

মুরা। তোমার রোজ কত ক'রে পোষায়?

রাখা। টেনেটুনে গণ্ডা দুই তিন পয়সা হয়।

মুরা। গণ্ডা দুই তিন পয়সা!

রাখা। তবে কি আমার গণ্ডা দুই তিন টাকা হবে!—আমি কি জমীদার!

মুরা। (স্বগত) আহা! এরা কি সন্তুষ্টচিত্ত লোক! পৃথিবীতে এরাই যথার্থ সুখী। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা—আমার একখান ভাল দেখে হেতের প্রস্তুত ক'রে দাও, আমি তোমায় পাঁচ টাকা দেব।

রাখা। তা এ কুড়ালটা চ'ল্‌বেক্‌ নি?—এর এক চোটে একটা পাকা বাঁশ কাটে—আমার হাতের গড়ন জানেনই তো।

মুরা। ভাল আপদ্‌!—আমি কুড়াল নিয়ে কি কর্‌বো?

রাখা। আপ্‌নার দরকারটা কি বলুন্‌ দেখি—আমি শলা ব'লে দেই।

মুরা। আত্মরক্ষা।

রাখা। সে আবার কি?

মুরা। কেউ মাত্তে এলে তার হাত থেকে আপ্‌নাকে বাঁচানো।

রাখা। (স্বগত) ঠিক্! ভদ্দর লোকের ছেলে, কিছু? দৌড়ে পালাতে পার্‌বে না; আমরা হ'লে যা হোক্। (প্রকাশ্যে) মশায়, এক কায করুন্, খুব মোটা দেখে একজন ভোজপুরে রাখুন্।

মুরা। তুমি পার্‌বে কি না বল—মেলা বকাও কেন?

রাখা। দেখুন্ দেখি, এ পুরণো খাঁড়াখানা চল্‌বেক্ নি? সাবেক গড়ন; একটু ময়লা ধরেছে—তা মেজেঘসে দিলেই হবে—এর এক কোপে জোড়া মোষ কাটে।

মুরা। আমার মোষকাটা দরকার নয়,—হাল্‌কা গড়ন চাই।

রাখা। তবে একখান মিছিধারের খুর দেব—বসাইলেই নিকেস।

মুরা। যে নিজের গলায় দেবে সে খুর নিগ্—আমায় পরের হাত থেকে বাঁচ্‌তে হবে।

রাখা। তবে আপনাকে একটা শলা বলে দেই; কেউ মশায়কে মাত্তে এলে অম্‌নি ধাঁ ক'রে ঢ্যালাবনকে গিয়ে প'ড়্‌বেন—তাতে এমন কারো ঘাড়ে রক্ত নাই যে আপ্‌নার সাম্‌নে এগয়?

মুরা। আর ঢ্যালাবন যদি নিকটে না থাকে?

রাখা। হাঁ!—তাও বটে।

মুরা। বলি, তোমরা কি কখন মারামারি করনি হে?

রাখা। সে কি মশায়! আমি আবার ছেলে বেলায় বড় যণ্ডা ছিলেম। দুদণ্ড বাড়ীতে না থাক্‌লে মা দৌড়ে গিয়ে বাবাকে বল্‌তেন "দেখগে তোমার রাখাল বুঝি এতক্ষণ কার সঙ্গে দাঙ্গা কচ্চে।" বাবা অম্‌নি পাগলের মত পাড়ায় পাড়ায় ছুটে বেড়াতেন। এখন কি আর সে দিন আছে যে দাঙ্গা কর্‌বো! তবু নাকি রক্ত মাংসের শরীর, সেই সে বছর ওপাড়ার ছিদের সঙ্গে ঝক্‌ড়া হ'তে সে তেড়ে মাত্তে এসেছিল, আমি বল্যেম তোর কি হাড়ে এতই জোর যে তুই এমন ক'রে খামখা লোককে মাত্তে আসিস্?—আচ্ছা, আয় দিকিন্ দুজনে ঠেলাঠেলি করি, কে কাকে হটাতে পারে

দেখি ? মশায়, বল্‌বো কি, মড়া এক ঘণ্টা কস্তাকস্তি ক’রে কিছুই ক’ত্তে পাল্যে না ; শেষ আমি ঠেল্‌চি, বেটা এম্‌নি খোপিস্‌, অম্‌নি ধাঁ ক’রে ছেড়ে দিয়েছে, আমি তো মুখ থুব্‌ড়ে প’ড়ে গেলেম। বল্যে না পত্যয় যাবেন, মুখ দিয়ে এক সের রক্ত ! বড় নাকি মরদ ছিলুম, তাই বেঁচে গেছুনু। সেই দিন তক্‌ কেষ্টের নাম ক’রে দিন কাটাই, আর হাঙ্গাম হুজ্জুতে নাই, আপ্‌নিও যেমন, কদিনের জন্যেই বা আসা !

মুরা। (স্বগত) উঃ ! এরা কি নিরীহ লোক ! আর নিরীহ না হ’লেই বা বঙ্গবাসীদের এত দুর্দ্দশা কিসের ? ইহকালে শান্তি আর পরকালে নির্ব্বাণ মুক্তি, এতেই আর্য্যজাতিকে খেয়েছে ।

চতুর্থ দৃশ্য।

নবদ্বীপ—জাফারখাঁর বাটীর সন্নিহিত ভগ্নমন্দির।—ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত।

(রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

রমে। যাক্‌ রসাতল ধরা,—যাক্‌ বঙ্গদেশ !
মিটুক্‌ মনের জ্বালা—নিবুক্‌ অনল !
ফাটুক্‌ জীমূতমন্দ্রে শতধা হইয়া
পাষাণ বঙ্গের হিয়া,—শুনি কুতূহলে !
ঘোরতর ভয়ঙ্কর ছাড় হুহুঙ্কার
ভীম প্রভঞ্জন ! ফেল উপাড়িয়া তরু—
ছেঁড় লতাপাতা—গুঁড়া করি পাপ ধরা
দেহ উড়াইয়া, দেখো যেন কোনমতে
না লাগে সে ধূলা তব স্বাধীন শরীরে।
অথবা সিঞ্চিয়া আনি অতল সাগর
ভাসাও এবসুন্ধরা, যেন নাহি থাকে
তিলেক মৃত্তিকা-চিহ্ন এজড় জগতে !

উগার কালাগ্নি-রাশি—পাবক-বিজলী—
করাল অম্বরকুল! দন্ত কড়মড়ি।
যাক্ যাক্ জ্বলে হেন কাপুরুষ-দেশ!
অথবা বান্ধিয়া মুখ কাল অন্ধকারে
ডুবাও এপাপ বিশ্ব, বরষি বারিধি;—
স্তরে স্তরে তৃণপত্র, লতাতরুবর,
গিরিচূড়া পশে যেন অতল সলিলে!
বহ বহ অহরহঃ প্রলয়পবন!
একাল কৌতুক তব বড় ভালবাসি।
নাহি ডরি এবে আমি কাল মেঘমালে,—
বিজলীর চক্‌চকী,—অশনির স্বনে,—
পবনের ঘোরতর ভৈরব আরাবে।
ঝঞ্ঝাবাত—বজ্রনাদ—কি করিবে মোর?
হেলায় হাসিতে পারি প্রলয় সময়ে—
যবে ধরা যাবে নামি অনন্ত আঁধারে—
বাজিবে বিকট হাস্যে অনন্ত উদর।
অমোঘ অজেয় বজ্র তব দেবরাজ!
কোথা সে প্রতাপ তব—কোথা সে অশনি?
কে করিল হততেজ তোমা প্রভঞ্জন?—
কে হরিল বল তব নামের গৌরব?
নতুবা এদগ্ধ দেশ এখন জাগিছে
শশাঙ্কে কলঙ্ক যথা বসুন্ধরা-হৃদে?

(দেবার প্রবেশ।)

দেবা। এই যে ইনি ইথন্‌কে দাঁইড়ে,—মোরা সাত মুলুক্ বুল্‌চি। আহা! মেয়ের নাগি শরীলে আর শরীল লাই। এমন বামুণের ছাওয়াল আর হবেক্ নি। মুশয়! সব ঠিক্, পড়্‌লেই হলোক্; ইথন ঘুমে সবুই কুপাকাৎ।

রমে। (অন্যমনে) শুনেছি সুষুপ্ত সুখে সুখী যেই জন;
অভাগা কাঁদিয়া কাটে কাল নিশাকাল।
কিন্তু এনরক দেশে সুখে নিদ্রা যায়,
কৃতদাস কাপুরুষ অদৃষ্ট ধেয়ায়ে।
নির্ব্বোধ বিহগ যথা মুদি নিজ আঁখি,
ভাবে মনে এড়াইল কৃতান্তের হাত,
অনুসরে তারে যবে পামর কিরাত।

(কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করণ।)

দেবা। (স্বগত) বামুণ ক্ষ্যাপলো দেখ্‌চি! হায়! হায়! মোর কথাকে কাণই দেয় না যে হে? (প্রকাশ্যে) মুশয়! আর দের্ করেন ক্যানে? কায সেরে ই পড়া ত্মাশ থে পালাই চলেন্।

রমে। (অন্যমনে) অয়ি বঙ্গ সুরনারী জননী আমার!
আর যে সহে না মাতঃ! যাতনা জীবনে;
দেখিয়া তোমার দুঃখ ফাটে এপরাণ।
জনম তোমার গর্ভে—আঁকা তব নাম
এপোড়া ললাটে—বল, কেমনে পাসরি
তোমা এসময়! হায় কি কহিব আর!
মরি গো সরমে বঙ্গবাসী ব'লে মাতঃ!
দিতে পরিচয়; কিন্তু মরমে না সহে।
মায়েরে সন্তান, বল, কিসে তেয়াগিবে?
বাঞ্ছি কভু হৃদে মাতঃ! পোড়াইয়া মুখ,
পশি গিয়া ধরাপ্রান্তে হ'য়ে সিন্ধু পার;
বিজাতীয় বেশভূষা করি কুতূহলে,—
বিজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম সোহাগি প্রচুর,—
বিজাতীয় বলে দর্প করি লোকালয়ে।
কিন্তু পুনঃ বাজে বুকে মম সে সময়—
স্মরিলে সে পাপ কথা শোণিত শুকায়।

বাঙ্গালী আমার প্রাণ—বঙ্গ-ভূমি দেশ—
বঙ্গবেশ আকিঞ্চন,—গৌরব আমার।
যদি কৃতদাস মাঝে হই কৃতদাস,
অনাহারে যদি প্রাণ যায় তার তরে,
তবু না ফিরাব মুখ হেরি অসময়
জননী জনমভূমে, নিজ সুখ-আশে।
ভ্রাতৃবৃন্দ মাঝে আমি লৌহের নিগড়
আনন্দে পরিব পায়—আপনা আপনি;
পশিব অরণ্যমধ্যে সিংহব্যাঘ্র সহ,
অথবা ত্যজিব প্রাণ সাগর-সলিলে;
তবু নাহি পাসরিব বঙ্গবাসীজনে;
না করিব রাজ্যপাট বঙ্গদেশ বিনে
নরক যদি গো মাতঃ! থাকে তোমা মাঝে,
তবু স্বর্গ তুচ্ছ করি তোমার লাগিয়ে।
ভুঞ্জুগ স্বর্গের সুখ যার ভাগ্যে আছে,
নরক আমার স্বর্গ জন্মভূমি মাঝে!
কিন্তু যেন নাহি হয় বাসনা হৃদয়ে,
কোকিলে ত্যজিয়া বলি কাকেরে জননী।
কিম্বা যে বায়সকুলে জন্মেছি ভারতে,
থাকিব বায়স নিত্য—বায়সের মাঝে—
বায়সে ময়ূর-পুচ্ছ কভু নাহি সাজে।
এখন বাজিছে তন্ত্র অন্তর ভিতর;
এখন ক্ষরিছে সুধা বঙ্গনামোচ্ছ্বাসে;
এখন ধাইছে স্রোত শরীরে শোণিত,
প্রতি প্রতিঘাতে গায় বঙ্গের সঙ্গীত।
এখন ঘুরিছে মাথা, ঝরিছে নয়ন,
শিথিল শরীর-গ্রন্থি, নিস্পন্দ হৃদয়,

ভাবিয়া তোমার দশা অভাগা জননি!
অকৃতি সন্তান মাতঃ! কি করিব আমি।

দেবা। মুশয়! মোর কথাকে কাণ দেন্ না যে; সব ঠিক হইছ্যা, পড়্লেই হলোক্।

রমে। তোমার কথায় আর কাণ দিতে হবে কেন? সততই যেন আমার কাণে কে বল্‌চে "যদি মনুষ্যত্ব চাও তো যবন নিপাত কর।" উঃ! নলিনি! নলিনি! আর সহ্য হয় না—বুক্ ফেটে যায়; প্রতি মুহূর্ত্তই এক যুগ বোধ হ'চ্চে! জগদীশ! তোমার মনে এই ছিল! শেষ আমার প্রাণের পুত্তলীকেও যবন-হস্তে ন্যস্ত কল্যে! আমাকে কি যবনের অত্যাচারের লক্ষ্য করে পাঠিয়েছ! তা হয় তো বল, এখনি এপাপ পিঞ্জর ভেঙে আপনি নিষ্কৃতি পাই। যবন! তোর দুষ্কর্ম্মের শাস্তি না দিয়ে আর আমার নিষ্কৃতি নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সম্মুখ পথে ভূষণের প্রবেশ।)

ভূষ। উঃ! এমন ঝড়বৃষ্টি তো কস্মিন্‌কালেও দেখিনে! ঝড়ে বড় বড় বৃক্ষ ভূমিশায়ী হয়েছে দেখেছি, জাহ্নবী উথলে উঠেছে; কিন্তু এমন ঝড়বৃষ্টিও কখন দেখিনে, এমন বজ্রধ্বনিও কখন শুনিনে! বোধ হলো যেন প্রলয় উপস্থিত। কিন্তু জগতের কি বিচিত্র গতি! এই আকাশ ভেঙে পড়ে, পৃথিবী রসাতল যায়, আবার সব সুষমাময়—চারিদিক্‌ই হাস্যময়; আকাশে চন্দ্র হাসছেন, নীচে বৃক্ষ, লতা, জাহ্নবী প্রভৃতি সকলি হাস্‌চে। জগদীশ! তোমার লীলা বুঝা ভার! যাক্ এখন যে কাযে যাচ্চি তা সিদ্ধ হলে হয়। সে কাগজটুকু পেয়ে অবধি মন্‌টা বড় উৎকণ্ঠিত আছে। কিন্তু কাযটী বড় দুঃসাহসী; তা পরোপকারে প্রাণ যায় সে ভাল;—এ দগ্ধ প্রাণের আর মূল্য কি? যদি এক জন স্বজাতীয় কামিনীকে এমন বিপদে সহায়তা না কর্‌বো তবে আর মনুষ্য জন্ম কেন?—কিন্তু তার এই সুযোগ!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

নবদ্বীপ—জাহ্নবীতীরোপরি জাকারখাঁর বাটীর এক প্রকোষ্ঠ।

(নীরদার প্রবেশ।)

নীর। এ জীবনটা আমার বিপদের একাধার মাত্র। পূর্ব্ব-জন্মে যে কত পাপ করেছি, তার ঠিক নাই। একদিনের জন্যেও সুখ জান্‌তে পাল্যেম না। যা হোক্ এখন এ পিশাচের হাত থেকে নিস্তার পেলে হয়! এত দিন তো কোন উপায়ই হয় নাই; আজ তবু একটা অবলম্বন পাওয়া গেছে। এ হস্ত যখন একবার নরশোণিতে কলুষিত হয়েছে, তখন আর পরিত্রাণের ভাবনা কি?

(ভূষণের প্রবেশ।)

কে তুমি?—হিন্দু না যবন?—এঁকে চেন চেন কচ্চি যে?—আপ্‌নি এখানে কেমন করে এলেন?

ভূষ। খড়া বেয়ে। তুমি এলে কি করে?

নীর। ধরা পড়ে। আপ্‌নাকে কেউ দেখেনি তো?

ভূষ। হাঁ, এক জন মাত্র দেখেছে।

নীর। কে?

ভূষ। তুমি।

নীর। তবেই তো সর্ব্বনাশ!

ভূষ। যার আছে তার সর্ব্বনাশ—আমার কি? এখন তোমার নিষ্কৃতির উপায়?

নীর। আপ্‌নি।

ভূষ। তবেই হয়েছে!—জগদীশ্বর।—তোমার সাহস আছে?

নীর। স্ত্রীলোক—সাহস কোথা পাব?

ভূষ। এখন বাজে কথায় কায নাই; শীঘ্র উঠে এস।

নীর। কোথায়?

ভূষ। ছাদে।

নীর। যাবার যো নাই,—চারি দিক্ বন্ধ।

ভূষ। খোলা পথে সাহসের আবশ্যক?

নীর। বদ্ধপথ কি সাহসে খোলে?

ভূষ। হাঁ—খোলে। প্রাচীর বেয়ে উঠ্‌তে পার্‌বে না?

নীর। অবলায় কি তা পারে?

ভূষ। ধর্ম্মের জন্যে আর এইটী পার্‌বে না?—তবে মর।

নীর। মরা অভ্যাস নাই।

ভূষ। তবে উপায়?

নীর। উপায় বলুন্;—পূর্ব্বে একবার পরিত্রাণ ক'রেছেন, এবারও বেয়েচেয়ে দেখুন্।

ভূষ। আমি নয় তোমায় ছাদে তুলেই দিলাম; কিন্তু নাবাবে কে? আচ্ছা,—জলে ঝাঁপ দিতে পার্‌বে তো?

নীর। ও বাবা! ঝাঁপ দেব কি ক'রে?—ডুবে মর্‌বো যে!

ভূষ। বল তো, আমি নয় তোমায় নিয়ে জলে ঝাঁপও দিতে পারি; (পদ দর্শাইয়া) কিন্তু আমার পায়ে যে ঘা, সাঁত্‌রে না যেতে পারি তো দুজনেই মারা যাব; তা এতে সাহস পাও—এস, আমি প্রস্তুত আছি।

নীর। এতে এক বিন্দুও সাহস হয় না।

ভূষ। এতেও হয় না?

নীর। আপ্‌নি পারেন তো নয় আমায় এই গঙ্গাটাই পার ক'রে দেবেন; কিন্তু যদি না পারেন, তবে তো আমি ব্রহ্মহত্যার পাতকী হব—তখন আমার ভব-পারের উপায় কি হবে?

ভূষ। আমি ইচ্ছা ক'রে যাচ্চি, তায় তোমার পাপ কিসের?

নীর। সেই তো পাপের গোড়া। যে কাপুরুষ স্বজাতীয় কামিনীর ধর্ম্মের জন্য নিজ প্রাণদানে কাতর, আমি বরং তাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ ক'রে জলে ঝাঁপ দিতে পারি এবং সামর্থ্য থাক্‌লে

তাকে ডুবিয়েও মার্‌তে পারি; কিন্তু এমন লোককে কখনও প্রাণ থাক্‌তে এদুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে দিতে পারিনে।

ভূষ। তুমি কি সাঁতার জান না?

নীর। হাঁ—জানি।

ভূষ। তবে আর ভয় কিসের?

নীর। আমি জলে সাঁতার দিতে পারিনে, যবনের রক্তে পারি।

ভূষ। (সবিস্ময়ে) যবনের রক্তে!

নীর। দেখুন্, স্ত্রীলোকের মন অতি কোমল, অতি পবিত্র, স্বর্গতুল্য পবিত্র। কিন্তু সেই মনে ক্রোধাদি প্রবেশ ক'ল্যে নরক অপেক্ষা ভয়ঙ্কর হ'য়ে ওঠে। আমারও এখন তাই হয়েছে,—আমি প্রকৃত রাক্ষসী হ'য়ে ব'সে আছি। লোকের মুখে সমরানলের ভয়ানক কথা শুনেছেন, কবি-কল্পিত রক্তোচ্ছ্বাস কাব্যে দেখেছেন; কিন্তু সে সকল এখন আমার মনের মত ভয়ঙ্কর নয়।

ভূষ। তোমার যদি এতই বিক্রম তো পত্র লিখে ইঁটে গুটিয়ে ফেল্‌বার আবশ্যক কি ছিল?

নীর। যদি কেউ কুড়িয়ে পেয়ে আমার মুক্তির চেষ্টা করেন।

ভূষ। তোমার মুক্তি যখন তোমার হাতে, তখন পরের প্রত্যাশা কেন?

নীর। তখন হাতে ছিল না।

ভূষ। তখন ছিল না তো এখনই বা হ'লো কিসে?

নীর। উৎকোচে! যবনেরা উৎকোচটী যে বিলক্ষণ বোঝে তাতো আপ্‌নি জানেন। যে মায়ামন্ত্রে যবনভৃত্যদের বশীভূত ক'রে আপ্‌নি আমায় একবার মুক্ত ক'রেছিলেন এবং যাতে পাপিষ্ঠেরা অনায়াসে রব তুলে দিলে যে, "ছুঁড়ী জাদু জান্‌তো, লোকের চোকে ধুলো দিয়ে পাল্কী থেকে পালিয়ে গেছে," আমিও আজ সেই মায়ামন্ত্রে পরিচারিকাকে মুগ্ধ ক'রে মুক্তির সুযোগ ক'রেছি।

ভূষ। কি সুযোগ ক'রেছ?

নীর। (শয্যার নীচে হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া দর্শান।)

ভূষ। (স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান।)

নীর। দেখুন্, আপ্‌নি এই খাটের নীচে যান্, বোধ হয় দুরাত্মা যবন আস্‌চে; ঐ তার কণ্ঠশব্দ পাচ্চি। (ভূষণের তথাকরণ।)

(জাফার খাঁর প্রবেশ।)

জাফা। সুন্দরি, আর কেন?—আজতো আমায় উত্তর দেবার কথা আছে। অদ্যাবধি এ সমস্ত ঐশ্বর্য্যই তোমার; আমি তোমার ক্রীতদাস হ'য়ে চরণসেবা ক'র্‌বো; যখন যা হুকুম ক'র্‌বে তখনই তাই ক'র্‌বো; কথায় কথায় লোকের মাথা কেটে এনে দেব।

নীর। যবন! তোর কি হৃদয়ে দয়ামায়া নাই যে, তুই অবলা-গণের নিকট এরূপ মর্ম্মান্তিক কথার উত্তর চাস্? পৃথিবীতে কি মৃত্যু নাই—স্বর্গে কি বজ্র নাই—নরকে কি অনল নাই—জগদীশ্বরের কি বিচার নাই যে, তুই এখনও জীবিত আছিস্? স্বভাবের রম্য উদ্যানে প্রবেশ ক'রে অকাতরে কোমল-হৃদয় কুসুমসমূহ নষ্ট কর্‌বার জন্যে কি তোর জীবন!—লোকের চক্ষের জলে ক্রীড়া করা কি তোর ধর্ম্ম?—পরহৃদয় বিদারণ ক'রে হাস্য করা কি তোর কৌতুক? একবার ভেবে দেখ্ দেখি তোর কি দুর্গতি হবে? যদি ভাল চাস্—নিরস্ত হ, নচেৎ সতীত্বের জন্য হিন্দুকামিনীতে না পারে এমন কার্য্য নাই; তখন দেখ্‌বি যে এই নিরাশ্রয় নিরস্ত্র অবলার নখদন্ত থাকতে আর তোর নিস্তার নাই; এই "নখরুচি-চন্দ্র" তখন বাঘিনীর নখ অপেক্ষা শতগুণে তীক্ষ্ণ হবে; ভাল চাস্—প্রস্থান কর্।

জাফা। সুন্দরি, তুমি আমায় বৃথা গঞ্জনা দিচ্চ; আমার কিছুই অপরাধ নাই; দুষ্‌তে হয় তো তোমার রূপকে দোষ, আর যিনি তোমায় এমন রূপলাবণ্যে ডুবিয়েছেন, তাঁকে দোষ; আমার অপরাধ কি? প্রিয়ে! তুমি যতই রোদন কর, যতই ভৎর্সনা কর,

যতই উপদেশ দাও, জাফার খাঁ কিছুতেই নিরস্ত হবার লোক নন্। এখন যম যদি সম্মুখে এসে আমায় নরককুণ্ডে নিক্ষেপ ক'ত্তে যায়, তাতেও আমি তোমার আশ্রয় পরিত্যাগ ক'ত্তে পারিনে।

(নেপথ্যে। মার্! মার্! কাট্! কাট্! এই দোর্টা ভাঙ! ঐ বেটা পালায়! মার্! মার্! পালা! পালা!)

দেখ, আমার ইচ্ছা নয় যে তোমার প্রতি বল প্রকাশ করি; কিন্তু সেটী ভেবে তোমারও কর্ম্ম করা উচিত। ও কি!—এত গোল কিসের? তুমি ইতিমধ্যে প্রস্তুত হও, আমি একবার শীঘ্র দেখে আসি।

[বেগে প্রস্থান।

নীর। (দ্বাররুদ্ধ করিয়া কল্পিত আত্মহত্যায় উদ্যত।)

ভূষ। (পর্য্যঙ্কতল হইতে নির্গত হইয়া) হাঁ! হাঁ! কর কি! কর কি!

নীর। আপ্‌নি আমায় নিষেধ ক'চ্চেন কেন?

ভূষ। আমি তোমায় ভালবাসি।

নীর। আপ্‌নি আমায় ভালবাসেন কেন?

ভূষ। আমি তোমায় ভালবাসিনে, তোমার গুণগুলিকে ভালবাসি; আমার এ ভালবাসা ভালবাসার ভালবাসা নয়, এ ভালোর ভালবাসা।

নীর। আপ্‌নি কখন কাহাকে ভালবেসেছেন?

ভূষ। না,—সে প্রকৃত ভালবাসা নয়। তবে দুটী নক্ষত্র ঘটনা বশতঃ নিকটবর্ত্তী হ'লে যেমন ক্ষণকাল তাদের পরস্পর আকর্ষণ হ'তে থাকে, পরে আবার নৈসর্গিক নিয়ম অনুসারে ক্রমে পৃথক হ'য়ে যায়, আমাদেরও ঠিক্ তাই হয়েছিল।

নীর। আপ্‌নি কখন কাকে ভালবাসেনওনি, ভালবাসা জানেনও না!

ভূষ। কেন?

নীর। তা হ'লে আর আমায় ম'র্‌তে নিষেধ করেন্। বরং

পারেন তো আমায় এখন মেরে ফেলুন, তায় আমার ইহকাল পরকাল দুই বজায় থাক্‌বে। আমায় এতে নিষেধ কর্‌বেন না।

ভূষ। আত্মহত্যা মহাপাপ।

নীর। ধর্ম্ম বড়, না প্রাণ বড়?—ধর্ম্মের জন্যে আত্মহত্যায় পাপ কি? আচ্ছা, আপ্‌নার সে নক্ষত্রটী কে?

ভূষ। তা জানিনে, তাঁকে চিনিনে; দেখেছি,—দেখ্‌লে চিন্‌তে পারি।

নীর। দেখেছেন কোথায়?

ভূষ। গোবিন্দপুরে—এক চাষার বাড়ী।

নীর। দেখ্‌তে কেমন?

ভূষ। তোমার মতন।

নীর। তাঁর মন্‌টা বুঝ্‌লেন কিরূপ?

ভূষ। মন কি কারও বুঝা যায়?

নীর। যখন আকাশের মূর্ত্তি দেখে ঝড়বৃষ্টি জানা যায়, তখন মানুষের মুখ দেখে আর অন্তরের ভাব জানা যায় না?

ভূষ। অসভ্য অবস্থায় যেতো, এখন যায় না। অসভ্য লোকের মুখ অন্তরের সূচিপত্রস্বরূপ; সভ্য লোকের মুখ ও অন্তরে বিস্তর প্রভেদ। সভ্যতার দ্বিতীয় নাম ছদ্মবেশ।

নীর। তবে তো অসভ্য অবস্থা ভাল?

ভূষ। কোন বিষয়ে ভাল, কোন বিষয়ে মন্দ।

(মার্ মার্ শব্দে দ্বার ভাঙ্গিয়া রমেন্দ্র, দেবা, সিদুরাম ও কয়েকজন অস্ত্রধারীর প্রবেশ।)

রমে। (সবিস্ময়ে) তোমরা এখানে যে?

নীর। নমস্কার। নলিনী আছেন ভাল?

রমে। তা হ'লে আর আমার এই দশা। যা হোক্, তবু আজ আশার অর্দ্ধেক ফল লাভ হ'লো, তোমায় পাওয়া গেল।

নীর। নলিনীর কি হয়েছে ?

রমে। তোমার যা হয়েছিল ; কিন্তু তোমার যা হ'লো তা তার অদৃষ্টে আছে কি না, বল্‌তে পারিনে। (অশ্রু বিসর্জ্জন।) নীরদে, তুমি কে, এখনও আমায় পরিচয় দিলে না ?

নীর। এখন দেবার সময় হয়েছে, দিলেই হয়। আমার জন্মস্থান নবদ্বীপ। পিতার নাম তারাপ্রসন্ন বাচস্পতি, নাম বোধ হয় শুনে থাক্‌বেন—

রমে। আর তোমার পরিচয়ের আবশ্যক নাই ; আমি তোমার স্বামীর মুখেই সব শুনেছি। এখন তিনি কোথায় ?

নীর। তাঁর তো এখনও কোন উদ্দেশ পাই নাই। তিনি আমায় সঙ্গে ক'রে আপ্‌নাদের বাড়ী যাবেন উদ্যোগ কচ্চেন, এমন সময় শুন্‌লেন তাঁর নামে পরওয়ানা বেরিয়েছে ; সেই অবধি যে কোথায় গেলেন, অদ্যাবধি তার কোন সন্ধানই হ'লো না।

রমে। আচ্ছা—তুমি আমাদের বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাও ?

নীর। নিকটেই ছিলেম ; প্রত্যহ আপ্‌নাদের তত্ত্ব নিতেম। মধ্যে এক দিন আপ্‌নার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, বোধ হয়, আপ্‌নি জান্‌তে পারেন নাই।

রমে। তোমায় আমি জান্‌তে পারিনে !

নীর। আজ্ঞে—সে রাত্রে যে ছদ্মবেশিনী—

রমে। তুমি রণচামুণ্ডা ! নারীকুলে তুমি ধন্য ! তুমি শাপে নারীজন্ম পরিগ্রহ করেছ। তোমার ধার আর আমি শুধ্‌তে পার্‌বো না।

নীর। আপনি ওকথা আর মুখে আন্‌বেন না।

রমে। তার পর এখানে এলে কি ক'রে ?

নীর। সেই রাত্রে প্রত্যাগমনকালে যবন-সৈন্যের সম্মুখে পড়ি। যেমন আসন্নকালে লোকে কালসাপিনী ধ'রে ঘরে আনে, এরাও ঠিক্ তাই ক'রেছিল। এখন পাপিষ্ঠ যমালয় গেছেতো ?

রমে। যমালয়ে যেতে যেতে পালিয়েছে। সকলেই প্রায় গেছে; সে বেটা এই জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেঁচেগেছে।

নীর। তবে এখনও সুস্থির হ'তে পালোম না। তার পর আপ্নি সে রাত্রে কোথায় গেলেন ?

রমে। আমি সেই রাত্রেই এদের বাড়ী প্রস্থান করি (দেবাকে দর্শান); অদৃষ্ট ও যবন সেখান পর্য্যন্তও সঙ্গ ছাড়েনি। কার্য্যবশতঃ ক্ষণকালের জন্য স্থানান্তরে যাই—এসে দেখি—না, সব ভস্মসাৎ; দেবা ও সিদু আহত হ'য়ে ভূমে প'ড়ে আছে; নলিনী যবন হস্তে পতিত হয়েছে। সেই অবধি এই বেশ—আর এই কায। যেখানে সন্দেহ হ'চ্চে নলিনী আছে, সেইখানেই প্রবেশ ক'চ্চি। আমি এদেরি সাহায্যে এতদূর কৃতকার্য্য হয়েছি। বিপদে প'ড়ে এবার সকলকেই জানা গেল! এরাই যথার্থ পৃথিবীর অলঙ্কার, স্বাধীনতার আদর্শ, কৃতজ্ঞতার মূর্ত্তি; তবে এরা নিতান্ত সরল এবং সরলতার দোষই এই যে তাতে সচরাচর লোকে মহত্বের মূর্ত্তি দেখ্‌তে পায় না।

নীর। মহাশয়! (ভূষণকে লক্ষ্য করিয়া) এই যে ব্যক্তিকে দেখ্‌ছেন, এঁরাই যথার্থ জীবিত দেবতা। লোকের উচিত, প্রস্তরাদি দূর ক'রে এঁদেরই পূজা করা।

রমে। আমি ওঁকে বিলক্ষণ জানি, পরিচয় অনাবশ্যক।

নীর। আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন ?

রমে। সে রাত্রে ওঁর সঙ্গে গোবিন্দপুরেই আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

নীর। (ভূষণের প্রতি জনান্তিকে) এইবার তো আপ্‌নার নক্ষত্রটী জেনেছি ?

ভূষ। তুমি যে জ্যোতির্ব্বিদ্।

রমে। আর এখানে বিলম্বের আবশ্যক নাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নবদ্বীপ—ধর্ম্মাধিকরণ।

(কাজী, মোল্লা, কারাধ্যক্ষ, ভূষণ, প্রহরীগণ ও দর্শকবৃন্দ যথাস্থানে উপস্থিত।)

কাজী। (কারাধ্যক্ষের প্রতি) কৈ, আসামীকে হাজির কর।

কারা। হজুর, আসামীকে বন্দা অনেকক্ষণ হাজির করেছে।

কাজী। (মোল্লার প্রতি) ওকে হলফ্ দাও।

মোল্লা। (ভূষণের প্রতি) এই—বল্, খোদা হাজীর ও নাজীর আস্ত্—

ভূষ। মশাই, আমি হিন্দু।

মোল্লা। (জনান্তিকে) মর্ বেটা পাজী! ডাকাতি কর্‌বেন্, আবার হিঁদু!

ভূষ। আমি আবার ডাকাতি কল্যেম কবে?

মোল্লা। আমি তোর সঙ্গে অত ব'কৃতে পার্‌বো না; এখন যা বলি তা বল, খোদা হাজীর ও নাজীর আস্ত্—

ভূষ। মহাশয়! এতে তো আমার ভয় হবে না, চাই কি আমি এ ব'লেও মিথ্যা বল্‌তে পারি।

মোল্লা। মর্ বেটা পাজী! হলফ্ কর্‌বি, কি না, তা বল? বেটা যেন নওসেরঁওয়া এসেছেন! মিথ্যা ব'ল্‌তে পারেন! এই, জহন্নমে যাস্ এই!

ভূষ। তা আমায় আর কিছু বলুন্ না, ওযে বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

মোল্লা। তুই তো ভারি বদ্‌মাএস্, দেখ্‌চি। হ্যাঁরে! হলফের আবার বোঝা বুঝি কি রে? তোকে এখন যা বলি তা বল।

ভূষ। আচ্ছা—মহাশয়! বুঝা বুঝি নাই তো করান কেন?

মোল্লা। করান কেন—তা তোকে বল্‌বে কি? হাকীমের হুকুম; এখন বল্‌বি, কি না, তা বল?

ভূষ। আচ্ছা—মহাশয়! তাই যা হয় করুন্।

মোল্লা। দেখ্ দেখি, নিজে তো মর্‌বি—আবার পাঁচজনকে মিছে জ্বালাতন করিস্ কেন? এতক্ষণ হয়ে যেত; তুইও নিস্তার পেতিস্—ফাঁসী হয়, শূল হয়, যা হয় একটা হ'য়ে যেত; আমাদেরও এত বক্‌তে হ'তো না। বল্, খোদা হাজীর ও নাজীর আস্ত্—

ভূষ। আচ্ছা—মহাশয়! তাই।

মোল্লা। আরেঃ!—এবেটা তো ভারি জ্বালাতন ক'ল্যে হে! তাই কিরে—তাই কি? বল্, খোদা হাজীর ও নাজীর আস্ত্—

ভূষ। খো—দাদাজী নাজী আস্তো—

মোল্লা। হর্‌চে মীগোয়েম্ রাস্ত্ আস্ত্, দরোগ্ নীস্ত্।

ভূষ। হর তুমি গোয়েন্দার মস্ত—দারোগা নস্ত।

মোল্লা। তবে না তুই ডাকাত নোস্? তোর মুখ দিয়ে যার খোদার নাম বেরলো না; তুই বেটা নিশ্চয়ই ডাকাত। যা হয়েছে— আর বল্‌তে হবে না—যা!

ভূষ। আচ্ছা—মহাশয়! রাগ কর্‌বেন না, এত যে পাখী পড়ান ক'ল্যেন—এর ফল কি?

মোল্লা। তুই যে আজ দিক্ ক'রে মাল্যি রে! বাবু তোর মতন কত হিঁদু এল—গেল; আজ ছমাসে না হয় তো আমি ছশো হিঁদুর ফাঁসী দেখেছি, কৈ তোর মতন বেহায়া তো কখনও দেখিনে। এর মানে কি শুন্‌বি তুই যখন আদালতে এসেছিস্ তখন তো ষোল আনাই মিথ্যা বল্‌বি জানা আছে; তার পর খোদার নাম না নিলে সে পাপ কাট্‌বি কিসে? বিশেষ আমাদের নাকি পবিত্র মুসলমানকুলে জন্ম, আমরা তোদের হিঁদুর পরকাল ভেবেই মারা

গেলাম। তাই ফাঁসীর পর তোর পরকালের ভালর জন্যেই আমার এত পরিশ্রম।

ভূষ। মহাশয়! আমার কি বিনা দোষে ফাঁসী হবে—বিচার হবে না?

মোল্লা। আরে! তুই তো বড় ছেলেমানুষ দেখ্‌চি—বিচার না হয়ে কি আর তোকে ধ'রে এনেছে? সে দিন্ যার তোর জন্যে নূতন ফাঁসীকাঠ ফরমাস্ হয়েগেছে।

ভূষ। মহাশয়! এখন তবে আপ্‌নার হয়েছে, আর কোন দিব্য ক'ত্তে হবে না?

মোল্লা। চুপ্! চুপ্! একি তোর হিঁদুর ঠাকুরবাড়ী পেলি নাকি যে দিব্যি দিব্যি কচ্ছিস্! এখানে হলফ্ বল্, নইলে ভারি সাজা হবে। যদি বলিস্ ফাঁসীর চেয়ে আর সাজা কি হবে?—তা মোরা খোদার কৃপায় যে বুদ্ধি ধরি কত নূতন সাজা বানাতে পারি যে তোদের হিঁদুতে তা স্বপ্নেও জানে না?

কাজী। তোমার যে আর হলফ্ দেওয়া হয় না দেখ্‌চি!

মোল্লা। হুজুর, সব ঠিক্; এখন ফাঁসী দিলেই হয়।

কাজী। (ভূষণের প্রতি) তোমার নাম কি?

ভূষ। আজ্ঞে—আমার নাম ভূষণ।

কাজী। তুমি কি জাত?

ভূষ। ব্রাহ্মণ।

কাজী। তোমার বাড়ী?

ভূষ। নবদ্বীপ।

কাজী। তুমি কোথায় কাযকর্ম্ম কর?

ভূষ। আজ্ঞে—কাযকর্ম্ম কোথাও করিনে।

কাজী। তবে তোমার কোন বিষয়কর্ম্ম নাই?

ভূষ। আজ্ঞে—বিষয়কর্ম্ম আছে বইকি।

কাজী। (লিপিবদ্ধ করণ) তোমার তবে কোন্ কথাটী ঠিক্?

ভূষ। আজ্ঞে—আমি "বিষয়কর্ম্ম নাই" বলিনে, "কোথাও কাযকর্ম্ম করিনে" অর্থাৎ, চাকরী করিনে, বল্যেম।

কাজী। আইন্‌মতে এদুয়ের একই অর্থ। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর চাক্‌রী ভিন্ন আর বিষয়কর্ম্ম কি আছে? এক্ষণে তুমি স্বহস্তে বিশজন, অর্থাৎ, এককুড়ী—অর্থাৎ, পনের জন ও পাঁচজন পবিত্র মুস্‌লমান দেহে অস্ত্রাঘাত করত তাহাদের প্রাণ নাশ করিয়াছ; বিচারমন্দির তোমার প্রতি নরহত্যার—অর্থাৎ, মানুষ মারার—অর্থাৎ, খুন্ করার অভিযোগ করিতেছে; তুমি দোষী, কি না?

ভূষ। ধর্ম্মাবতার—আমি তার কিছুই জানিনে।

কাজী। জাননাতো তোমার পায়ে দাগ্ কিসের?

ভূষ। ও পোড়ার দাগ্।

কাজী। তুমি বাজে কথা কও কেন? আমি কিছু কাটা পোড়ার বিচার কত্তে বসিনে। আমি ডাকাতির মাম্‌লায় বসেছি—তুমি তারই উত্তর দাও।

ভূষ। আমি তো ডাকাতি করিনে, হজুর!

কাজী। (কারাধ্যক্ষের প্রতি) সাক্ষী ডাক।

কারা। ম—দ—ৎ—উল্লা—সাক্ষী—হাজীর! (এক জন প্রহরী কর্ত্তৃক সাক্ষীর ঘাড় ধরিয়া শূন্যে লইয়া যাওন।)

সাক্ষী। ওরে! বাবা রে! গেলুম রে! ওরে! আমি সাক্ষীরে—ওরে! আমি ডাকাত নই রে!

(কাজীর সম্মুখে গলবস্ত্রে সাক্ষীর প্রবেশ।)

কাজী। তুমি কি একে ডাকাতি কত্তে দেখেছ?

সাক্ষী। আজ্ঞা হাঁ।

কাজী। ঐ কি একলাই সবাইকে খুন্ করেছিল?

সাক্ষী। ওর যে বল হজুর, তা আর কি ব'ল্‌বো! ও একলাই সবাইকে কাটে। তখন ওর হাঁক্‌ই বা কি!—যেন সের হাঁক্‌রাচ্চে! আর তিনতলা সমান এক একটা লাফ্ মার্‌চে। খোদাবক্স্ নাকি

ভারি মরদ, তাই গুটিমেরে গিয়ে ওর পায়ে চোট মেরে পালিয়েছিল। নইলে ওর সাম্‌নে কার্ সাধ্য এগোয় ?

কাজী। (ভূষণের প্রতি) তোমার কিছু একে সওয়াল্ আছে ?

ভূষ। (সাক্ষীর প্রতি) আচ্ছা, আমি কি একলা ছিলেম—না, আমার সঙ্গে আর কেউ ছিল ?

সাক্ষী। বিশ পঁচিশ জন ছিল—তা কি আর আমি দেখিনে ?

ভূষ। তখন কি আমার এই বেশ ছিল ?

সাক্ষী। এমন ভালমানুষের বেশে কি আর ডাকাতি হয় ? তখন তোমার মালসাট্ মারা, হাতে মুখে কালি মাখা।

ভূষ। তবে এখন আমায় তুমি চিন্‌লে কি করে ?

সাক্ষী। বেস! কালি মাখ্‌লে আর বুঝি মানুষ চেনা যায় না ?

ভূষ। আমি একলা কজনকে মারি ?

সাক্ষী। কজনকে!—সবাইকে।

ভূষ। আমি একলাই সবাইকে মাল্যেম তো অন্য সকলে কি সুদ্ধ সাক্ষ্য দেবে ব'লে দাঁড়িয়েছিল ?

সাক্ষী। আমার অত খবরের আবশ্যক ?

ভূষ। আমার হাতে কি মশাল ছিল ?

সাক্ষী। সুদ্ধ হাতে, দুহাতে দুটো, দুবগলে দুটো।

ভূষ। আমি কি তবে দাঁতে ক'রে অস্ত্র ধরেছিলেম ?

সাক্ষী। তুমি কি করেছিলে, তা তুমিই জান।

[প্রস্থান।

কাজী। দেখ, তুমি যে যথার্থ ডাকাত তার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। (পত্র দর্শন) তোমার যখন কোন বিষয়কর্ম্ম নাই, তখন তুমি অবশ্য ডাকাতি কর। তুমি এই পবিত্র বিচারমন্দিরের মতে যথার্থ ডাকাত। বাদী জাফার খাঁ এক জন অতি সম্ভ্রান্ত লোক; তিনি ইচ্ছায় লোকের মাথা কাট্‌তে পারেন। যদিও তিনি তোমায় দেখেন নি তথাপি সাক্ষী দ্বারায় সম্পূর্ণ প্রমাণ হতেছে, যে

তুমিই ডাকাত। আর তোমার পায়ে অস্ত্রের দাগ্ অবধি রয়েছে। যদিও তুমি ব'ল্‌চ যে ও পোড়ার দাগ্—তা সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে, যেহেতু তুমি কাফের। তোমার হাতে ও বগলে মসাল থাকায় হত্যার ব্যাঘাত হয় বটে; কিন্তু তাই ঈশ্বরেচ্ছায় সে রাত্রে জাফার খাঁ প্রাণে বেঁচে গেছেন; নইলে তিনিও মারা যেতেন। আর মশালে হত্যার ব্যাঘাতই বা হবে কিসে? মশাল তো তুমি কোথাও রাখ্‌লে রাখ্‌তে পাত্তে; এমন নয় যে জাফার খাঁর বাটীতে মশাল রাখ্‌বার স্থান ছিল না। আর আমাদের আইন অনুসারে কাফেরের সম্যক্ ধ্বংস করা উচিত। অতএব তোমার প্রতি বিচার-মন্দিরের হুকুম হইতেছে যে, আগামী জুম্মা দিন হাটের মধ্যে তোমাকে শূলে দেওয়া যাইবে।

ভূষ। ধর্ম্মাবতার আমি কিছুই জানিনে।

কারা। চুপ্—চুপ্—দিক্ মৎ করো।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নবদ্বীপ—কারাগার।

(ভূষণ আসীন।)

ভূষ। "মুর্‌গীর বিচার মোল্লার হাতে!" আমারও ঠিক্ তাই হ'লো। উঃ! কি ভয়ানক স্থান! ইহাপেক্ষা ভয়ঙ্কর আর কি কল্পনা করা যেতে পারে? চারিদিকে সমুচ্চ প্রাচীর—বোধ হয় পৃথিবী হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক; লোকালয়ের শব্দটী মাত্রও পাবার যো নাই। অনন্ত নিস্তব্ধতা বিরাজমান! মধ্যে মধ্যে কেবল মারুতের বিকট ক্রন্দন শুনা যায়। দিবাকরের সমুজ্জ্বল মুর্ত্তি আর দেখ্‌বার যো নাই। অনন্ত অন্ধকার! প্রাণভয়ে কাকচিলও এ উচ্চ প্রাচীরে বসে না। যদি এদের বাক্‌শক্তি থাকৃতো তা হ'লে আজ কত ভয়ানক আখ্যায়িকাই শুন্‌তে পেতেম। যমালয় বোধ হয় ইহাপেক্ষা

ভয়ঙ্কর নহে! চক্ষু চাহিলে ভয়ে সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হয়; চক্ষু মুদিলে কে যেন বিকটবদনে গ্রাস ক'ত্তে আসে। হায়! আমার অদৃষ্টে কি শেষ এই ছিল! সৎকর্ম্ম কি শেষ শূলে পরিণত হ'লো! সদাচারের কি এই পরিণাম! সত্যব্রতের কি এই চরম ফল! না,— আমি বৃথা ধর্ম্মের নিন্দা ক'চ্চি। সকলি ঈশ্বরেচ্ছা। শুনেছি ধার্ম্মিক লোকদের মৃত্যুকে ভয় হয় না; কিন্তু আমার আজ বড় ভয় হ'চ্চে; শরীর অসাড় হ'য়ে প'ড়েছে; প্রাণের ভিতর যে কেমন ক'চ্চে, তা বলা যায় না। মৃত্যু বোধ হয় মৃত্যু-ভয় অপেক্ষা ভয়ঙ্কর নয়। দুঃখও হয়, হাসিও পায়। এ অবস্থাতেও পোড়া মনের বাসনা গেল না! একটী সাধ হ'চ্চে—নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ। না— তার সঙ্গে আমার কি?—তবু যেন তাকে কেমন দেখ্‌তে ইচ্ছা হচ্চে; সেই প্রেমময়ী মূর্ত্তি—সেই নিরবকাশসৌন্দর্য্য-জ্যোতিঃ— সেই সরল স্বাভাবিক দৃষ্টি—এখন সততই হৃদয়ে জাগ্‌চে। তারই বা এখন কি দশা—জগদীশ্বরই জানেন! (অশ্রু বিসর্জ্জন) দুরাশা আর কেন! যাবার সময় আর দগ্ধাবার আবশ্যক! এত দিন কিন্তু মনে এভাব এত প্রবল হয়নি; আজ শেষ দিন ব'লে আশা-কুহকিনী বুঝি সকল খেলা খেলে নিচ্চে!

(দীপহস্তে নীরদার প্রবেশ।)

কেও?—তুমি দেবী না মানবী? দেবী হও, নমস্কার করি, মানবী হও তাতেও তোমায় নমস্কার করি।

নীর। আজ আপ্‌নি দেবী ও মানবী উভয়েরই নমস্য।

ভূষ। (একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে) দেবীতে ও মানবীতে প্রভেদ আছে ব'লে আজ আমার মনে সংশয় হ'চ্চে। এ নরকে সহসা দেবীর আগমন হ'লো কেন?

নীর। পাপী উদ্ধারার্থে।

ভূষ। কতগুলি উদ্ধার হ'লো?

নীর। দশ জন, সম্পূর্ণ নয়—হরিশ্চন্দ্রের মত অর্দ্ধেক স্বর্গলাভ।

ভূষ। চৈতন্যরূপিণি! আমায় চৈতন্য দাও; অত বুদ্ধি ঘটে নাই।

নীর। সকলেই অচৈতন্য—চৈতন্য দেব কাকে?

ভূষ। অচৈতন্য—কি তোমায় দেখে?

নীর। প্রথম দেখে, পরে বিষে।

ভূষ। নয়ন-বিষে?

নীর। নীলকণ্ঠের প্রিয় বিষে।

ভূষ। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় দেখা, না আরাধনায়?

নীর। ইচ্ছায়—উপায়ান্তর নাই ব'লে। দুষ্টেরা প্রলোভনে মোহিত—আর কোথায় যাবে? আমারও শ্রম সার্থক হ'লো। মদ খাওয়ালেম; তার সঙ্গে এমন পরিমাণে ধূতুরা মিশিয়েছি যে দুদিনেও কারো চৈতন্য হবে না।

ভূষ। এ চেষ্টা কত দিন হ'চ্চে?

নীর। আপনি যত দিন এখানে।

ভূষ। তবে দাসের জন্যে দয়াময়ীর ভারি কষ্ট হয়েছে!

নীর। কার্য্যোদ্ধার না হ'লে হ'তো বটে।

ভূষ। যবনের হাটহদ্দ সব তোমার হাতে।

নীর। সকলেরই হাতে! লম্পট বশীভূত কর্‌বার আর আশ্চর্য্য কি!

ভূষ। আমি তোমার এত বশীভূত কেন?

নীর। তবে আপ্‌নিও তাই।

ভূষ। কিন্তু তা হ'লেও, আমায় কিছু আর তুমি বিষ খাওয়াতে পার্‌বে না।

নীর। আর এখন বিস্তর রসিকতায় আবশ্যক নাই—শীঘ্র চলে আসুন্।

ভূষ। কোথায়?

নীর। যেখানে দুই চক্ষু যাবে; ঘাটে নৌকা প্রস্তুত। আপ্‌নি আমার পশ্চাৎ আসুন্।

ভূষ। মানবে তো চিরকালই দেবতার অনুগামী।

নীর। তবে আজ নয় আমিই অগ্রগামিনী হলেম।

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী—বেহাগ, তাল—মধ্যমান।

ভব-নিধান!
এই কি হে তোমারি বিধান!
বিনা দোষে গৃহছাড়া, বিনা দোষে প্রিয়াহারা,
বিনা দোষে হ'লো কারা, বিনা দোষে যায় প্রাণ।

ভূষ। আহা! কি সুন্দর গীত! এমন স্থলেও লোকের মুখে গান আসে? বীণাপাণির অমৃতঝঙ্কারের কি কোথাও অবরোধ নাই? নীরদে! তুমি এমন অবসন্ন হ'লে কেন?

নীর। (স্বগত) এ স্বর তো ভুলবার নয়! এ যে কাণে লেগে রয়েছে। হায়! এমন দিন কি হবে? (ইতস্ততঃ করণ; প্রকাশ্যে) না আমি অবসন্ন হব কেন? গানটী কে গাইলে তাই দেখ্‌চি।

ভূষ। আমারি মতন কোন হতভাগা গাইলে।

(মুরারির বাতায়নে প্রবেশ।)

মুরা। (স্বগত) লোকে বলে ঘুমিয়ে কি হয়? এই ইতিপূর্ব্বে আমার নিমেষের মধ্যে ঘরদ্বার সব প্রস্তুত হ'য়েছিল; সুখ-সাগরে ভাস্‌ছিলাম; প্রিয়ার হাস্যমুখ দেখে স্বর্গও তুচ্ছ ক'চ্ছিলাম। বলিহারি যাই চিত্রকর! তোমার নৈপুণ্য বিচিত্র! (বার বার নেত্রমার্জ্জন ও দৃষ্টি) একি?—আবার জেগে স্বপ্ন নাকি! সম্মুখে যে প্রিয়ার মতন দেখ্‌চি। (আপনার হস্ত, পদ, প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া) না, আমি তো জাগ্রতই রয়েছি; এই তো সব দ্বার জান্‌লা ঠিক্ রয়েছে; এ তো সেই কারাগার। জগদীশ কি শেষ এত করুণা প্রকাশ কর্‌বেন! যা হোক্, এ সুখের

স্বপ্ন আর একটু ভাল ক'রে দেখি। জগদীশ! এ যদি স্বপ্ন হয় তো যেন ক্ষণেক পরে ভাঙে। ওলোকটী আবার কে? তাই তো, আলো আঁধারে যে ভাল দেখা যাচ্চে না। ওর সঙ্গে এত কথাই বা কিসের? তবে কি ওর কাছেই এসেছে? হা বিধাতঃ! তোমার মনের সাধ কি এততেও মিট্‌লো না?—আবার আমায় সহস্র বৃশ্চিকের জ্বালা দিলে?—শেষ এ কারাগারেও নিরস্ত হ'লে না? (প্রকাশ্যে) পাপীয়সি! এই কি তোর ধর্ম্ম? তোর জন্যে আমার কি না হয়েছে;—তোর এই কায!

নীর। (চতুর্দ্দিক্‌ নিরীক্ষণ।)

মুরা। পাপীয়সি! তোর এই কায!

নীর। (সবিস্ময়ে) নাথ! আমার অপরাধ কি দেখ্‌লেন?

মুরা। তুই কল্যি তুই জানিস্‌নে? নৃশংসে! কুলটা! তোর মুখ দিয়ে এখনও কথা বেরচ্চে! তুই এখনও পাথর হলিনে!—তা হবি কিসে!

নীর। নাথ! এখন বিস্তর কথার অবসর নাই; পরে যা বল্‌বার সমস্তই বল্‌বো; শীঘ্র বেরিয়ে আসুন্‌,—মুক্তির উপায় হয়েছে।

মুরা। বল্‌বি আবার কি? যার জন্যে এসেছিস্‌, তোর সেই প্রাণেশ্বরকে নিয়ে যা! আমায় যেন আর তোর মুখ দেখ্‌তে না হয়! এখানে প'চে ম'র্‌বো, সূর্য্যচন্দ্র বিনা আঁধারে দেহ মাটী ক'র্‌বো, সেও ভাল, তবু তোর মত রাক্ষসীর সঙ্গে যাব না। তুই যদি বাঘিনী হ'য়ে জঠর-জ্বালায় আমায় আহ্বান কত্তিস্‌, তাতেও বরং আমি তোর অনুগমন ক'ত্তে পাত্তেম; কিন্তু আজ আমার চক্ষে তোর যে মূর্ত্তি দেখ্‌চি তাতে এক পদও তোর নিকট অগ্রসর হ'তে সাহস পাইনে—তোর প্রতিনিশ্বাসে যেন নরকানল ফেটে বেরচ্চে! যা, কুলটা—যা, তোর প্রাণ-বল্লভকে নিয়ে যা! উঃ! স্ত্রীলোকের মনে এত গরল! এ লৌহ-নিগড়ও আমার সুখের, তথাপি তোর সঙ্গে স্বর্গবাসও বাঞ্ছনীয় নয়!

নীর। কি দোষে দূষিছ নাথ! বল, অভাগীরে,—
কহিছ দারুণ কথা; বাজিছে পরাণে
শত শেল সম; মম বজ্রময় হিয়া,
নতুবা শতধা এবে হ'তো কোন্ কালে!
তোমা বিনা যদি, দেব, নিমেষ কারণ
কভু কারে সঁপে থাকি স্থান এঅন্তরে,
তবে যেন নহে মম স্থানও নরকে।
দেশত্যাগী—বিরাগিণী—কাঙ্গালিনী আমি
তোমার বিরহে; যথা কাতরা কুরঙ্গী
ফেরে দিশাহারা বনে, কুরঙ্গ বিহনে।
ভ্রমি আমি দেশে দেশে, নগরবিপিনে,
তোমা ধেয়াইয়া নাথ! স্থাপিয়া অন্তরে
মোহন মুরতি তব; জপি সদা মুখে
মধুমাখা তব নাম—মম ইষ্টমন্ত্র;
জানেন সে জগদীশ—সর্ব্ব-অন্তর্যামী।
এই যে দেখিছ, দেব, যুবক-রতন,
প্রত্যক্ষ দেবতা সম এভব-ভবনে;
সদাশিব, সত্যপ্রিয়, পরহিত-রত,
দয়াময়, দয়ারূপ, করুণাসাগর;
উপাস্য আমার নিত্য—মম মুক্তিদাতা।
যবে দুষ্ট দুরাচার যবন পামর
হরে মোরে বলে, তবে এঁর কৃপাবলে
পায় পরিত্রাণ দাসী, কহিনু নিশ্চিত।
ত্যজি লাজমান ফিরি অন্বেষি তোমারে;
ডরি নাই কভু আমি নিজ প্রাণ হেতু—
করেছি তাচ্ছিল্য সদা আসন্ন বিপদে;
ধাই যথা ধায় আঁখি, এই মনে মানি,—

'যদি পাই তাঁর দেখা হবে সব পরে,
নতুবা আমার দশা হ'লো এঅবধি।'
সহসা একদা পড়ি যবনের জালে;
যবন-ভবনে থাকি পিঞ্জরে বিহঙ্গী,
বন ও বিহগবরে ভেবে সদা কাঁদি।
আঁধার সংসারে যথা প্রকাশিলে রবি,
সেইরূপ আসি দেব—দয়ার মূরতি—
পিঞ্জর মোচন মোর করেন হরিষে।—
নহে একবার; বার বার উপেক্ষিয়া
আপন জীবন। তাই সাধ ছিল মনে
যদি কোন মতে পারি তিলেক শোধিতে,
অসীম এঋণ মম। দিলাম খুলিয়া
অকপটে তোমা কাছে হৃদয়-কবাট।
যদি দাসী হয় দোষী বিচারে আপন,
দেহ শাস্তি বিধিমত যাহা চাহে মনে,
ঢালিয়া দিয়াছি তনু তব ওচরণে।

ভূষ। মহাশয়! আমি ইষ্টদেবের দিব্য ক'রে বল্‌চি, যে দিব্য আমার এজীবনধারণে হয়নি, নীরদা নির্দ্দোষী। সুদ্ধ নির্দ্দোষী নয়, নীরদার নির্ম্মল স্বভাবে দোষ স্পর্শ করা অসম্ভব। আপ্‌নি অকারণ এঁর মনে দুঃখ দিলেন। চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, কুসুমেও কীট আছে, কিন্তু নীরদার চরিত্রে মলা নাই। নীরদা নারীকুলের গৌরব; আপনার সৌভাগ্য যে এমন অমূল্য রত্ন পেয়েছেন; জন্মজন্মান্তরে যে কত পুণ্য ক'রেছিলেন, তা বলা যায় না।

মুরা। (লজ্জাবনত মুখে) মহাশয়! আমায় মার্জ্জনা করুন্, আমি আপ্‌নাকে পূর্ব্বে জান্‌তে পারিনে। (নীরদার প্রতি) প্রিয়ে! তোমায় অযথা ভৎ‍‍র্সনা করেছি, আমায় ক্ষমা কর; আমি নিতান্ত মূঢ় ও তোমার অযোগ্য, তাই তোমায় সন্দেহ ক'রে-

ছিলেম। (ভূষণকে দেখাইয়া) তা হয়েছে ভাল, আমরা উভয়েই এঁর কাছে এক ঋণে আবদ্ধ।

নীর। এখন ওসব কথা থাক্। আসুন্, শীঘ্র বেরিয়ে পড়া যাক্।

তৃতীয় দৃশ্য।

নবদ্বীপ—জাহ্নবী-তিরোপরি প্রাচীন দুর্গ।

(দুর্গ-প্রাঙ্গণে নলিনীর প্রবেশ।)

নলি। "রূপ জীবের কালস্বরূপ।" নীরদ! তুমি ঠিক্ ব'লে-ছিলে; মোহবশতঃ আমি তখন বুঝ্‌তে পারিনে। জগদীশ! তুমি কি আমায় যবন-হস্তে ন্যস্ত কর্‌বার জন্যে এত রূপ দিয়েছিলে? এর চেয়ে আমায় যৎকুৎসিৎ কল্যে যে ছিল ভাল। তাতে সুখ থাক্‌তো, স্বাধীনতা থাক্‌তো, ধর্ম্ম থাক্‌তো, ইহকাল পরকাল বজায় থাক্‌তো। আর যদি দিলে তার রক্ষার উপায় দাওনি কেন? ফণিনীরে মণি দিয়েছ, তার রক্ষার জন্যে কালকূটও দিয়েছ। আমায় তা দাওনি কেন? তোমার লীলা বুঝা ভার! যাকে দাওনি সেও বিব্রত, যাকে দিয়েছ সেও বিব্রত। আজ এ ফুলগুলি এমন মলিন দেখাচ্চে কেন? বোধ হয়, ওদের কুসুমহৃদয়ে কোন ব্যথা লেগেছে। তবে কি এরা আমার দুঃখে দুঃখী? এরা কারো দুঃখেও দুঃখী নয়, কারো সুখেও সুখী নয়। আচ্ছা, এই যে ফুল-গুলি ফুটে রয়েছে, এরা কার?—ফুল আবার কার? ফুল ফুলের—গাছে থাকে কত শোভা! চক্ষু যুড়ায়, লোকের মন প্রফুল্লিত করে, নাসিকা পরিতৃপ্ত হয়, অনিলের আনন্দ বাড়ে, ভ্রমরের আর সুখের সীমা থাকে না; কিন্তু আমার ব'লে তুলে সোণা মুড়ে রাখ্‌লেও থাকে না, তখনি শুকিয়ে যায়। তবে আর ভয় কি? আমিও শুকিয়ে যাব। এক পা অগ্রপশ্চাৎ বইত নয়। কোন কর্ম্মে পেছিয়ে থাকা ভাল

নয়। কিন্তু তার পূর্ব্বে সেই দেবমূর্ত্তি এক মুহূর্ত্তের জন্য দর্শন—চোকের দেখা মাত্র!—হায়! পাপ যবননিবাসেও কি আশাদেবীর গতিবিধি আছে? দুরাশা! তুমিই ধন্য! যেখানে যম যেতে কম্পিত হয় সেখানেও তোমার গতায়াত আছে?

(আমীনার প্রবেশ।)

তোমার যে আজ আস্‌তে এত বেলা গেল? তোমায় দেখেও আমার চিত্ত কতকটা সুস্থির হয়। এ নির্ব্বান্ধব পুরীতে যে কেউ দুটো মিষ্ট কথা বলে এমন লোক নাই। দিবসে কাকের শব্দ, রাত্রে পেচক ও শৃগালের ভয়ঙ্কর চীৎকার! প্রতিধ্বনি বিনা আমার কথার আর কে উত্তর দেবে?

আমী। (সজলনয়নে) যে অভাগী এখানে আসে তারই এই দশা!

নলি। আচ্ছা ভাই, তুমি আমায় এত স্নেহযত্ন কর; কিন্তু এক দিনের তরেও তো আমার নিস্তারের কোন উপায় ক'ল্যে না?

আমী। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) এখানকার অধিবাসীদের যে ইহকালপরকালে নিস্তার নাই তা কি তুমি জান না? কিন্তু তোমার এখনও একটু উপায় আছে, তা তুমি পার্‌বে না।

নলি। ব'লেই দেখ, পারি না পারি সে পরের কথা।

আমী। (ছুরিকা দর্শান) পার্‌বে?

নলি। হঁা,—অনায়াসে!

আমী। কি পার্‌বে বল দেখি?

নলি। পামর যবনের বক্ষ বিদারণ ক'ত্তে।

আমী। না, আত্মহত্যা।

নলি। নাপার্য্যমাণে তাই; কিন্তু যবন জীবিত থাকৃতে তা ভাল হয় না।

আমী। তবে আর আমার হাত নাই।

নলি। আচ্ছা, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি যবনী? এমন দয়াময়ী কি যবনগৃহে আছে? তোমার নামটী কি, আজ আমায় ব'ল্‌তে হ'চ্চে। তুমি আমার যা ক'রেছ, যদি এ পাপ পৃথিবীর স্মৃতি পরলোকে সঙ্গে যায় তাহ'লে তোমার নাম অনন্ত কাল মনে স্মরণ থাকবে।

আমী। (চক্ষু মুছিয়া) পূর্ব্বে আমার নাম ছিল যমুনা, এখন হয়েছে আমীনা, আবার পরে বা কি হয়!

নলি। ছিল এক, হয়েছে এক, আবার হবে আর এক; একি বুঝ্‌তে পাল্যেম না যে!

আমী। তবে সংক্ষেপে তোমায় আজ আত্ম-পরিচয় দি। আমি রাজপুতের মেয়ে। পিতার নাম মথুরানাথ। বাড়ী সপ্তগ্রাম। পিতার বেস দশটাকা সঙ্গতি ছিল। আমিও এক কালে সুখী ছিলেম। উঃ! মনে হ'লে বুক ফেটে যায়! যবনেরা বঙ্গদেশ জয় কর্‌বার পরেই এপাপাত্মা আমায় হরণ ক'রে আনে; পিতা ও পতির অকারণ প্রাণদণ্ড করে। আমার নাম যমুনা ছিল, এখন যবনী—তাই আমীনা। তদবধি আমি এই খানেই আছি; আরও কিছু দিন থাক্‌বো। তোমায় লওয়াবার জন্যেই পাপিষ্ঠ আমাকে প্রত্যহ এখানে পাঠায়। এখন তোমার জন্যে বড় ভাবনা হচ্চে। আজ আর দেখ্‌চি তোমার নিস্তার নাই। তবে যা বল্যেম পাল্যে হয়।

নলি। তুমি পাপীয়সী! রাজপুতকুলের কালি! তোমার পরামর্শে আমার আবশ্যক নাই! যে আপনাকে রক্ষা ক'ত্তে পারেনি সে আবার আমার নিস্তারের উপায় কি ক'র্‌বে! ধিক্! তুমি এখনও জীবিত আছ? স্ত্রীলোকের কি মৃত্যু নাই? তোমার নখদন্তও কি ছিল না?—ধিক্! তোমায় ধিক্!

আমী। অবশ্য আমি পাপীয়সী—জগতের ধিক্কারের পাত্রী! কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত না ক'রে প্রাণত্যাগ করা ভাল নয়।

নলি। তোমার প্রায়শ্চিত্ত তুষানল! তোমার এখনও প্রাণে মমতা?—পৃথিবীর জন্যে মায়া?

আমী। আমার প্রাণে মমতা নাই—মানুষে ভালবাসা নাই—পৃথিবীতে আকাঙ্ক্ষা নাই। এখন শত্রুনাশই আমার মহামন্ত্র। (পুনশ্চ ছুরিকা দর্শাইয়া) আজ তোমার মুক্তির উপায় ক'রেছিলেম; কিন্তু তোমার কথা শুনে আর সাহস হয় না। যবনকে কেশাগ্রেও স্পর্শ ক'র্‌বে না ব'লে যদি সত্য কর, তবে পারি—নচেৎ নয়।

নলি। তুমি কি তবে যবনকে ভালবাস?

আমী। হাঁ—বাসি।

নলি। তুমি নারকী!—তোমার মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়। তোমায় যবনী ব'লে জান্‌তেম—ছিল ভাল; আজ সে ভ্রম দূর হ'য়ে হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হ'লো। হিন্দুরমণীর যবনে আসক্তি?

আমী। আমায় যা ইচ্ছা বল; কিন্তু ওকথা ব'লো না। আমি জানি আমার নরকেও স্থান নাই; কিন্তু তথাপি যবনে আসক্তি অসম্ভব। আমি যবনকে ভালবাসি—স্বহস্তে তার বক্ষ বিদীর্ণ ক'র্ত্তে ভালবাসি!

নলি। তবে আমায় নিষেধ ক'চ্চ কেন?

আমী। আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয় ব'লে।

নলি। যদি আমার হয়?

আমী। তোমার এ প্রতিজ্ঞা করা অন্যায়।

নলি। কিসে?

আমী। এমন পবিত্র হস্তে যবনের মৃত্যু অনুচিত। এই কলুষিত হস্তে—এই পাপীয়সীর হস্তে—নরকেও যার স্থান নাই, তার হস্তেই—যবন যমালয়ে যাবার যোগ্য।

নলি। আমার প্রতিজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন ক'র্ত্তে পারিনে।

আমী। প্রতিজ্ঞা পালন ক'র্‌বে কিসে? (ছুরিকা দর্শান) এ

আমার হাতে! আর বাঙ্গালীর আবার প্রতিজ্ঞা কি?—প্রতিজ্ঞা রাজপুতের। ভাগীরথীর স্রোত হিমালয়ে ফেরান যায়, সূর্য্যের কর প্রতিনিবৃত্ত করা যায়, সময়ের গতি রোধ হয়, কিন্তু রাজপুতের প্রতিজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমায় আর এ দগ্ধ অবস্থায় মনে দুঃখ দিও না। পৃথিবীর সকল সুখ গেছে—এক সুখ আছে, তাতে আর আমায় বঞ্চিত ক'রো না।

নলি। মনে করো না যে ছুরিকা বিনে কার্য্য সিদ্ধ হয় না। যে দর্পণে পাপিষ্ঠ মধ্যে মধ্যে নিজ পাপ মূর্ত্তি দেখে—আজ সেই দর্পণে নিজ পাপ মূর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে নরাধম নরকে যাবে। (কটিদেশ হইতে একখণ্ড কাচ বাহির করিয়া দর্শান) দেখি আজ এ সামান্য সহায়ে কি হয়!—কাচে বজ্রভেদ হয় কি না দেখ্‌তে পাবে! ঐ বুঝি পাপিষ্ঠ আস্‌চে। (বস্ত্রাভ্যন্তরে কাচ লুকান।)

[আমীনার প্রস্থান।

(জাফার খাঁর প্রবেশ।)

জাফা। সুন্দরি! আর কেন আমায় মিছে দুঃখ দাও? দেখ, জগতে আমার কিছুরই অভাব নাই—ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, বল, বিক্রম, প্রভৃতি সকলি আছে—এখন তুমি প্রসন্ন হ'লেই স্বর্গকে তুচ্ছ জ্ঞান করি। আর তুমিও সামান্য বাঙ্গালীর মেয়ে; তোমার এতে অনাস্থা প্রকাশ করা দূরের কথা, বরং শ্লাঘা করা উচিত। বীরশ্রেষ্ঠ জাফার খাঁ, যাঁর বাহুবলে ত্রিভুবন কম্পিত, প্রিয়ে! দেখ দেখি তিনি আজ তোমার পদানত। তোমার কি আর গৌরবের সীমা আছে? যখন চতুর্দ্দিকে একথা প্রচার হবে তখন কত ইন্দ্রাণী তোমার অবস্থা হিংসা কর্‌বে।

নলি। (সবেগে প্রাচীরাভিমুখে ধাবমানা।)

জাফা। (সহাস্যে) সুন্দরি! আমি তোমার শত্রু হ'লে সামান্য প্রাচীর কি, গগনভেদী হিমাচলশিখরও তোমায় আশ্রয় দিতে পার্‌বে না। সুন্দরি! দাসের প্রতি কৃপাকটাক্ষ কর। ভেবে দেখ,

তুমি কিছু এখান থেকে পালাতে পার্‌বে না, আর আমারও এদৃঢ়-সংকল্প, তখন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে আত্মসমর্পণ করাই বিধেয়।

নলি। (স্তম্ভিতভাবে রোদন।)

জাফা। প্রিয়ে! কাঁদ কেন?—তোমার কিসের দুঃখ বল, আমি এখনি তার বিহিত ক'চ্চি।

নলি। আমি আমার এপোড়া রূপে কাঁদি।

জাফা। সুন্দরি! তার আবার কান্না কি? তোমায় খোদা এত রূপবতী ক'রেছেন, ব'লেই তো জাফার খাঁ আজ তোমার চরণে লুণ্ঠিত। তুমি বরং তজ্জন্য নিজ অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও!

নলি। একলা জাফার খাঁ যবন হ'লে আমি কাঁদ্‌তেম না, আমার অদৃষ্টও যে তার সঙ্গে যবন হ'য়ে প'ড়েছে।

জাফা। (সহাস্যে) সেতো ভালই হয়েছে, তার সঙ্গে আজ তুমি হলেই নিশ্চিন্ত। হা—হা—হা! (অগ্রসর হওন।)

নলি। (দিগন্তরে ধাবিতা ও কম্পমানা।)

জাফা। প্রিয়ে! তুমি এত ভয় পাচ্চ কেন? আমি কিছু বাঘও নই, ভাল্লূকও নই, যে তোমায় খেয়ে ফেল্‌বো। জাফার খাঁ পুরুষের যম; কিন্তু স্ত্রীলোকের কিঙ্কর।

নলি। নরাধম! বাঘ ভাল্লূক কি বল্‌চিস্‌! নরকের ভীষণ জ্বলন্ত কুণ্ডেও আমরা প্রবেশ ক'ত্তে সাহস পাই। কিন্তু যবন,—আমায় ক্ষমা কর্‌।

জাফা। তুমি আমার কি ক'রেছ যে আমি তোমায় ক্ষমা ক'র্‌বো? বরং তুমি আমায় ক্ষমা করো। (অগ্রসর হওন।)

নলি। দেখ্‌ পাপিষ্ঠ! আর এক পা যদি তুই এদিকে আস্‌বি তো আমি এখনি এপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে জাহ্নবীর জলে শরীর পবিত্র ক'র্‌বো। মনে করিস্‌নে যে এ উচ্চ প্রাচীর সতীকে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে পারে? এই দেখ্‌; (উঠিতে উদ্যম ও পতন।)

জাফা। হা—হা—হা! প্রিয়ে! তবে তো তুমি সতী নও; আর

মেয়েমানুষে আবার সতী কি? তোমায় যে দেখ্‌চি ছলে, বলে, কৌশলে, কিছুতেই বশীভূত ক'ত্তে পাল্যেম না। আমি বড় বড় বীরপুরুষকে এর চেয়ে স্বল্পায়াসে পদানত ক'রেছি; কিন্তু তোমার গর্ব্ব এখনও পর্য্যন্ত খর্ব্ব ক'ত্তে পাল্যেম না।

নলি। রে পিশাচ! তুই কি না সমগ্র স্ত্রীজাতিকে অসতী বলিস্! হ'তে পারে সতীত্ব-রত্ন তোদের পাপগৃহে নাই, তোদের আমোদ-প্রমোদের রাজ্যে নাই। কিন্তু এখনও তোদের পদতলে দলিত হিন্দুকুলে সে অমূল্য রত্ন ছড়াছড়ি। যাদের বারাঙ্গনাকুলে জন্ম, তারা সতীত্বের নামে হাস্য ক'ত্তে পারে বটে; কিন্তু যা, আমাদের দীনদরিদ্রের পর্ণকুটীরে যা, সেই আঁধার কুটীরেও দেখ্‌তে পাবি যে আর্য্যধন সতীত্ব-রত্ন অহর্নিশি দেদীপ্যমান রয়েছে। লোকে বলে ভারত সর্ব্বরত্নের খনি-স্বরূপ; কিন্তু অন্য রত্ন যত থাক আর নাই থাক, সতীত্ব-রত্নে ভারতভাণ্ডার পরিপূর্ণ।

জাফা। তোমার এখনও এত তেজ! (দৌড়িয়া ধরিতে উদ্যত।)

নলি। (স্বগত) আমি যে দেখ্‌চি ভয়ে একবারে হতজ্ঞান হয়ে পড়েছি; এই তো—প্রতিজ্ঞাপালনের সুযোগ। এত বিহ্বল হওয়া ভাল নয়। (প্রকাশ্যে) দেখুন্, আমি অতি সামান্য লোকের মেয়ে; আমার জন্যে আপনার এতদূর হীনতা স্বীকার করা ভাল দেখায় না।

জাফা। প্রিয়ে! তুমি আবার সামান্য!—তুমি আমার মাথার মণি! তোমায় সামান্য বলে কে? দেখ দেখি, এখন তোমার মধুমাখা কথা শুনে প্রাণটা জুড়ালো।

নলি। (মৃদুহাস্যে) দেখুন্, আমি এতদিন জান্‌তেম না যে, যবনে এমন মধুরভাষী আছে। মনে ক'ত্তেম যে মুখে পেঁয়াজ-রসুনের দুর্গন্ধ সে মুখে বুঝি মিষ্ট কথা নাই, যে শরীর পরমাংসে পুষ্ট সে শরীরে বুঝি মধুরতা নাই; আজ আমার সে ভ্রম দূর হ'লো।

জাফা। সুন্দরি! আমি আর এখন পেয়াঁজ-রসুন খাইনে; মাংস আমার হারাম! আমি সুদ্ধ হবিষ্য করি, কিন্তু সে সকলি তোমার আরাধনায়। সুন্দরি! এই বৃক্ষতলে একটু বসি এস। (উভয়ের উপবেশন।) প্রিয়ে! এই নাও; (হস্তস্থিত তাম্বূল প্রদান।) খাও—খাও; ওতে আর দোষ কি? (একটী নিজে সেবন।)

নলি। (তাম্বূল গ্রহণ করতঃ) আপ্‌নারা একটী আদ্‌টী পাণ খান্? আমরা মুখ পূরে পাণ না খেলে দেখ্‌তে পারিনে।

জাফা। প্রিয়ে! আমার ওটা ভুল হয়েছে—এই নাও—এই নাও! (শশব্যস্তে কতকগুলি নলিনীর হস্তে ও কতকগুলি নিজ বদনে প্রদান। (বাক্যস্ফূর্ত্তি অভাবে ইঙ্গিত করণ।)

নলি। আর কথন! এবার বেটা চেঁচাতেও পার্‌বে না, আর কিছুই নয়! (কটিদেশ হইতে কাচখণ্ড লইয়া জাফার খাঁর উদরে আঘাত করিতে উদ্যত।)

(আমীনার সবেগে প্রবেশ।)

আমী। আরে না—না—কর কি!—কর কি! ও পদ্মহস্তে যাবার যোগ্য নয়!—ও পবিত্র হস্তের এ কার্য্য নয়! (সবলে জাফার খাঁর উদরে ছুরিকাঘাত; জাফার খাঁর ভূমে পড়িয়া গোঁ গোঁ করণ ও মৃত্যু। মুখে পদাঘাত করতঃ অট্টহাস্যে) এখন কি আর ওঁর কথায় তোর প্রাণ যুড়ায় রে পামর?

[আমীনার প্রস্থান।

নলি। (উন্মাদিনীর ন্যায় ক্ষণেক ইতস্ততঃ করণ; পরে প্রাচীর বহিয়া উঠন।) মা ভাগীরথি! তুমি বিনা আর হিন্দুকামিনীর কে সহায়তা কর্‌বে? তোমার যে পবিত্র জলে জননী ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছেন, আমিও আজ সেই জলে দেহ পবিত্র করি। তুমিই আমাদের গতি, তুমিই আমাদের মুক্তি! (ঝম্প প্রদান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শ্রীরামপুর—ভাড়াটিয়া বাটীর এক প্রকোষ্ঠ।

(নলিনী রুগ্ন-শয্যায় শয়ানা ও পার্শ্বে নীরদা আসীনা।)

নীর। (সজলনয়নে) আরাম যে হয়, তা তো মনে নিচ্চে না। এখনও যখন চেতন হ'লো না, তখন বুঝি আমাদের কপাল ভাঙ্‌লো! ভগবান্ মুখপানে চান তবেই! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যেমন কান্তিপুষ্টি শরীর তেম্‌নি রয়েছে; মুখটী প্রস্ফুটিত নলিনীর মত, কিছুই বিকৃত হয়নি! বর্ণ দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়; বরং আরও যেন লাবণ্য গড়িয়ে পড়্‌চে। সুন্দরীর কি সকলি সুন্দর?—মৃত্যুও সুন্দর?

(ভূষণ, মুরারি ও নকুড়ের প্রবেশ।)

ভূষ। মহাশয়ের আস্‌তে এত বিলম্ব হলো কেন?—আমরা সেই অবধি অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি।

নকু। আর বাবু!—সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন! রোগে রোগেই খেলে! পরের হ'লে ছুটাকা পাই; তা বিধাতা যত রোগ কি আমার ঘরেই পূরে দিয়েছেন! শয্যা থেকে উঠে সকলকে ঔষধ সেবন করানই আমার প্রাতঃক্রিয়া হ'য়ে পড়েছে। খোকার মাকে তো আজ এক পাণ বিষমজ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস খাইয়ে এলেম; তাঁর রাত্রে ভারি ঘর্ম্ম হয়েছিল; তা মেয়েমানুষ নাকি, খাবার ভয়ে বল্যেন যে গর্ম্মিতে ঘর্ম্ম হয়েছিল। এখন আমরা যদি মেয়েদের কথায় ভুল্‌বো তো শাস্ত্র পড়্‌বার ফল? বড় ছেলেটীকে একটী সর্ব্বার্থসাধক সনাতন চতুরানন বড়ী দিলেম—তার ভয়ানক

বায়ুবৃদ্ধি হ'য়েছে, নইলে রাত্রে এত জোরে নিশ্বাস বইবে কেন? ছোটটীর তো দারুণ অজীর্ণ—তাকে তো আজ বৃহৎবাসাঅবলেহ দিলাম—খালি ব'সে ব'সে দিনের মধ্যে তিন চার বার হাই তোলে। আর নিজের তো দেখ্‌তেই পাচ্চেন, হাঁপানী, কাশি, প্রভৃতি কিছুই বাকি নাই! আবার কাল একটা পাতিনেবু খেয়ে যাই আর কি! নাক্ দিয়ে চোক্ দিয়ে যেন নদী বইতে লাগ্‌লো!—শেষ এক পাণ মৃগনাভি খাই তবে ধাত পাই! বিলম্বের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন!

ভূষ। মহাশয়! এখন ও সব কথা থাক্, একে একবার ভাল ক'রে দেখুন্ দেখি।

নকু। কৈ গো মা! হাতটা একবার দাও তো গা।

মুরা। ওঁর সংজ্ঞা নাই—হাত আর দেবে কে?

নকু। তাই ছাই বলুন যে অচৈতন্য! (হস্ত ধরিয়া) শ্লেষ্মার বড় জোর—নাড়ীর ভেকের গমন, পিত্তও সঙ্গে সঙ্গে জলসেক ক'ত্তে ক'ত্তে চ'লেছে। (ভূষণের প্রতি) নাড়ী এখন কেমন জানেন, বুড়োরা লাটী হাতে ক'রে হেঁট হয়ে যেতে যেতে যেমন এক এক বার কোমর ছাড়ায়—যাকে আমরা কোমর সোজা ক'রে নেওয়া বলি—এরও ঠিক তেম্‌নি গতি হয়েছে। শাস্ত্রমতে এনাড়ী বড় দোষস্থ।

মুরা। মহাশয়! এ কফ পিত্তি নয়—এ যে জলে ডোবা!

নকু। (কম্পিত ক্রোধে) তা আমায় আগে বল্‌তে হয়! আমরা হাত দেখ্‌তেই জানি—হাত গুণ্‌তে তো আর জানিনে! আর তাতেই বা ভয় কি? এমন ঔষধ দেব যে এখনি সেরে যাবে। আমরা তো আর যে সে ঔষধ ব্যবহার করিনে; এক কল্‌সী জলে একটী বড়ী ফেলে দিলে জল তৎক্ষণাৎ না শুকিয়ে যায় তো এ ব্যবসায়ই আর কর্‌বো না। এক কর্ম্ম করুন্, এক সের আকুলো বেলের শিকড়, আদ্ সের চিনি—চিনিটে বেস ক'রে দেখে নেবেন্ যেন শামসাড়া আকের হয়—আর চৌদ্দ ছটাক আমের বৌল—

নীর। এখন আমের বউল কোথায় পাবেন ?

নকু। তোমরা মেয়েমানুষ, তোমরা চুপ করে থাক—তোমরা এর বুঝ্‌বে কি ?—না পাও তো এঁকে মার ! রোগীতো আর আমরা মাত্তে আসিনে, যে একটা অম্‌নি যা হোক্ মনগড়া ঔষধ দেব—যারা পারে তবে তেম্‌ন দেখে বৈদ্য ডেকে আন। শাস্ত্রছাড়া আমাদের কথা নাই। যাক্—ঐ কটা সাড়ে তিন সের জলে ফুটাবে, পরে আধ্ সের থাক্‌তে নামিয়ে, তারই একপলা জলে এই একটী বড়ী মেড়ে অরুণোদয়কালে খাওয়াবে। এতে না আরোগ্য হয় তো কি আর বলি ! এখনও রোগীর লক্ষণ আছে ভাল—মেরুদণ্ড ঠিক্ আছে, কপালও ভাঙ্গেনি।

মুরা। গলায় যে জল তলায় না, ঔষধ খাবে কে ?

নকু। তা হ'লে যে একটা অবলেহ দর্‌কার কচ্চে। এই শ্লেষ্মা-শৈলেন্দ্র একপাণ একটু মধু দিয়ে মেড়ে এখনি জিহ্বায় লাগিয়ে দিন্ আর রাত্রের জন্য এই একপাণ সরোরোহ-বরাহ-রস-রত্নাকর রইল।

ভূষ। মহাশয় ! জিহ্বাও যে অসাড়।

নকু। আচ্ছা, ওঁর নাকে হাত দিয়ে দেখ দেখি নিশ্বাসটা হংস হংস ক'রে পড়্‌ছে কি না ?

মুরা। (নাসিকারন্ধ্রে হাত দিয়া) মশাই ! এ কোকিল কোকিল কচ্চে !

নকু। তবেই তো ! দেখুন্ আর কিছু বড় ক'ত্তে হবে না—স্বভাবেই আরোগ্য হবেন। ঔষধের ব্যবস্থাতো এক প্রকার হ'লো, এখন পথ্যের ব্যবস্থাটী হ'লেই হয়। দেখুন্, জ্ঞান হ'লে বড় যদি ক্ষুধা হয় তো ত্রিশ বৎসরের যে পুরাতন বীজ-ধান তারই তেভাজা খই—আর বড় পিপাসা পেলে কাল নবপ্রসূতা গোরুর দোরঙা সদ্যোজাত বাছুরের একপলা চোণা দেবেন। এখন এই পর্য্যন্ত ব্যবস্থা—বৈকালে কেমন থাকেন ব'লে পাঠাবেন। কিছু ভয়

নাই, আরোগ্য হ'তেই হবে—আমার হাতে অমন ডুবো মড়া কত বেঁচেছে। যাক্, এখন দর্শনীটে দিন্ দেখি।

নীর। (স্বগত) মরণ আর কি! বুড় মড়ার আক্কেল দেখ!—অনামুখোর যেম্নি আকার তেম্নি কথার শ্রী!

মুরা। আপ্নি কি কল্যেন যে দর্শনী নেবেন?

নকু। বাবু, করা করি সকলি ভগবানের হাত!

মুরা। তবে আপ্নাকে ডাকা কেন?—আমরা কি আর ভগবানকে ডাক্‌তে জানিনে!

নকু। ও আপ্নাদের বৃথা তর্ক; উটি আমাদের প্রাপ্য—নইলে আমরা খাই কি?

ভূষ। কেন ভাই, মিছে গোলযোগ করো কেন? রঙ্গরসের কি এই সময়!

মুরা। এই নিন্; (একটী আহুলী প্রদান) চিল্ প'ড়্‌লে কুটো না নিয়ে যায় না। বৈদ্য, মোক্তার, শকুনী, মুর্দ্দভরাস, এরা মানুষের বিপদেই আনন্দিত।

[মুরারি ও নকুড়ের প্রস্থান।

ভূষ। ইনি তো দেখ্‌চি সর্ব্বময় পণ্ডিত! মুর্খেরাই এমন লোকের পরামর্শ নেয়। (নলিনীকে দর্শাইয়া) এখন এঁকে যেমন সেকতাপ দিচ্চ দাও; দেখ কি হয়—আয়ুর্ব্বয় থাকে হবে। (নীরদার তথাকরণ।)

[ভূষণের প্রস্থান।

নলি। (ঈষৎ নয়ন উন্মীলিত করণ ও পুনঃ নিমীলন।)

নীর। (সানন্দে) নলিনি!—নলিনি!—নলিনি! হায় ভগবান্ কি এমন দিন দেবেন!

নলি। (হস্তপদাদির ঈষৎ সঞ্চালন।)

নীর। (উষ্ণ দুগ্ধ লইয়া অল্পে অল্পে নলিনীর মুখে প্রদান।)

নলি। (চক্ষু মেলিয়া মৃদুস্বরে) নীরদ্—তুমি এখানে যে?

নীর। তোমার জন্যে।

নলি। আমার জন্যে!—আমি এখন কোথায় আছি?

নীর। শ্বশুর বাড়ী। এর পূর্ব্বে কোথায় ছিলে?

নলি। (বিমলার হস্ত ধরিয়া) যমালয়ে।

নীর। গিয়েছিলে কি করে?

নলি। মা জাহ্নবীর স্রোত বেয়ে। তুমি ফেরালে কি করে?

নীর। নৌকা বেয়ে।

নলি। আমায় এখানে আন্‌লে কে?

নীর। যিনি ভাল বাসেন। যবন নিপাত হয়েছে?

নলি। হাঁ! নইলে যমালয়ে যাবার যো কই? তুমি যে এখানে?

নীর। আমিও যমালয়ের ফেরত।

নলি। তবে তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে?

নীর। আমার সমস্তই পূর্ণ—তোমার এখনও একটী বাকি আছে।

নলি। কি?

নীর। সেই কপোত!

নলি। আমায় কোথায় পেলে?

নীর। যেখানে গেলে আর লোকে ফেরে না।

নলি। আমি ক'দিন এমন অবস্থায় আছি?

নীর। এক রাত।

নলি। এ দেশের নাম কি?

নীর। ম'লে বাঁচে।

নলি। এখন পিতা কোথায়?—তাঁর কোন সংবাদ পেয়েছ?

নীর। হাঁ!—তাঁকে গোপনে পত্র লেখা হয়েছে—বোধ হয়, আজ কাল এখানে এসে পৌঁছিবেন।

নলি। আর কোন সংবাদ আছে?

নীর। কি বিষয়ে?

নলি। এই—আপ্‌না আপ্‌নি বিষয়ে।

(মুরারির পুনঃ প্রবেশ।)

মুরা। এখন কেমন আছেন?

নীর। বড় ভাল নয়!

মুরা। (সবিষাদে) ভাল নয় কিরূপ?

নীর। বক্তার হয়েছে;—একবার রোজাকে ডাকুন্!

মুরা। তবে তাঁকে শীঘ্র ডেকে আনি। আহা! কদিন তাঁর আহারনিদ্রা নাই!—কেঁদে কেঁদে চক্ষু ফুলে গেছে

[প্রস্থান।

নলি। ইনি কে?

নীর। তোমার ভগ্নীপতি।

নলি। আমার ভগ্নীপতি!

নীর। আমি তোমার কে?

নলি। ভাই, আমায় ক্ষমা কর—আমি অত বুঝ্‌তে পারিনে।

নীর। পরের বেলা পার নাই—নিজের হ'লে পাত্তে!

নলি। নীরদ্, তুমিই যথার্থ ভাগ্যবতী! তোমার ভাই, একটু পায়ের ধূলো আমার মাথায় দাও।

নীর। দুদিন পরে তোমার পায়ের ধূলো আবার কত লোক মাথায় দেবে—তুমিও ভাগ্যবতী হবে।

নলি। উনি সংবাদ দিতে গেলেন কাকে?

নীর। ঐ কে এক মিন্‌সে রোজা আছে—সেই তাকে।

নলি। (স্বগত) রোজা আবার আমার জন্যে কাঁদে, খায়দায় না; এমন রোজাও তো কখন শুনিনে! (প্রকাশ্যে) আমি তো এখন আছি ভাল—আর রোজার আবশ্যক?

নীর। এদেশে ভাল হ'লে রোজায় দেখে আর রুগ্ন অবস্থায় ভগবান্ দেখেন।

নলি। আচ্ছা ভাই, ঠিক্ ব'লো,—রোজা আবার আমার জন্মে কাঁদে—একি কথা হ'লো?

নীর। রোগী আরাম হ'লে এদেশের রোজায় অমন কেঁদে থাকে!

নলি। পিতা এখন কোথায় আছেন?

নীর। নিকটেই।

নলি। তাঁর অনুসন্ধান পেলে কোথায়?

নীর। একজন ভদ্রলোকের কাছে।

নলি। তিনি কি এখানে এসেছিলেন?

নীর। না; প্রাতে স্নান ক'ত্তে গিয়ে দেখ্‌লেম একটী ভদ্রলোক গঙ্গার ঘাটে গালে হাত দিয়ে পাথরখানির মতন ব'সে আছেন; দুর থেকে বোধ হ'লো যেন কোন স্বর্গীয় দেবতা মর্ত্ত্যে ব'সে মনুষ্যের জন্য চিন্তা ক'চ্চেন। নিকটে গিয়ে দেখি—না, তিনি আমার পরিচিত। তাঁর মুখেই সব শুন্‌তে পেলেম। তাঁকে এখানে আন্‌বার জন্য বিশেষ যত্ন ক'ল্যেম; কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হলেন না;—ব'ল্যেন "একবার পরের বাড়ী গিয়ে পা-টী যেতে ব'সেছিল আবার কোথায় যাব?"

নলি। "পাটী যেতে বসেছিল" কি?

নীর। কে জানে কোন্ চাষার বাড়ী কে তাঁর পা পুড়িয়ে দিয়েছিল।

নলি। তিনি তার পর গেলেন কোথায়?

নীর। তা ভাই, আর কে বল্‌তে পারে?

নলি। আচ্ছা—তিনি আর কিছু বলেন্‌নি?

নীর। হাঁ—কত কথা!

নলি। কি ব'ল্যেন?

নীর। তিনি তোমাকেও জানেন;—ব'ল্যেন্ "—নলিনী ভাল আছে?" আমি বল্যেম—হাঁ।

নলি। তুমি হাঁ ব'ল্যে কি করে?

নীর। তাঁরও যেমন বেগারঠেলা জিজ্ঞাসা—আমারও তেম্‌নি উত্তর।

নলি। আচ্ছা—আর কোন কথা হয়নি ?

নীর। হাঁ! তিনি জিজ্ঞাসা ক'ল্যেন "নলিনীর বিবাহ কবে ?" আমি ব'ল্যেম হ'লেই জান্‌তে পার্‌বেন।

নলি। (উত্থানপূর্ব্বক উপাধানে পৃষ্ঠ রাখিয়া নীরদার গাল টিপিয়া) তোমায় কি চিরকালই রঙ্গ ক'ত্তে হবে ?

নীর। কেন ?—কার চুরি করেছি যে রঙ্গ ক'র্‌বো না। (স্বগত) আমার কাণ্ডজ্ঞানও নাই; নইলে শর্ম্মার কাছে এমন ঔষধ থাক্‌তে আর হাবাতে বদ্যি মিন্‌সে টাকা নিয়ে যায় ?

নলি। আচ্ছা—যাবার সময় তুমি কি তাঁকে 'কোথায় যাচ্চেন' এ কথাও জিজ্ঞাসা ক'ল্যে না ?

নীর। জিজ্ঞাসার আবশ্যক ? তোমার কি কোন প্রয়োজন আছে ? তাই তো—তা আগে জান্‌লে যে সন্ধানটা নিতাম। তা নয় এখনও খুলে বল, বেয়েচেয়ে দেখা যাক্।

নলি। আমার আর প্রয়োজন কি ?

নীর। তা হ'লেই হ'লো।

নলি। নীরদ্, তুমি কি তাঁর বাড়ী জান ?

নীর। কেন ?—তায় তোমার প্রয়োজন কি ?

নলি। বলি, তাই জিজ্ঞাসা ক'চ্চি—তাতেও কি দোষ ?

নীর। দেখ, তবে তোমায় সব সত্য বলি—তিনি তোমায় দেখ্‌তে চেয়েছিলেন; তা আমি ভাই, একজন অজ্ঞাতচরিত্র. লোককে এখানে আনি কি ক'রে ?

নলি। তা বইকি!—তা বেস ক'রেছ। তুমি তাঁকে কি বল্যে ?

নীর। আমি ব'ল্যেম আপ্‌নি আর এখানে আস্‌বেন না।

নলি। (নীরদের হস্ত ধরিয়া) তোমার মুখে আগুন্।

নীর। কেন—মনের মত কথা হ'লো না ব'লে বুঝি! তা ফুটেই বল না—আমি নয় তাঁকে আনিয়ে দি।

নলি। সে তোমার ইচ্ছা—তার আমি কি জানি ?

নীর। তবে থাক।

নলি। আমি কি তোমায় নিষেধ ক'চ্চি?

(ভূষণের প্রবেশ।)

ভূষ। (সাহ্লাদে) ইনি আছেন কেমন?

নীর। ওঁকেই কেন জিজ্ঞাসা করুন্ না, উনি তো আর আপ্‌নার ভাত্রবধূ নন্!

ভূষ। নীরদ্, তোমায় দেখ্‌লেই কেমন আমার মন উৎফুল্ল হয়—হৃদয় প্রশস্ত হয়—তোমায় যেন এ পৃথিবীর ব'লে বোধ হয় না। তোমার কথায় যেন স্বর্গীয় সঙ্গীত অনুভূত হয়।

নলি। (জনান্তিকে) নীরদ্, তুমিই যথার্থ ভাগ্যবতী!

নীর। (জনান্তিকে) কেন! তোমার বুঝি মনে হিংসা হ'চ্চে? তা মিথ্যা কি? আমি যথার্থই তোমার ভাগ্যে ভাগ্যবতী। (ভূষণের প্রতি) মহাশয়! আমায় দেখে আপ্‌নার মন উৎফুল্ল হয়, আর এঁকে দেখে কি হয় না? ইনি তো এতে মনে দুঃখ ক'ত্তে পারেন?

নলি। (কম্পিত ক্রোধসহকারে) তুমি তোমার নিজের কথা কও, আমার কথায় তোমার থাক্‌বার প্রয়োজন নাই।

ভূষ। (স্বগত) স্ত্রীলোকের কুণ্ঠিত ও লজ্জাবনত মুখের কি চমৎকার শোভা! এই সময়ে পার্থিব পদার্থ স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে। (প্রকাশ্যে) তা নয় ওঁকে দেখেও সুখী হ'লেম।

নীর। ও যে টেনে সুখ, মশাই!

ভূষ। পৃথিবীর সুখ তো সবই টেনেটুনে—এর আর অন্যায় কি? (নলিনীরপ্রতি) তুমি কেমন আছ?

নলি। (লজ্জাবনতমুখে) ছিলাম ভাল।

ভূষ। ছিলে ভাল কোথায়?—ছিলেতো অচৈতন্য!

নলি। (মৃদুস্বরে) দুঃখের দিনে চেতনা ভাল নয়।

ভূষ। দুঃখ কিসের?

নলি। দুঃখের। (অশ্রু বিসর্জ্জন।)

ভূষ। তুমি কাঁদ্‌চো কেন?

নলি। কৈ—না।

ভূষ। আমায় দেখে দুঃখ হয়তো বল,—নয় আমি চ'লে যাই।

নলি। না,—আমি কাঁদিনে—এখন আছি ভাল।

বুঝি তোমার ভাল থাকা চক্ষুদিয়ে নদী প্রবাহিত থাকায় কায নাই!

নলি। আমার জন্যে তো আপ্‌নার বিস্তর কষ্ট হয়েছে?

ভূষ। আমার কষ্ট কিসের?—কষ্ট নীরদার। আমায় মুক্ত ক'ল্যে, নিজের স্বামীকে মুক্ত ক'ল্যে, তোমায় জল থেকে উদ্ধার ক'ল্যে, আর সারা রাত্রি নৌকার কাণ্ডারী হ'য়ে রইল; আমরা মুটে দাঁড়ী বইত নয়! কোথা কাটোয়া যাব, প্রাতে দেখি—না, নৌকা ভাঁটার টানে একবারে শ্রীরামপুর এসে প'ড়েছে।

নীর। জলের টানে আর মানুষের টানে?

ভূষ। কাণ্ডারীতে তো সে টান গ্রাহ্য করে না।

নীর। জলের স্বাভাবিক টান—মানুষের কষ্টের টান।

ভূষ। পৃথিবীর গতিকই তো এই—টেনে টুনে যত রাখ্‌তে পার।

নীর। কৈ—সে টান থাক্‌লেও যে আপ্‌নি এতক্ষণ সুখপথে কতদূর যেতে পাত্তেন। এখন আমার একটী অনুরোধ আছে, রাখ্‌তে হবে, না রাখেন তো—না—রাখ্‌তেই হবে।

ভূষ। কি—ব'লেই দেখ।

নীর। আপ্‌নি যেমন নলিনীকে ভাল বাসেন, উনিও আপ্‌নাকে তেম্‌নি ভাল বাসেন, তা কি আপ্‌নি জান্‌তে পাচ্চেন্‌ না?

ভূষ। তোমার অনুরোধ কই বল না?

নীর। ওটা আমার ভুল হয়েছে—এতে উপরোধ অনুরোধ নাই।

ভূষ। (শয্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া) নলিন্‌! তুমি কি আমায় সত্যই ভাল বাস?

নলি। (লজ্জাবনতমুখে অবস্থান।)

নীর। এখন আর পোড়ার মুখে কথা নাই!

ভূষ। আমি কে জান্‌লে তুমি ভালবাস্‌তে না। আমি খুনে, ডাকাত,—শূলের আসামী। (নলিনীর হস্ত ধরিয়া) তুমি কি আমায় ভালবাস?—তুমি কি আমায় ভালবাস? (একদৃষ্টে মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ।)

(মুরারির প্রবেশ।)

মুরা। (জনান্তিকে) মহাশয়! রমেন্দ্র বাবু এসেছেন—আপ্‌নাকে ডাক্‌চেন।

ভূষ। আমি একবার বাইরে থেকে আস্‌চি।

[মুরারি ও ভূষণের প্রস্থান।

নীর। দেখ নলিন্, এ অজ্ঞাতচরিত্র লোকের সঙ্গে দেখা ক'রে ভাল করোনি—কেমন?—তা তোমার মুখ দেখেই জানা যাচ্চে—না!

নলি। তুমিই তার দায়ী।

নীর। নিজের দায়েই ব্যতিব্যস্ত; আবার পরের দায় কে ঘাড়ে ক'র্‌বে?

নলি। তবে আর তোমার উদারতা কই?

নীর। আমি উদার নই—বড় স্বার্থ-পর।

নলি। তবে নয় স্বার্থসিদ্ধি করো।

নীর। (দুই হস্তে নলিনীর মুখমণ্ডল ধারণ করিয়া) তোমাতেই আমার স্বার্থ। তবে ভাই, তুমি এখন ব'সো—আমি চ'ল্যেম।

নলি। তুমিও চ'ল্যে; এবার আর তোমার চলাচলি নাই।

নীর। আচ্ছা—নলিন্, "তুমিও চ'ল্যে" এর অর্থ কি?

নলি। এর অর্থও তুমি—অনর্থও তুমি! এখন যাবে কোথায়?

নীর। তা ব'ল্‌বো না।

নলি। ব'ল্যে কি তোমায় খেয়ে ফেল্‌বো?

নীর। না ব'ল্যে কি খেয়ে ফেল্‌বে?

নলি। মরণ আর কি! এবার তোমার ওসব চালাকী রাখ! এবার প্রাণ থাক্‌তে তোমায় ছাড়্‌বো না।

নীর। তবে দেখ্‌চি এবার নিতান্তই ফলারটা দেবে।

নলি। ফলার কিসের?

নীর। তোমার বিয়ের?

নলি। (নীরদের চিবুকে হস্ত দিয়া) তুমি কোন্ মুখে ফলার খাবে দেখি!

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্রীরামপুর—ভাড়াটিয়াবাটীর পশ্চাতে উদ্যানস্থ সরোবর-তট।

(নলিনীর প্রবেশ।)

নলি। আজ কি সুপ্রভাত হয়েছিল! মনের সকল ক্ষোভই মিট্‌লো! পিতাকেও বেস ভাল দেখ্‌লাম; নাথেরও মন পেলাম। আর আমায় পায় কে? কিন্তু এতদিন ছিলেম ভাল—জীবনের একটা উদ্দেশ্য ছিল; আজ যেন সব ফুরালো ফুরালো বোধ হ'চ্চে। নিশারূপসীর মুখে যে আর আজ হাসি ধরে না!—এমন হাসিভরা মুখ তো কখন দেখিনে!—আজ যেন শেষ সুখ ক'রে নিচ্চে! বলি, সম্মুখে নির্ম্মল দর্পণখানিতে কি নিজ চন্দ্রানন দেখ্‌চ—আর আপ্‌নার রূপের গরিমায় হেসে অজ্ঞান হ'চ্চ! রাজ্যের সকল ফুল গুলিই কি আপ্‌নার অলকাবলীতে গুঁজে বস্‌তে হয়?—আমাদেরও মরুক্ দুটী একটী দাও! নাথের সম্মিলনে কি তোমার নিশ্বাস এত সুমধুর হয়েছে? গন্ধে দিক্ আমোদিত হ'চ্চে যে? তোমার সঙ্গে কার তুলনা?—নিজের রূপেই ব্যতিব্যস্ত! আমায় তো একটা কায ক'রে

নিতে হ'চ্চে—নইলে মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগ্‌চে। জগতে তো সকলেই অকাতরে নিদ্রিত। আমার কেন নিদ্রা নাই? লোকে বলে দুঃখে নিদ্রা হয় না, আজ আমার দেখ্‌চি সুখে নিদ্রা হ'চ্চে না। নিশানাথ! বল দেখি এখন আমার মত সুখে কজন জেগে? এই যে ফুলগুলি তুলেছি—ব'সে ব'সে কেন চাঁদের অলোয় একছড়া মালা গাঁথি না? (মালা গাঁথিতে গাঁথিতে) বাবাকে আজ দেখে তবু কতকটা মন সুস্থির হ'লো! যে হয়ে গিয়েছিলেন দেখে ভয় হ'তো! সে মুর্ত্তি ছিল না—সে শ্রী ছিল না—চক্ষু রক্তবর্ণ,শরীর অস্থি-চর্ম্ম সার, কেশপাশ অপরিষ্কৃত, সতত স্তম্ভিত; বোধ হয়, আমার জন্যে ভেবে ভেবেই অমন হয়েছিলেন। অনেক কথার পর জলদ-গম্ভীরে দুটী একটী হুঁ—হাঁ দিয়ে সার্‌তেন। এখনকার অবস্থা দেখে মনে তবু সুখ জন্মেছে। ফুলগুলি যেন বাসীধোপ করা—মালা ছড়াটী যেন তারার মালা হ'লো। আচ্ছা, এমালা গাঁথা কার জন্যে?—কেন, আমার আপ্‌নার জন্যে! পৃথিবীতে আমার চেয়ে আর আমার বড় কে? কৈ? এ কথায় তো মনে সুখ হ'লো না। আমার চেয়ে আমার এক জন প্রিয় আছে;—না। আবার না কেন? স্পষ্টই বল না, এখানে তো আর কেউ শুন্‌তে আসেনি। চন্দ্র! তুমি শুন্‌বে—আবার হাস্‌বে? মলয় পবন তুমি শুন্‌বে? না, বলা হবে না;—তুমি আবার নাচ্‌তে নাচ্‌তে গিয়ে সকলকে ব'লে দেবে! নক্ষত্রগণ! তোমরা শুন্‌বে? না, তোমরা আবার কি কাণাকাণি ক'চ্চ। তা তোমরা আমার কি কর্‌বে; আমি বলি ভূষণ—ফের বলি ভূষণ—ফের সবলে বলি ভূষণ! প্রতিধ্বনি বার-বার বল ভূষণ! মনে বড় আহ্লাদ হ'চ্চে একটা গান গাই। এ সময় মনের সুখে আপ্‌নাকে শুনিয়ে গাই—বড় মিষ্ট লাগ্‌বে। ভাল না হয় তোমরা সবাই হেসো—আমার নিজের তো সুখ হবে। অমন বিদ্রূপ সবাই ক'ত্তে পারে,—উপহাস হাসা সহজ!—তবে আর কি?

রাগিণী—জয়জয়ন্তী, তাল—একতালা।

কোমল একুসুম-মালা দোলাব দেব! তব গলে,
স্পষ্ট না বলিতে পারি, বলিব ছলে কৌশলে।
না জানি গাঁথিতে ভাল, ভালবাসায় হবে ভাল;
ভ্রমর হইলে কাল, অনাদরে কি শতদলে?

(ভূষণের প্রবেশ।)

ভূষ। ওকি! থাম্‌লে যে?—আবার গাও! সহসা তারছেঁড়া বীণার মত হ'লে কেন? গাও—গাও,—ফের গাও—বড় মিষ্ট!

নলি। আমি তো আর গাইবার জন্যে বায়না নিইনে, যে ব'ল্যেই গাইতে হবে!

ভূষ। তবে গাচ্ছিলে কেন?

নলি। আমার ইচ্ছা।

ভূষ। আমার ইচ্ছায় কি গাইতে নাই?

নলি। (অশ্রু বিসর্জ্জন।)

ভূষ। ওকি?—কাঁদ্‌চো যে?—এই বুঝি তোমার গান! তবে আমি চ'ল্যেম।

নলি। না,—আমি গাচ্ছি।

ভূষ। তুমি গাইলেই বা আর শুন্‌বে কে? একি যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ!

নলি। আমি গাইবও না—আর আপ্‌নাকে সুদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকৃতে হবে; একি তামাসা বটে?

ভূষ। তবে গাও, শুনি।

নলি। আমি নিজ মনে গাচ্চি; কারো কথায় কিছু গাচ্চিনে।

রাগিণী—কানেড়া, তাল—মধ্যমান।

নিশীথ সময় এবে, মধ্যনিশামণি,
নিষণ্ণ নিখিল ঘুমে, নীরব ধরণী।

লতা-পাতা-তরুপরে, সমীর নাহি সঞ্চরে,
নিঃশব্দ চরণে ফেরে, নিদ্রা কুহকিনী।
বিজন এবনস্থলী, বিজন এবে সকলি,
যাও ফিরে নিশি-অলি, মুদিত নলিনী।

ভূষ। তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্চ—তবে যাই।

নলি। রাগিণী—বাগেশ্রী, তাল—কাওয়ালী।

চাঁচর চিকুরে শশি, নিশি রূপসী সাজিল,
রূপের কিরণ-জালে ত্রিজগৎ উজলিল।
প্রিয়মুখে মুখ রাখি, কূজিল যতেক পাখী,
বিশদা রজনী দেখি, উষা ভেবে জাগিল।
বিচিত্র বিধির কায, প্রকৃতি প্রসন্ন আজ,
এস এস অলিরাজ, কমলিনী প্রকাশিল।

ভূষ। তোমার অভ্যর্থনার চেয়ে বিদায়টী মধুর। তা হ'তেই পারে, এটা তো আর মনের সঙ্গে নয়, কষ্ট কবির দোষ চিরকাল!

নলি। দেখুন্ দেখি, কেমন মালা গেঁথেছি!

ভূষ। কার জন্যে?

নলি। আমার জন্যে, আবার কার জন্যে?

ভূষ। তবে দাও; আমি তোমায় পরিয়ে দি। কিন্তু তোমায় এফুলের মালা তো সাজ্‌বে না। শক্তি থাক্‌লে আজ তোমায় আকাশের তারার মালা গেঁথে দিতাম।

নলি। আচ্ছা—এছড়াটী আপ্‌নি কেন পরুন্ না?

ভূষ। পরের সামগ্রী আমি ছোঁব কেন?

নলি। আমি কি আপ্‌নার পর?

ভূষ। নহিলে ব'ল্‌বে কেন "আমার জন্যে?"

নলি। দেখ্‌লেম আমার ব'ল্যে আপ্‌নার বুঝায় কি না

ভূষ। তবে নয় তুমি প'রে আমায় দিও।

নলি বাসিফুল কি দিতে আছে -কাণাগরু বামুণকে দান! এখন মালাছড়াটী কেমন হয়েছে, বলুন্ দেখি?

ভূষ। তা কেমন ক'রে বল্‌বো; তুমি বলনা কেমন হয়েছে?

নলি। কেমন ক'রে ব'ল্‌বো কি?

ভূষ। আমার চক্ষে যে তোমার সব ভাল লাগে। তবে কি ব'ল্‌তে হ'বে তা ব'লে দাও।

নলি। তবু ভাল ব'ল্‌তে হ'বে ব'লে বুঝি ব'ল্‌বেন না?

ভূষ। তোমায় ভাল লাগে তো আমায়ও ভাল লাগ্‌বে।

নলি। আমায় যদি ভাল না লাগে?

ভূষ। তবে আর আমি ব'ল্‌তে পাল্যেম না।

নলি। এর বেলা না কেন? এই যে ব'ল্যেন "তোমায় ভাল লাগে তো আমায়ও ভাল লাগ্‌বে, তোমায় মন্দ লাগে তো আমায়ও মন্দ লাগ্‌বে।"

ভূষ। আমি ব'ল্যেম তোমায় ভাল লাগে তো আমায়ও ভাল লাগ্‌বে; কিন্তু তোমায় মন্দ লাগ্‌লে যে কি হ'বে তাতো কিছুই বলিনে; তুমি বড় মিথ্যা কথা কও।

নলি। কি সে?

ভূষ। কি সে দেখ্‌বে? আচ্ছা—বল দেখি, তুমি আমায় ভাল বাস কি না?

নলি। না।

ভূষ। তবে কাকে?

নলি। যে মনের মতন।

ভূষ। কে মনের মতন?

নলি। তা জানিনে।

ভূষ। তবে তেমন অজ্ঞাতচরিত্র লোককে ভালবাসা অন্যায়।

নলি। ওতো উপদেশ, ফলে হ'য়ে থাকে কি? কিন্তু আপনি তা ব'লে আর অজ্ঞাতচরিত্র নন্।

ভূষ। তবে না তুমি আমায় ভালবাস না?

নলি। ওটা ভুল হয়েছে—ভুল হয়েছে;—আমি জানিনে।

ভূষ। (ননিলীর হস্ত ধরিয়া) আমি যে জানি। দেখ, ভোর হয়ে এল, চন্দ্র অস্তগত প্রায়; চল, যাওয়া যাক্।

নলি। রাগ—ভৈরব, তাল—আড়া।

কাঁদাইয়ে কুমুদীরে কোথা যাও শশধর!
দহে না কি হৃদি তব দেখি দুঃখ অবলার?
অভাগীর ভাগ্যগুণে, যদি পেলে তোমা ধনে,
প্রতারণা তার সনে, একি তব শিষ্টাচার!
যাবে যাও নিশামণি, অভিমানী নহে ধনি,
এই ভয় মনে মানি, কলঙ্ক হবে তোমার।

(অপরদিকে রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

রমে। দাঁড়াও শশধর—দাঁড়াও! তোমারও কার্য্য শেষ—উদ্দেশ্য শেষ—যাবার সময় হয়েছে—আমারও ঠিক্ তাই। তবে তুমি কুমুদিনীকে কাঁদিয়ে যাচ্চ, আমি কুমুদিনীর উদ্দেশ্যে যাচ্চি। তুমিও কলঙ্কী—আমিও কলঙ্কী; তোমার কলঙ্ক গুরুতর—আমার কলঙ্ক কলঙ্কই নয়,—বরং গৌরব; যবনশোণিতে হস্ত কলুষিত—সে আবার কলঙ্ক কিসের? তোমার যাবার সময় মুখে আর হাসি ধরে না—আমারও তাই; কিন্তু তুমি নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, লম্পট—কুমুদিনীকে প্রতারণা করেছ, তাই উপহাস হাস্‌চো—আমি তার উদ্দেশে যাচ্চি—পাপ পৃথিবীর নিগ্রহ থেকে পালাচ্চি—তাই হাস্‌চি। দাঁড়াও—দাঁড়াও, তোমার সঙ্গেই যাই! আর যেন প্রাতের পাপ কোলাহল শুন্‌তে না হয়! না,—তুমি যাও, তোমার বাহ্যিক সার! তুমি তো আর আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে

পার্‌বে না ! এখন যে আমায় নিয়ে যেতে পার্‌বে তার উপাসনা করি। (হস্তস্থিত করবার নিরীক্ষণ করত) তোমার যে এতদিন পূজা ক'ল্যেম, যবনশোণিতে যে তোমার চির-পিপাসা দূর ক'ল্যেম, এখন স্বকার্য্য সাধন ক'ত্তে পার্‌বে তো! দেখো—মানুষের মত কৃতঘ্ন হইও না! তুমিই এখন আমার স্বর্গের সোপান, মর্ত্তের এক-মাত্র সখা। এস, সংসারের এই ঘোর মায়াজাল—বিপদ-জাল, তোমা দ্বারায় নিরাকরণ করি! এস—দরিদ্রের বন্ধু, বিপন্নের সহায়, অনাথের নাথ, হীনবলের বল,—এস! (সহসা হস্ত হইতে করবার স্খলিত হওন।) তুমি কাঁদ্‌চো?—কেন মা, ভয় কি?—কৈ? কেউ তো নাই। আমি কি স্বপ্ন দেখচি নাকি? (করবার উত্তোলন করত) এখন তোমার সে পূর্ব্বের ন্যায় আস্ফালন নাই কেন?—সে শোণিত পানের আনন্দ কোথায়?—সে উল্লাস কই?—সে উৎসাহ কই?—সে সাহস কই? এখন কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য ক'চ্চ কেন? জীবন! জীবন আবার কি?—আমি। আমার মান, সম্ভ্রম, বাসনা, উদ্দেশ্য, স্বাধীনতা, যখন সব গেছে, তখন আমিই কই?—আমার জীবনই বা কৈ? মাতঃ বঙ্গভূমি! আজ তোমার মধুময় নাম এপাপ মুখে এনে তোমার নামের গৌরব লাঘব ক'ল্যেম; উদ্দেশে তোমার চরণে নমস্কার করি। মা নলিনি! তোমার জন্যেই এতদিন এ কষ্টের জীবন, এ পাপ জীবন, এ স্বাধীনতাবিবর্জ্জিত জীবন, এ পরের জীবন, এ যবন-পদসেবার জীবন রেখেছিলেম; পাছে তোমার জীবন অবলম্বনশূন্য হয়—তাই রেখেছিলাম; এখন তোমার অবলম্বন হয়েছে, আর কেন? আমায় বিদায় দাও—মুক্তি দাও! আর এমৃৎপিণ্ড বইতে পারিনে! লোকে বলে নক্ষত্রবিশেষে আত্মহত্যা ক'ল্যে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, আজ নক্ষত্রটা কি? বঙ্গদেশে সদাই মঘা, যাত্রানাস্তি; জীবনেও মঘা, মরণেও মঘা! আচ্ছা—মানুষ ম'লে এত নক্ষত্রের মধ্যে কোন্‌টীতে যায়? যেটায় যাক্ না কেন? এপোড়া পৃথিবী থেকেতো নিস্তার পায়, তা হ'লেই হলো;

নরকও ভাল,—সেখানেও জগদীশ্বরের শাসন আছে, এখানে যে তার কিছুই নাই। আমায় যেন কে ডাক্‌চে—প্রিয়ে! দাঁড়াও—দাঁড়াও—দাঁড়াও! আমিও যাই—যাই—যাই—

নলি। বাবা! তুমি কোথা যাবে?—আমি তোমার সঙ্গে যাব।

রমে। তুমি সেথা কোথায় যাবে? আমি যেখানে যাব, সেখানে মানুষ গেলে আর ফেরে না, আর কেউ যেন ইচ্ছা ক'রে সেখানে না যায়! (অশ্রু বিসর্জ্জন।) কি! আমার সব গেল—এখনও পোড়া চোকের জল গেল না? (বক্ষে অস্ত্রাঘাত ও পতন।)

নলি। বাবা! কি ক'ল্যেন্, কি ক'ল্যেন্!—

রমে। তুমি এখন থাম, এখনও তোমার একটু কায বাকি আছে; বিলম্বে তোমারই ক্ষতি; রোদনের ঢের সময় পাবে; কিন্তু আমার কথা ফুরিয়ে এল!

ভূষ। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (শশব্যস্তে রমেন্দ্রের নিকটে গমন ও তাঁহাকে তুলিতে উদ্যম।)

রমে। আর ওসব বৃথা, মনুষ্যহস্তে আর আমার প্রতিকার নাই। আচ্ছা, তুমি কি নলিনীকে ভাল বাস?

ভূষ। কে না বাসে?

রমে। আমার আর এখন বিস্তর কথা কহিবার সামর্থ্য নাই; তুমি শীঘ্র বল, হাঁ—কি—না?

ভূষ। (মৃদুস্বরে) আজ্ঞা হাঁ!

রমে। দেখ বাবা! আমি নলিনীর সুদ্ধ ইহকালের কর্ত্তা ছিলাম; আজ অবধি পিতৃমাতৃহীনা নলিনীর তুমিই ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বময়কর্ত্তা হ'লে। (নলিনীর হস্ত ধরিয়া ভূষণের হস্তে প্রদান।)

(যবনিকা পতন।)

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.

সুরলতা নাটক।

(মহাকবি সেক্ষপীয়রকৃত মার্চ্চ্যাণ্ট্ অব্ ভেনিসের অনুবাদ।)

সংবাদপত্রের অভিমত।

THE work is a successful adaptation of Shakespear's Merchant of Venice into Bengali, and does credit to the author's appreciation of the immortal Bard of Avon.—*Hindoo Patriot.*

'The finer a commodity is, the worse it endures transportation,' says Butler, and applying his words, *mutatis mutandis,* it must be conceded that the *Merchant of Venice* is one of those 'most delicate of English fruits that are by no art to be brought over.' Nevertheless, 'Suralata' comes as near the mastery of the original as translation possibly might, and we appreciate its merits all the more, because of the native dress which the author's adaptations have given to the play. Besides its interest for readers of the *Drama,* it may prove useful to Bengali students of English in picking up parallelisms of idiom between the two languages.—*Indian Christian Herald.*

As a translation, its merits are not small. * * * * His book has been very readable. It is also worthy of remark that the style is not characterized by any turgidity, but is chaste, simple, and even elegant.—*National Magazine.*

This is a Bengali translation or rather adaptation of Shakspeare's Merchant of Venice. It is well done.—*The Bengal Magazine.*

The author possesses a facility of drama-writing, which we would have much more gladly seen the author had brought to bear on well-known Indian historical incidents.—*National Paper.*

এ অনুবাদটীও সুন্দর হইয়াছে। ইহারও পাঠে সাভিনিবেশ প্রবৃত্তি জন্মে।

সোমপ্রকাশ।

পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেরূপ "কমেডি অব এররস্" অনুবাদ করিয়া ভ্রান্তিবিলাস নামে প্রচার করেন, এখানি সেরূপ নহে। ইহা নাটকেরই আকারে

অনুবাদিত হইয়াছে এবং যে সকল ঘটনা বা প্রসঙ্গ বিজাতীয় বলিয়া শ্রুতিকটু তাহা দেশীয় রুচিসঙ্গত করা হইয়াছে। আমরা এখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। যাঁহারা ইংরাজী পড়েন নাই তাঁহারা ইহা পড়িয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিতে পারিবেন

ভারতসংস্কারক।

——প্রণীত সুরলতা নামে একখানি নাটক পাঠ করিয়া আমরা প্রণেতার গুণের বিশেষ পরিচয় পাইলাম। সুরলতা বিখ্যাতনামা মারচাণ্ট অব্ ভিনিসের অনুবাদ, অথচ প্রণেতা স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষাকৌশলদ্বারা গ্রন্থখানিকে দেশীয় নাটকাকারে পরিণত করিয়াছেন। অনুবাদকের কার্য্য দুরূহ হইলেও—যে এতাদৃশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহাতে তিনি সাধারণের উৎসাহের পাত্র সন্দেহ নাই।

অমৃতবাজারপত্রিকা।

আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম।—যে বঙ্গসমাজকে একটী অপূর্ব্ব নাটকের ছায়া প্রদর্শন করিতেও সক্ষম হইয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা পরম প্রীত হইলাম।......তাঁহার যে মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। আমরা ইহাও বলিতে পারি যে এই নাটকখানিতে গ্রন্থকারও নিজ কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যেহেতু এক জন কবি না হইলে সেক্সপিয়ারের ভাবগুলিন উপযুক্ত ও প্রাঞ্জলভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

হাবড়াহিতকরী।

——র রচনাশক্তি প্রশংসনীয়। গ্রন্থকার যদিও অবিকল অনুবাদ সকল স্থলে করেন নাই, কিন্তু চরিত্রগুলি সমানই রাখিয়াছে। পোরসিয়ার সহিত সুরলতার, নেরিসার সহিত বিরাজের চরিত্র তুলনা করিলে উভয়ই এক খনির এক অঙ্গের বোধ হয়। এদিকে নায়কের চরিত্রও সমান দেখা যায়।—যে, চরিত্রগুলি সমান রাখিয়াছেন, তজ্জন্য প্রশংসা পাইতে পারেন,......। কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই। গ্রন্থখানি অভিনয়ের সম্পূর্ণ যোগ্য।

সংবাদপ্রভাকর।

সুরলতা নাটকখানি প্রকৃত প্রস্তাবে একখানি সুন্দর নাটক হইয়াছে, অন্যান্য সামান্য নাটক প্রণয়ন অপেক্ষা ইহাতে যে যথেষ্ট পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহার সংশয় নাই; এবং ইহাও সকলে স্বীকার করিবেন যে মূল গ্রন্থের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বজায় রাখিয়া এতদপেক্ষা সরল বাঙ্গালা নাটক পূর্ব্বে প্রচারিত হয় নাই। গ্রন্থকারের যে বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় অধিকার আছে সুরলতা নাটক তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নাটকলেখকেচ্ছুক মহাশয়েরা যদ্যপি আধুনিক চলিত কদর্য্য নাটক না লিখিয়া সেক্সপীয়রের প্রণীত নাটকগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ করেন তাহা হইলে দেশের মহা উপকার সাধিত হয়। এক্ষণে এই নাটকখানি আমাদের কোন নাট্যালয়ে অভিনীত হওয়া উচিত এবং অভিনীত হইলে যে উৎকৃষ্ট নাটকের ন্যায় জয়লাভ করিবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

বঙ্গ-মিত্র।